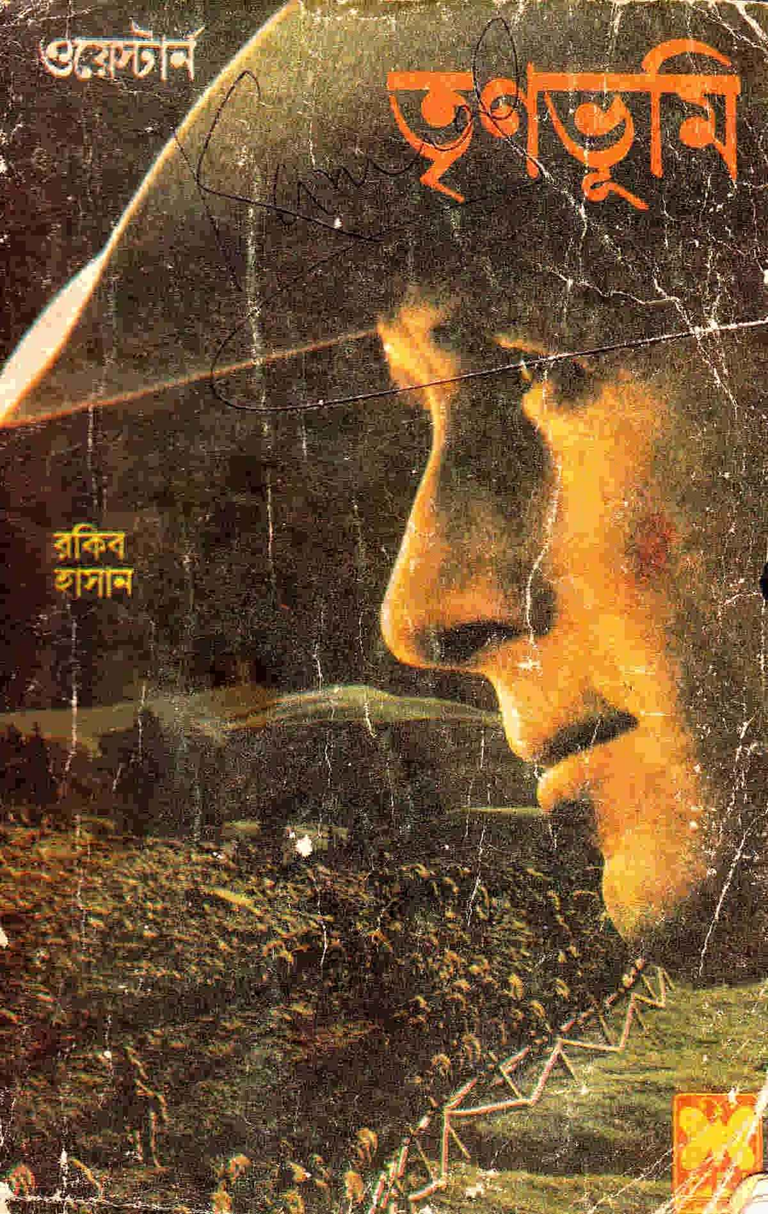


ওয়েস্টার্ন
তৃণভূমি
রকিব হাসান

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

॥ লেখক ॥

এক

একটা বাঁকের কাছে এসে লেপার্ড আপালুসার রাশ টানলো শেড মেরন।

শাদার ওপর কালো ফোঁটা, লেজের ঠিক ওপরে, বাঁ পাশে এক পোঁচ নীল রঙ অসাবধানে লাগিয়ে দিয়েছে যেন কেউ, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় বিচিত্র দেখাচ্ছে ঘোড়াটাকে। বাতাসে গন্ধ নিচ্ছে লেপার্ড আপালুসা, প্রভুর মতোই সদাসতর্ক, কান খাড়া. তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে নিচের উপত্যকা।

জিনের ওপর সটান বসে আছে শেড, দৃষ্টি নিচের উপত্যকার দিকে। দীর্ঘদেহী, চওড়া কাঁধ, পোড়খাওয়া নিষ্ঠুর চেহারায় এক ধরনের সৌন্দর্য আছে ওর। বেপরোয়া ভঙ্গি, ধূসর চোখের তারায় প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। অনেক নিচের সবুজ বনে ছাওয়া উপত্যকা আর তার আশপাশের অঞ্চলের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন জমিদার এসেছে তার জমি দেখতে। একাই এসেছে শেড মেরন, কারো অনুগ্রহ চাইতে নয়, কারো চাকরি করতে নয়, এসেছে জয় করে নিতে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। অন্যের জন্যে নয়, এবার নিজের জন্যে কিছু করবে। বয়েস তো কম হলো না। সাতাশ পেরিয়েছে, অনেক ধরনের কাজ করেছে, কিন্তু লাভটা হয়েছে কি? নিজের বলতে আছে শুধু এই আপালুসা ঘোড়াটা, একটা '৪৪ ক্যালিবারের উইনচেস্টার রাইফেল, দুটো কোল্ট পিস্তল। ও হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস আছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরি একটা চমৎকার জিন, যেটার ওপর বসে আছে।

শেডের জন্ম লড়াইয়ের মাঠে, চলন্ত গরুর গাড়িতে। কৈশোরে পা দিতে না দিতেই হারিয়েছে মা-কে, তারপর বাবাকে, তখন থেকেই জীবন-যুদ্ধে সে একা। কি কাজ করেনি জীবনে? ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাডা, মনটানা আর কলোরাডোতে সোনা-রূপা সন্ধানীদের সঙ্গে ছিলো অনেকদিন। ক্যারাভানের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছে দুর্গম চিজহম ট্রেইল, গুডনাইট লাভিং ট্রেইল। মিলিটারিতে যোগ দিয়ে লড়াই করেছে খুনে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে, তাদের ঢুঁড়ে বেড়িয়েছে পাহাড়-জঙ্গল মরুভূমিতে। দুর্ধর্ষ কিওয়া, কোমাঞ্চ, অ্যাপাচি, সু আর ব্ল্যাকফিট ইণ্ডিয়ানরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তার নাম। কিন্তু সম্মানটুকুই যা পেয়েছে, পকেট একদম খালি।

ধনদৌলতের পাহাড় চায় না শেড, চায় সুন্দর জায়গায় ছোট্ট একটা র‍্যাঞ্চ, যেখানে পরম শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারবে জীবনের বাকি দিনগুলো।

এই অঞ্চলে নতুন এসেছে সে, কিন্তু সব কিছুই যেন তার অতি পরিচিত। এখানকার কোথায় কোন্ পাহাড়টা আছে,

কোথায় তৃণভূমি আর ঝর্না, কোন্ বনে শিকার মেলে ভালো, সব তার জানা। ভালোমতো খোঁজখবর নিয়েই এসেছে।

ঘোড়াকে চলার নির্দেশ দিলো শেড। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে চললো আবার আপালুসা, পাইন বনের ভেতর দিয়ে। অন্ধকার নামতে দেরি নেই। দেখতে দেখতে চলেছে শেড, খুব সুন্দর জায়গা। পছন্দ হয়েছে। ভাবছে, এখানে র‍্যাঞ্চ করবে সে, তারপর বিয়ে করবে, ছেলেপুলে হবে, ছেলেরা র‍্যাঞ্চের কাজে সাহায্য করবে তাকে।

পাইনের বন পেরিয়ে এলো আপালুসা। তৃণভূমির কিনারে আসতেই ধোঁয়ার মৃদু গন্ধ ঢুকলো শেডের নাকে। পাশ ফিরে তাকালো একবার। কি ভেবে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চললো গন্ধ যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে।

এক জায়গায় গোল কালচে একটা বড় দাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ওর, আগুন ওখানেই জ্বলছিলো। আশেপাশের মাটিতে পায়ের দাগ, ঘাসের ডগা ছেঁড়া।

কঠিন হাসি ফুটলো ওর শীতল চোখে। ঘোড়াটাকে বললো, 'বুঝলি, জনা, গরুর পাল নিয়ে এসেছিলো ওরা, দুজন, দুটো ঘোড়া। এখানে থেমেছিলো। একজনের ভারি শরীর, পায়ের ছাপ কতো গভীর দেখেছিস? ব্যাটারা অসাবধান, নইলে আগুনের চিহ্ন মুছে রেখে যেতো। কিংবা বড় বেশি বেপরোয়া। নিজেদের ওপর আস্থা অনেক বেশি। দেখছিস, কেমন ছেলেমানুষের মতো ঘাস ছিঁড়েছে? কিন্তু এভাবে আগুন...অহ্হো, বুঝেছি। ছাপ, বুঝলি, অসহায় গরুগুলোর গায়ে লোহা পুড়িয়ে

মার্কা দিয়েছে। নিশ্চয় জানে কাজটা বেআইনী, ধরা পড়লে ফাঁসি হয়ে যাবে, তবু কেয়ার করেনি।'

এদিক ওদিক যতদূর চোখ যায় দেখলো শেড, কোনো গরুর পাল চোখে পড়লো না। কিন্তু থাকার তো কথা। মাত্র মাইল দেড়েক দুরে আছে একটা কাউ-টাউন, নাম সোলড্যাড। জানে, ডানে কিছু দুরে বড় বড় কয়েকটা কটনউড গাছের তলায় কয়েকটা পাকা বাড়ি আছে, আর তার কাছাকাছিই কোথাও আছে ছোট একটা র‍্যাঞ্চ।

একপাশে ছোট একটা পাহাড়শ্রেণী ঢুকে গেছে উপত্যকায়, রুক্ষ আঙুল তুলে রেখেছে যেন রিব ফারেলের জায়গাটার দিকে। ওই জায়গাটার পরে আরেকটা তৃণভূমি, একটা র‍্যাঞ্চ, ওটার মালিক বিল কার্টিস। সব শেড মেরনের মুখস্থ। বড় দুটো র‍্যাঞ্চের কাছ থেকে খানিক দুরে থাকার কথা ছোট র‍্যাঞ্চটা। ওটার মালিক দুই ভাই-বোন, জিম লোপেজ আর লুনা লোপেজ।

'লোকে বলে,' আপন মনেই বললো শেড, 'চোর-ডাকাতেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে, তখন তাদের জিনিস যায় ভদ্রলোকের দখলে। হাসিস না, জনা, নিজেকে ভদ্রলোক বলছি না, কিন্তু শেড মেরন চোর, বা ডাকাত, কিংবা ধোঁকাবাজ, একথা তার শত্রুও বলতে পারবে না। দেখিস, মরবে ব্যাটারা, ওদের র‍্যাঞ্চের মালিক হবো আমি। ওদের টাকা আছে, ক্ষমতা আছে, পোষা গুণ্ডা আছে, কিন্তু তাতে কি? ওরা অসৎ, একে অন্যের বিরুদ্ধে লেগে আছে। ধ্বংস ওরা হবেই।

আমি বলে দিলাম, দেখিস, বেশি দিন আর টিকছে না রিব ফারেল কিংবা বিল কার্টিস...'

'কথা বলতে পারে বুঝি ঘোড়াটা?' পেছন থেকে বলে উঠলো একটা মেয়েকণ্ঠ, কখন এসেছে টের পায়নি শেড। ভাবাবেগে অসতর্ক হয়ে পড়েছিলো মুহূর্তের জন্যে।

ফিরে তাকালো শেড।

বিশাল এক লাল ঘোড়ায় বসে আছে মেয়েটা। সতর্ক। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। এক নজর দেখেই বুঝলো শেড, ওই মেয়ে খোলা তলোয়ার। বললো, 'বলতে পারে না, তবে বোঝে।... কিন্তু আপনি? বাড়ি থেকে দুরে চলে আসেননি তো?' তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটাকে দেখছে সে।

'এরকম প্রায়ই আসি,' ভুরু নাচালো মেয়েটা। 'কিন্তু ব্যাপার কি? মেয়েমানুষ দেখেননি জীবনে?'

'দেখেছি,' হাসলো শেড। 'তবে এতো সুন্দরী দেখিনি।'

সামান্য লাল হলো মেয়েটার গাল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টালো। 'র‍্যাঞ্চের কথা বলছিলেন একটু আগে। কোন্ র‍্যাঞ্চ? কোন্‌টার মালিক হতে চান?'

'এখনও ঠিক করিনি। র‍্যাঞ্চ আর ঘোড়া পছন্দ করতে সময় লাগে আমার।'

'দেখে তো তা মনে হয় না,' ঠোঁট ওল্টালো মেয়েটা। 'যা একখান ঘোড়া পছন্দ করেছেন! ওটা একটা রঙ হলো নাকি? বিনে পয়সায় সেধে দিলেও নেবো না।'

'কেউ দিতেও যাচ্ছে না আপনাকে,' গম্ভীর হলো শেড।

আপালুসাকে কেউ খারাপ বললে সইতে পারে না সে। 'খুব তো ভালো আর সুন্দর ঘোড়া আপনার, আসুন না দৌড়ের বাজি হয়ে যাক। এখান থেকে সোলড্যাড। দেখি, কারটা আগে যায়?'

জ্বলে উঠলো মেয়েটার চোখ। নিজের ঘোড়ার কাঁধে চাপড় দিয়ে বললো, 'ডোবারের সঙ্গে পাল্লা দেবে আপনার ওই বিচ্ছিরি চিতা বাঘ?'

'সেটাই তো দেখতে বলছি। একশো ডলার বাজি। আমার পকেটে আছে মাত্র তিন ডলার, যদি জেতেন, নগদ টাকা দিতে পারবো না।'

'কি দেবেন?'

'এটা,' জিনে হাত রাখলো শেড। 'একশো ডলারের বেশিই হবে দাম।'

হেসে উঠলো মেয়েটা। 'রাজি,' বলেই জুতোর ডগা দিয়ে গুঁতো লাগালো ঘোড়ার পেটে। লাফিয়ে উঠে ছুটলো তেজি ঘোড়া।

'জলদি কর, বাপ!' জনার কাঁধে চাপড় লাগালো শেড। 'টাকাটা আমাদের দরকার।'

প্রভুর কথা বুঝতে পারলো যেন আপালুসা, ছুটলো।

তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে দুটো ঘোড়া। দূরে সোলড্যাড দেখা যাচ্ছে। লাল ঘোড়াটার অনেক পিছনে রয়েছে জনা। কিন্তু সে-জন্যে ভাবছে না শেড। পুরো বিশ্বাস রয়েছে তার ঘোড়ার ওপর। খাঁটি আরবী রক্ত বইছে আপালুসার শরীরে,

দৌড়ে ওস্তাদ। এবড়ো-খেবড়ো রুক্ষ অঞ্চলেও ছুটতে অসুবিধে হয় না জনার, আর এখন তো ছুটছে সমতল মাঠে। ভাবনা কি?

সামনে এক জায়গায় চওড়া মোড়। সেটা ঘুরে এগোলো ডোবার। জনাকে বিপথে নামিয়ে আনলো শেড। মেসকুইটের ঝোপ আর ছোট বড় পাথরের স্তূপ ডিঙিয়ে ছুটলো খানিকক্ষণ, কোনাকুণি এগিয়ে শর্টকাটে মোড় পেরোলো, তারপর আবার এসে উঠলো পথে। এখনও আগেই রয়েছে ডোবার, তবে খুব বেশি আগে নয় আর।

বড়জোর আর আধমাইল দূরে সোলড্যাড, এই সময় গতি কমতে শুরু করলো ডোবারের। ভালো ঘোড়া কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু নিয়মিত দৌড় করানো হয় না বলে একটানা বেশিক্ষণ ছুটতে পারে না, বুঝলো শেড।

ডোবারের খেল খতম, জনার সবে শুরু। শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে দুটো ঘোড়া। কয়েকজন পথচারী এদিকে চেয়ে আছে, ঘোড়দৌড় দেখছে।

বাতাসের বাধা কমানোর জন্যে ঘোড়ার পিঠে প্রায় শুয়ে পড়েছে শেড। ডোবারকে ধরে ফেললো জনা, পাশাপাশি ছুটলো।

সামনেই একটা বাড়ি, শহরের সীমানা শুরু। আর কয়েক লাফেই ওখানে পৌঁছে যাবে দুটো ঘোড়া। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো শেড, 'জনা, এইবার!'

লম্বা এক লাফে ডোবারের পাশ থেকে উড়ে চলে এলো জনা। আর দুই লাফে পৌঁছে গেল বাড়িটার কাছে। রাশ

টানলো শেড। পাশে চলে এলো মেয়েটা। চোখ মুখ লাল। চেঁচিয়ে উঠলো, 'আপনি…আপনি ঠকিয়েছেন। মোড়ের কাছে পথ থেকে নামলেন কেন?'

'নামতে পারবো না, এমন তো কথা ছিলো না,' দরাজ হাসি হাসলো শেড। 'আপনাকে নামতে মানা করেছিলো কে?'

'আপনি ঠকিয়েছেন!' দ্বিগুণ জোরে চেঁচালো মেয়েটা।

'দেখুন,' শান্তকণ্ঠে বললো শেড, 'ঠকবাজিটা আপনিই আগে শুরু করেছেন। আমাকে তৈরি হওয়ার সুযোগ না দিয়েই দৌড় শুরু করেছেন। কোনো রকম জানান দিয়েছিলেন?'

'ওসব ফালতু কথা!'

'টাকা দেয়ার ইচ্ছে নেই তো?' হাসলো শেড। 'যান, দিলাম মাফ করে।'

চাবুক পড়লো যেন মেয়েটার পিঠে। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। কিছু একটা বলতে গিয়েও পারলো না।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলো শেড। চললো শহরের পথ ধরে। একবারও পেছন ফিরে তাকালো না।

দুই

শহরের ভেতরে একটা আস্তাবলের সামনে এসে ঘোড়া থামালো শেড। কয়েকজন লোক দরজার সামনে আর আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়া থেকে নামলো সে।

আন্তরিক গলায় একজন বললো, 'দারুণ ঘোড়া হে তোমার! লুনা লোপেজের ডোবারকে হারিয়ে দিলো!'

জবাবে হাসলো শুধু শেড। জনাকে টেনে নিয়ে এলো আস্তাবলে। ভাবছে, মেয়েটা তাহলে লুনা লোপেজ, লোজেপ অ্যাণ্ড লোপেজ র‍্যাঞ্চের এক অংশীদার! জনার সঙ্গে অনেক বেফাঁস কথা বলেছে শেড, সেগুলো শুনেছে মেয়েটা। ভাইকে বলে দেবে না-তো? দিকগে। পরোয়া করে না শেড। বিপদ হতে পারে, এটা জেনেশুনেই এ-অঞ্চলে এসেছে। তবে এতোটা অসতর্ক হয়ে পড়া উচিত হয়নি তার।

ঘোড়ার গা দলাই-মলাই শুরু করলো, মেয়েটার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো, পারলো না। লুনা সত্যিই সুন্দরী। আর দশজন সাধারণ মেয়ের সঙ্গে কোথায় যেন একটা পার্থক্য রয়েছে। মেয়েদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ওর নেই বললেই

চলে, তাই পার্থক্যটা কোথায় ধরতে পারছে না···

পায়ের শব্দ হলো, থামলো এসে শেডের পেছনে। ইচ্ছে করেই ফিরলো না সে।

'ঘোড়াটা সুন্দর।' বললো আগন্তুক।

ফিরে তাকালো শেড। ভালোই চেহারা লোকটার। হাসছে। বিশাল এক থাবা বাড়িয়ে দিলো। 'আমি রিব ফারেল, বক্স এন-এর মালিক। ঘোড়াটা বেচবে?'

'না,' হাত মেলালো না শেড।

'পাঁচশো ডলার দেবো।'

'না।'

'জানো, এখানে ভালো মাসট্যাং ঘোড়া বিক্রি হয় দশ ডলারে?'

'জানি। কিন্তু আমার ঘোড়া বেচবো না।'

'অ। তা কেন এসেছো? কাজ চাই? আমার একজন লোক দরকার।'

ফারেলের চোখে চোখ রাখলো শেড, অস্বস্তি বোধ করছে। লোকটা তার চেয়ে ইঞ্চি তিনেক লম্বা, ওজনও অন্তত চল্লিশ পাউণ্ড বেশি। 'কেমন লোক দরকার?' ঠাণ্ডা গলায় বললো শেড। 'বন্দুকবাজ? নাকি রাখাল?'

ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠলো ফারেলের চোখের তারা, শেডের কথার ধরন পছন্দ হয়নি। চোয়াল কঠিন হলো সামান্য। 'কি কাজ পারবে সেটা তুমি জানো। আমার একজন ভালো যোদ্ধা দরকার।'

'ভালো যোদ্ধা? কতোখানি ভালো?'

'পিট চ্যাজিন আর উডি হ্যামারকে চেনো? ওদের চেয়ে ভালো।'

শেডের পেটের ভেতর পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিলো যেন কেউ। কুখ্যাত খুনী দুটোর নাম শুনেছে সে। ফারেলের ওখানে চাকরি করে নাকি ওরা?

'পিট আর উড যোদ্ধা নয়,' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখলো শেড। 'নোংরা খুনী।'

'আর উইং টাগোরা?'

'গ্রিজলি টাগো।'

মুচকি হাসলো ফারেল। 'ভয় পেলে নাকি?'

'কার লোক ও? তোমার?'

'বিল কার্টিসের।'

মুখের সামনে হাত নাড়লো শেড, যেন মাছি তাড়ালো। 'আর বেশিদিন ওকে রাখতে পারছে না বিল।'

'কেন?'

'শিগগিরই আমি খুন করবো গ্রিজলিকে,' সহজ গলায় বললো শেড।

'তাই নাকি?' উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ফারেলের চোখ। 'তোমাকে এক হাজার ডলার পুরস্কার দেবো আমি।'

'সাপ মারার জন্যে পয়সা নিই না।'

'তিন দিনের মধ্যে খতম করবে ওকে,' শেডের কথা যেন শুনতেই পায়নি ফারেল। 'কথা দিচ্ছি, এক হাজার ডলার দেবো।'

নিরবে এক মুহূর্ত ফারেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলো শেড, কিছু বোঝার চেষ্টা করলো, তারপর ঘুরে দাঁড়ালো। জনার পেছনে মৃদু চাপড় দিলো, চলে এলো ফারেলকে পাশ কাটিয়ে। আর একবারও ফিরে তাকালো না।

দরজার কাছে জটলা করছে তিনজন লোক। ওরা কি ভেতরের কথাবার্তা শুনেছে?

আস্তাবলের উল্টো দিকে তিনটে বাড়ির পর চতুর্থ বাড়িটার দরজার ওপরে ছোট্ট সাইনবোর্ড ঃ

ডেজার্ট হাউস
স্টোর-কাম-রেস্টুরেন্ট

বাড়িটার দিকে চেয়ে একবার দ্বিধা করলো শেড। এটা অসময়, স্টোর বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু যদি পেছন দরজা দিয়ে ঢুকে পড়া যায়, ব্যবস্থা একটা হয়েও যেতে পারে। খুব ছোট সাইনবোর্ড, তার মানে এদিকটাই বাড়ির পেছন, সামনের দিকে নিশ্চয় অনেক বড় করে সাইনবোর্ড লাগানো আছে। রাস্তা পেরিয়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল সে।

স্টোরের দরজার কাছে এসে ফিরে তাকালো। মোড়ের একটা স্যালুনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে রিব ফারেল।

দরজায় টোকা দিলো শেড। ভেতরে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। মৃদু একটা খুটখাট শব্দ হলো, বোধহয় তাক থেকে বন্দুক নামাচ্ছে। সাড়া এলো, 'কে?'

'আমি শেড মেরন, পেকোস থেকে এসেছি,' জবাব দিলো ও।

খুলে গেল দরজার ছিটকিনি। পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো

শেড, এক বৃদ্ধের মুখোমুখি হলো। লোকটার হাতে রিভলভার। ধবধবে শাদা চুল, কিন্তু চোখ দুটো এখনও সজীব, তাতে বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার ছাপ।

'কফি?' জানতে চাইলো বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ। আর কিছু খাবার, যদি থাকে।'

'আমি খেতে বসেছিলাম,' সাইডবোর্ডে রিভলভার রেখে দিলো লোকটা। স্টোভের ওপর থেকে কেটলি তুলে নিয়ে দুটো কাপে কফি ঢালতে শুরু করলো।

চেয়ার টেনে বসলো শেড। বৃদ্ধের কাজ দেখছে। স্টোভে কড়াই চাপালো লোকটা, ডিম ভেঙে তাতে ফেলতে ফেলতে জিজ্ঞেস করলো, 'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'আপনার এক বন্ধু। এদিকে আসবো বলেছিলাম তাকে। বললো, এখানে একমাত্র আপনিই ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন।'

'কেন এসেছো, সেটা জানতে হবে আগে। তারপর পরামর্শ।'

'থাকতে এসেছি। শান্তিতে।'

'শান্তি, না? পরামর্শ দিচ্ছি, এখুনি বেরিয়ে ঘোড়ায় চাপো। যতো তাড়াতাড়ি পারো পালাও এখান থেকে। শান্তি নয়, চরম অশান্তি ঘনিয়ে আসছে। বারুদ তৈরি, যে-কোনো মুহূর্তে ম্যাচের কাঠি পড়বে তাতে। লড়াই বাধলো বলে। রক্তের নদী বইবে এ-শহরে।'

ঠিকই বলেছে বৃদ্ধ, মনে মনে স্বীকার করলো শেড। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ. নিরাপদ। কিন্তু বিপদ

আছে, জেনেশুনেই এখানে এসেছে সে। বললো, 'পল, সত্যিই শান্তিতে থাকতে এসেছি আমি এখানে। এই দেশটা অনেক বড়। সৎ, শক্তিমান মানুষের উপযুক্ত জায়গা। এখানে আমার একটা জায়গা হবে নিশ্চয়। আমি এখানে একটা র‍্যাঞ্চ করতে চাই, পল।'

'পাগল!' কড়াই কাত করে প্লেটে ডিমভাজা ঢালছে পল হার্টম্যান। 'তুমি বদ্ধ পাগল! ফারেলের আছে তিরিশ জন লোক, ওরা সবাই যোদ্ধা। কার্টিসের লোকবল আরও বেশি। তুমি এসেছো ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। একা!' চোখ তুললো বৃদ্ধ। 'নাকি বড়সড় দল নিয়ে এসেছো?'

'না, একাই এসেছি। যা চাই, আদায় করে নেবো। সারা জীবন, পল, সারাটা জীবন বেঁচে থাকার জন্যে শুধু লড়াই-ই করেছি। লড়েছি অন্যের হয়ে, তাদের গরু পাহারা দিয়েছি, বাড়ি পাহারা দিয়েছি, বডিগার্ড সেজেছি, প্রাণ হাতে করে পাহারা দিয়ে দুর্গম এলাকা পার করে নিয়ে গেছি কোটি কোটি টাকার সোনা। মানুষ মেরেছি, ধুলো-রক্ত-ঘামের গন্ধ এখনও নাকে আসছে যেন আমার! এতোদিন সবই করেছি অন্যের জন্যে, এবার নিজের জন্যে কিছু করতে চাই।'

একটা প্লেটে ডিম আর আলুভাজা নিয়ে শেডের দিকে ঠেলে দিলো হারম্যান। নিজে আরেক প্লেট নিয়ে বসলো টেবিলের অন্য পাশে। শেডের মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছে সে। বছর কয়েক আগে সে নিজেও ছিলো ওই যুবকের মতোই যাযাবর, বন্দুকবাজ। বিপজ্জনক কাজ করেছে, দুর্গম পথ পাড়ি

দিয়েছে, লড়াই করেছে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে, ব্যাংক লুট করেছে, তারপর হঠাৎ করেই বুঝতে পেরেছে নিজের ভুল। বুঝেছে, এভাবে চললে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে একদিন। ছেড়ে দিলো অন্যায় কাজকর্ম। নিজের সামান্য যা জায়গাজমি ছিলো, বিক্রি করে অনেক পথ পেরিয়ে চলে এলো এই সোলড্যাড শহরে। স্টোর খুলে বসলো। ভালোই আছে এরপর থেকে। স্থানীয় গোলমাল আর রাজনীতিতে জড়ায় না, একা একা নিজের মতো থাকে, তাই তাকেও কেউ ঘাঁটায় না।

চামচ দিয়ে কেটে বড় এক টুকরো ডিম মুখে ফেলে চিবিয়ে গিলে নিলো শেড। 'আমি জানি, র‍্যাঞ্চ কি করে পেয়েছে রিব ফারেল, অন্যের সম্পত্তি জবর দখল করে নিয়েছে। আমার এক বন্ধু ছিলো, হোস হাসলার, তার বাপের ছিলো ওই র‍্যাঞ্চ। জানি, এখানকার একটা র‍্যাঞ্চেরও আসল মালিক এখন নেই। কেউ বিতাড়িত হয়েছে, কেউ খুন হয়েছে। আমি এসেছি ওদেরই কোনো একটা র‍্যাঞ্চ দখল করতে।'

'খোকা,' টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকলো হারম্যান, 'আমার কথা শোনো, ওসব চিন্তা ছাড়ো। দরকার হলে শ'য়ে শ'য়ে গুণ্ডা ভাড়া করবে রিব ফারেল। জোর করে বুড়ো হাসলারকে তাড়িয়েছে, জোর করে র‍্যাঞ্চ দখল করেছে, জোর করেই দখলে রাখবে। শুধু তাই নয়, পুরো উপত্যকাটারই মালিক হতে চাইছে সে এখন। আরো একজন চাইছে, বিল কার্টিস। দুজনেরই নজর এখন লোপেজদের জায়গাটার ওপর। সব চেয়ে ভালো পানি ওখানে, কাজেই ঘাসও চমৎকার। তবে, ভাই-বোনকে এতো

হালকাভাবে নেয়া উচিত হচ্ছে না ওদের। তাছাড়া, আমার ধারণা, লোপেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে অন্য একজন, তলে তলে অন্য কিছু একটা করার তালে আছে।'

'মানে ?'

'ইয়ে, মানে, রড কলিনসের কথা বলছি। লোকটা সুবিধের নয়। তার কিছু সাঙ্গোপাঙ্গ আছে, ওরাও বদ। তলে তলে খারাপ কিছু একটা করছে ওরা, কিংবা করতে যাচ্ছে।'

'কলিনস কি পশ্চিমের লোক ?'

'কি জানি। তবে যেখানকার লোকই হোক, ব্যাটা পাক্কা হারামী। শয়তান লোক অনেক দেখেছি জীবনে, এখন এক নজর দেখেই চিনতে পারি ওদের। যদি এখানে থাকোই, তো সতর্ক থাকবে কলিনসের ব্যাপারে। ওর তুলনায় ফারেল কিংবা কার্টিস ধোয়া তুলসী পাতা।'

এরপর নিরবে খাওয়া শেষ করলো শেড। শূন্য প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে চেয়ারে হেলান দিলো। 'দারুণ লাগলো ডিম ভাজা। ছ'সাত মাস পর খেলাম। গরু আর সীমে অরুচি ধরে গিয়েছিলো।'

'এক খাবার কতো দিন আর ভালো লাগে ?' বললো হারম্যান। 'সেজন্যেই মুরগী পালি।' শূন্য কাপে আবার কফি ঢালতে শুরু করলো বৃদ্ধ। 'একটা কথা মনে রেখো, খোকা, সুখী মানুষ সে-ই, যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই যার আছে। আমার কথাই ধরো, এই স্টোরটা আছে, টাকা আসছে। দু'একর সব্জী ক্ষেত আছে। মুরগী আছে শ'খানেক, ডিমের অভাব নেই।

এক লোকের কাছে শুয়োর বরগা দিয়েছি, চাইলেই মাংস পাচ্ছি। খাওয়ার ভাবনা নেই, টাকার ভাবনা নেই, এই বাড়িটা আছে, থাকার ভাবনা নেই। গরমের দুপুরে ইচ্ছে হলে গাছের ছায়ায় শুয়ে-বসে স্মৃতি রোমন্থন করি, কিংবা কল্পনার জাল বুনি, সুন্দর কেটে যায় সময়। একা একা ভালো না লাগলে বেরিয়ে পড়ি, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসি খানিকক্ষণ। শেরিফের ভয়ে তটস্থ থাকতে হয় না, কে কখন গুলি করে বসে এই ভয়ে পেছনে তাকাতে হয় না একবারও। এর বেশি আর কি দরকার আমার ? তাড়া খেয়ে এখন আর পালাতে হয় না আমাকে। মাঝরাতেও ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে আসতে পারি যেখান থেকে খুশি। নিশ্চিন্তে ঘুমাই রাতে। আর কি চাই ?'

কফির কাপে চুমুক দিলো শেড। 'শান্তির জীবন কার না পছন্দ বলুন ? সে যাকগে।...আমার, আমার কিছু টাকা দরকার। দেবেন ?'

খটাং করে কাপটা নামিয়ে রাখলো হারম্যান। 'আচ্ছা লোক তো হে তুমি। ফারেল আর কার্টিসের সঙ্গে লড়তে এসেছো, টাকা ছাড়াই। সাহস বটে তোমার।'

মুখের কুঁচকানো চামড়ার মাঝে হারম্যানের নীল দুটো চোখ বড় বেশি উজ্জ্বল, হাসছে। পছন্দ করতে শুরু করেছে শেডকে।

'কতো চাও ?' হঠাৎ প্রশ্ন করলো হারম্যান।

'একশো ডলার।'

'মাত্র ? এতো কমে কি হবে ?'

'হবে। খাওয়া চললেই হলো।' কোটের পকেট থেকে একটা

পাতলা মানিব্যাগ বের করলো শেড, তার ভেতর থেকে সুন্দরভাবে ট্যান করা এক টুকরো হরিণের চামড়া, তাতে ম্যাপ আঁকা। কাপ-প্লেটগুলো এক পাশে ঠেলে সরিয়ে ম্যাপটা টেবিলে বিছালো।

সামনে ঝুঁকলো হারম্যান, চোখে আগ্রহ। নিখুঁতভাবে আঁকা প্রতিটি র‍্যাঞ্চ, লাইন-ক্যাম্প, ঝর্না, পানির গর্ত। প্রতিটি গাছপালার সারি, গিরিখাত, গিরিপথ, পাহাড় আর উপত্যকাও আঁকা, রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে উঁচুনিচু অঞ্চল। ম্যাপে থাকা দরকার এমন কিছুই বাদ পড়েনি।

মুখ তুলে শেডের দিকে তাকালো হারম্যান, নীল চোখে উৎকণ্ঠা আর শ্রদ্ধার মিশ্রণ। 'খোকা, ম্যাপটা কোথায় পেলে?'

'আমি এঁকেছি। সোলড্যাড থেকে চলে গেছে যারা, তাদের যাকে পেয়েছি তার সঙ্গেই আলাপ করেছি গত তিনটে বছর। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু তথ্য দিয়েছে। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে, এখানকার কোথায় কি আছে, চোখে না দেখেও দেখা হয়ে গেছে। বছর দুই আগে দেখা হয়েছিলো হোস হাসলারের সঙ্গে, অনেক কিছু জানিয়েছে সে আমাকে। হোস আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিলো, পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে দুর্গম অঞ্চল পাড়ি দিয়েছি আমরা, নদীতে একসঙ্গে সাঁতার কেটেছি, মরুঝড়ের মোকাবেলা করেছি···ভালো লোক ছিলো সে। তাকে খুন করেছে গ্রিজলি টাগো। বন্ধুর খুনের বদলা আমি নেবো, পল। গ্রিজলিকে আমি ছাড়বো না।'

ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন হারম্যান, মাথা নাড়লো ধীরে

ধীরে। 'আমার ঠাণ্ডা রক্ত আবার গরম করে দিচ্ছো, খোকা! ইস্‌স্, আবার আগের বয়েস যদি ফিরে পেতাম। বিশটা বছর যদি কমে যেতো কোনোভাবে, বন্দুক হাতে তোমার পাশাপাশি দাঁড়াতাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো বৃদ্ধ। হঠাৎ যেন ফিরে এলো বাস্তবে। 'হ্যাঁ, টাকাটা কি এখনি দরকার?'

'হ্যাঁ। আর সময় সময় কিছু গুলি।'

'পাবে। কিন্তু শুধু টাকা আর গুলি দিয়ে তো হবে না। কি করে কি করবে, তার একটা প্ল্যান দরকার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো শেড। 'করেছি। প্ল্যান মাফিক কাজও শুরু হয়ে গেছে। থাউজ্যাণ্ড স্প্রিঙস-এর দলিল হয়ে গেছে আমার নামে।'

চেয়ারে হেলান দিতে যাচ্ছিলো হারম্যান, ঝট করে সোজা হয়ে গেল পিঠ। 'কি হয়েছে?'

'দলিল,' হাসছে শেড। 'দরখাস্ত করেছিলাম, হয়ে গেছে। এখন দখল নিতে এসেছি।'

'আত্মহত্যা করতেই এসেছো তুমি!' বিড়বিড় করলো হারম্যান। 'জানো, কার্টিসের তৃণভূমির ভেতরে পড়েছে থাউজ্যাণ্ড স্প্রিঙস? ওটা নিয়েই ফারেলের সঙ্গে তার ঝগড়া শুরু।'

'জানি। ঝর্নাটার নাম শুনে গিয়ে খোঁজখবর করলাম রেজিস্টার অফিসে। জানলাম, ওটা সরকারি জায়গা। মালিকানা চেয়ে দরখাস্ত করলাম, পাশ হয়ে গেল। শুধু ওটা নয়, বুলহর্নও কিনে নিয়েছি।'

হাঁ হয়ে গেল হারম্যান, মুগুর বসিয়ে দিয়েছে যেন কেউ তার

মাথায়। 'তা কি করে হয়।'

'হয়েছে। হোসের ধারণা ছিলো ওটা খাস মহল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, আসলে ওটা এক মেক্সিকানের সম্পত্তি। লোকটাকে খুঁজে বের করে কিনে নিলাম জায়গাটা। তিনশো একর তৃণভূমি, সুন্দর ঘাস জন্মায়, কাটিসের গরুর পাল খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্ছে। তৃণভূমির পেছনের পাহাড় আর বিলটাও আমার।'

'বাহ্, তোমার ওপর ভক্তি বাড়ছে আমার, খোকা!' ফায়ারপ্লেসের দেয়ালে পাইপ ঠুকে পরিষ্কার করতে শুরু করলো হারম্যান।

'হিটসন স্প্রিঙ...' বলতে গিয়ে বাধা পেয়ে থেমে গেল শেড।

'...হিটসন স্প্রিঙ।' ফিরে তাকালো হারম্যান।

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার সেটাও আরেকটা কারণ,' শান্ত কণ্ঠ শেডের। 'সাইমন নামে এক বাউণ্ডুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, লারেডোর পথে। এক রাতে মদ খেয়ে বদ্ধ মাতাল হয়ে গেল সে। বকবক করে গেল অনর্গল, মুখ ফসকে বলে ফেললো অনেক কথাই। জানলাম, ইণ্ডিয়ানদের পটিয়ে তাদের কাছ থেকে হিটসন স্প্রিঙের মালিকানা নিয়েছেন আপনি।'

প্রাণখুলে হাসলো হারম্যান। 'তাই করেছিলাম। কিন্তু এখানে কেউ জানে না সেকথা।'

'ভোগ তো করতে পারছেন না। বেচে দিন আমার কাছে। পাঁচ হাজার ডলার।'

'এতো টাকা দেবে কোত্থেকে?'

'এখন টাকা দিতে পারছি না, হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি। চলবে

না?'

'নোট।' পাইপটা দেখলো হারম্যান। পরিষ্কার হয়নি পুরোপুরি, আবার ঠুকতে লাগলো দেয়ালে। 'হ্যাঁ, চলবে। তবে নগদ পাঁচ হাজার দিতে হবে না তোমাকে, পাঁচশো দেবে যখন পারো। বাকি সাড়ে চার হাজার মাফ করে দিচ্ছি ভেবো না। ওটা মজা দেখার খরচা ধরে নিচ্ছি।'

টেবিলে পড়ে থাকা ছোট একটা নোট বই টেনে নিলো শেড। একটা পাতা টেনে ছিঁড়ে হারম্যানের কাছ থেকে কলম চেয়ে নিয়ে খসখস করে লিখলো:

"আজ ১৫ই মার্চ, ১৮৭৭, পল হারম্যানের কাছ থেকে হিটসন স্প্রিঙস-এর ১৬০ একর জমি ৫০০ ডলার এবং মজা দেখার বিনিময়ে কিনে নিলাম। তাঁর প্রাপ্য আমি যথাসময়ে চুকিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম।" নোটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'দেখুন, চলবে কিনা।'

নোট পড়তে পড়তে মিটিমিটি হাসছে বৃদ্ধ। পড়া শেষ করে শেডের দিকে ঠেলে দিলো আবার কাগজটা। 'দাও, সই করে দাও।'

তিন

আলমারি খুলে দুটো দলিল বের করে দিলো হারম্যান। ভাঁজ করে পকেটে ভরে রাখলো শেড।

কাপে আবার কফি ঢালছে বৃদ্ধ। 'সব চেয়ে ভালো তিনটে পানির উৎস দখল করতে চাইছো, খোকা। ব্যাপারটা ওরা যখন জানবে, কি করবে জানো? ছোট্ট একটা কাজ, তোমার কপালে একটা সীসের গুলি ঢুকিয়ে দেবে, ব্যস।'

'এখুনি জানছে না ওরা,' বললো শেড। 'আমিও বলতে যাচ্ছি না। নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত এখন ওরা, এই-ই আমার সুযোগ। যতোখানি পারি কাজ গুছিয়ে নেবো।'

'হুঁ।' চুপ করে কি যেন ভাবলো হারম্যান। 'তো, কি ভাবে কি করতে যাচ্ছো?'

'থাউজ্যাণ্ড স্প্রিঙসের উৎপত্তি কোথায় জানেন তো?'

'জানি। পর্বতের গভীরে অনেক বড় একটা ঝর্না আছে, অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে একটা জায়গায় এসে। তারই একটা থাউজ্যাণ্ড স্প্রিঙস।'

'হ্যাঁ, তারই একটা,' কথার খেই ধরলো শেড। 'থাউজ্যাণ্ড স্প্রিঙস যেখানে মূল ঝর্না থেকে বেরিয়েছে, তার পাশেই চমৎকার এক টুকরো জমি আছে, ওটা আমার সম্পত্তিতে পড়ে। একটা বন আছে ওখানে, ওটাও আমার। জমি চাষে ফেলেছি আমি, ফসল বুনেছি। একটা পাহাড় আছে ওখানে, চূড়ায় সুন্দর বাড়ি তৈরি করা যায়, উঠে দেখেছি।'

'হুঁ, আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছো!' শেডের দিকে কাপ ঠেলে দিলো হারম্যান। 'এক কাজ করবে। বাড়তি একটা পিস্তল আর কিছু গুলি লুকিয়ে রেখো কোথাও। কম্বল আর কিছু খাবারও রেখে দিতে পারো। এমন কোথাও, দরকার পড়লে নিরাপদে যেখানে কয়েক দিন লুকিয়ে থাকতে পারবে। কাল সকালে এসে নিয়ে যেও যা যা দরকার। নাকি এখনি নেবে?'

'না, সকালেই নেবো। তবে টাকাটা এখন দরকার।' দ্রুত কয়েক চুমুকে কাপটা খালি করে ফেললো শেড। পকেটে টাকা নিয়ে বেরিয়ে এলো। অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখে নিলো কেউ নজর রাখছে কিনা। নির্জন পথ। কাউকে দেখা গেল না। ছায়া থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোলো সে, ড্রিংক কর্নারের দিকে এগোলো।

চোখ তুলে তাকালো বারম্যান। শেডকে দেখে কি ভাবলো সে-ই জানে, একটা বোতল আর গেলাস বারের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলো। লোকটা খাটো, মোটা, কিন্তু একবিন্দু বাড়তি চর্বি নেই শরীরে।

বারের উল্টো দিকে এক জায়গায় বসে অলস ভঙ্গিতে কথা

বলছে দু'জন রাখাল। কাছেই একটা টেবিলে পোকার খেলার আয়োজন চলছে। কয়েকটা টেবিল ঘিরে আর দেয়ালে ঠেকানো কাঠের বেঞ্চিতে বসেছে আরও কয়েকজন। কাউটাউনের স্বাভাবিক পরিচিত দৃশ্য।

বোতলের ছিপি খুলে গেলাসে মদ ঢাললো শেড। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে চেপে গেলাসটা তুললো, ঠোঁটে ছোঁয়াতে গিয়েও থেমে গেল। নাহ্, আজ রাতে আর এসব খাবে না। যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো বিপদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, মাথাটা পরিষ্কার রাখা দরকার। গেলাসের তরল পদার্থটুকু একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। ঠিক এই সময় খুলে গেল বাদুড়ের পাখার মতো দরজার পাল্লা, কানে এলো ভারি বুটের শব্দ। এখানে কাউকে চেনে না ও, কাউকে আশাও করছে না, তাই পেছনে ফিরে তাকালো না। কিন্তু তার পেছনেই এসে থামলো পায়ের শব্দ, কানের পর্দায় এসে আঘাত হানলো যেন একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, 'তুমিই আপালুসাটার মালিক?'

মাথা ঘুরিয়ে তাকালো শেড। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক তরুণ, সুন্দর স্বাস্থ্য, লুনা লোপেজের মতো চিবুক উঁচু করে কথা বলে।

শান্ত কণ্ঠে বললো শেড, 'একটা আপালুসা আছে আমার।'

'আমার বোন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে,' বললো জিম। 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'কিন্তু আমি চাই না,' হাতের গেলাসটা আস্তে করে বারে নামিয়ে রাখলো শেড। 'আমার হয়ে বলে দিও ওকে।'

হঠাৎ ঘটলো ঘটনাটা। এতোই দ্রুত, সামান্য বেসামাল হয়ে পড়লো শেডের মতো লোকও। লৌহকঠিন থাবা দিয়ে তার কাঁধ চেপে ধরলো জিম, হ্যাঁচকা টানে ঘুরিয়ে নিলো নিজের দিকে।

অবাক হলো শেড। জিমকে দেখে মনেই হয় না, তার গায়ে এতো জোর।

রাগে জ্বলছে জিমের চোখ। চেঁচিয়ে উঠলো, 'কথা কানে যায় না? লুনা কথা বলতে চায় তোমার সঙ্গে।'

'বলেছি তো, আমি চাই না,' নিজেকে সংযত রেখেছে শেড। 'কাঁধ থেকে হাত সরাও, খুব ভদ্রভাবে। আর কখনও ওরকম ব্যবহার করবে না।'

কারও ধমকে কখনও পিছিয়ে যায়নি জিম লোপেজ। পুব অঞ্চল থেকে এসেছে সে এই পশ্চিমের কাউ-টাউনে, নিজের শক্তি আর সাহসের বলেই টিকে রয়েছে এখানে। মস্ত আরেকটা গুণ আছে তার, ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে বুঝতে পারলো সে, এ-ধরনের মানুষের সামনাসামনি হয়নি এর আগে কখনও। লোকটার শীতল চোখের দিকে চেয়ে থাকা যায় না, কেমন যেন উলট-পালট হয়ে যায় নিজের ভেতরে। খরগোশ খুঁজতে ঝোপের ভেতরে উঁকি দিয়ে সিংহের চোখে চোখ পড়েছে যেন জিমের।

'সরি!' আস্তে করে শেডের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে আনলো জিম। 'আসলে, এ-জায়গায় ঢুকতে চাইছে না লুনা।'

একে অন্যকে জরিপ করে নিচ্ছে দুই যুবক। সতর্ক হয়ে

উঠেছে ঘরের প্রতিটি মানুষ। অবাক হয়ে গেছে। জিম লোপেজ-কে চেনে ওরা, কারো শাসানিতে পিছিয়ে যাওয়ার পাত্র সে নয়, এতোদিন তাই জানতো। কিন্তু এখন কি দেখছে!

আবার খুলে গেল বাদুড়-ডানা পাল্লা। ঘরে ঢুকলো লুনা লোপেজ।

লজ্জা পেলো শেড। এ-রকম একটা জায়গায় লুনার মতো মেয়ের আসা উচিত না, কিন্তু তাকে আসতে বাধ্য করেছে শেড। এটা কি রকম কাজ হলো!

নিখুঁত ছাঁটের চমৎকার রাইডিং স্যুটে সুন্দর মানিয়েছে লুনাকে। বুটের খটখট আওয়াজ তুলে সোজা শেডের দিকে এগিয়ে এলো সে। চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ, চোখের তারা উজ্জ্বল।

এতো সুন্দর চোখ আর চাহনি আগে কখনও দেখেনি শেড। কথা বলছে যেন চোখ দুটো, আশ্চর্য গভীরতা।

'দেখুন,' ঘরে পিন-পতন নিরবতা, লুনার কথা স্পষ্ট শোনা গেল, 'আপনার পাওনা টাকা মিটিয়ে দিতে এসেছি আমি। তখন খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম, মাপ চাইছি। আসলে ডোবার হেরে গেল, এটাই মেনে নিতে পারছিলাম না,' এক মুহূর্ত থামলো মেয়েটা। 'চলুন না, আরেকবার রেস হয়ে যাক। এবার বাজির টাকা ডবল।'

'আর নয়, ম্যাডাম,' মাথা সামান্য নোয়ালো শেড। 'জনা সম্পর্কে একটা খারাপ মন্তব্য করে ফেলেছিলেন, তাই তখন জেদ চেপে গিয়েছিলো। আপনি কি ভাবেন জানি না, কিন্তু আমার ধারণা, মানুষের কথা বুঝতে পারে ঘোড়া। জনার মন

খারাপ হয়ে যাবে, তাই বাজি ধরেছিলাম। সে জিতেছে, তার মনে আর কোনো দুঃখ নেই। অযথা আর দৌড়াদৌড়ি করে কি হবে?'

স্থির দৃষ্টিতে শেডের চোখের দিকে চেয়ে আছে লুনা। হঠাৎ ভাঁজ পড়লো চোখের কোণে, লাল ঠোঁটে ঢেউ খেললো সামান্য।

এতো সুন্দর হাসিও আর কখনও দেখেনি শেড। 'কিছু যদি মনে না করেন,' বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে লুনার হাত ধরে ফেললো সে, তাকে নিয়ে রওনা হলো দরজার দিকে।

ঘুম থেকে জেগে উঠলো যেন দর্শকরা। নানারকম শব্দ শুরু করলো। কেয়ারই করলো না শেড, কোনোদিকে কান দিলো না, লুনাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ঘোড়ায় উঠতে মেয়েটাকে সাহায্য করলো শেড, নিরবে। দরজার পাল্লার ওপর আর নিচ দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে, সেই আলোয় চকচক করছে লুনার চোখ।

'খুব বাজে জায়গা, আমার জন্যেই ঢুকতে হলো আপনাকে,' লুনার দিকে মুখ তুললো শেড। 'আপনার ভাই ভালোভাবে বললেই...'

'হয়েছে হয়েছে, ভুলে যান ওসব কথা,' বাধা দিয়ে বললো লুনা। 'ও, আমার টাকা...' পকেটে হাত ঢোকাতে গেল সে।

খপ করে লুনার হাত ধরে ফেললো শেড। 'প্লীজ, আর লজ্জা দেবেন না!'

আস্তে করে শেডের হাত ছাড়িয়ে নিলো লুনা। ভাইয়ের দিকে

তাকালো। আরেকটা ঘোড়ায় চেপে বসেছে জিম। 'জিম, চলো যাই।'

রওনা হয়ে গেল ছুটো ঘোড়া। আবছা অন্ধকারে যতোক্ষণ দেখা গেল, চেয়ে রইলো সেদিকে শেড, তারপর ঘুরে দাঁড়ালো। আরেকটু হলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো লম্বা একটা লোকের গায়ে। নিঃশব্দে কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে লোকটা, টেরই পায়নি।

দরজার আলো পড়েছে লোকটার গায়ে, বিশালদেহী, ধোপ দুরস্ত পোশাক। চেহারাটাও ভালো, ফেকাসে নীল চোখ আবছা আলোয় কালচে দেখাচ্ছে। বেশভূষার ধরন দেখেই বোঝা যায়, বড় কোনো শহরে কাটিয়েছে অনেক দিন, শহুরে ছাপ পুরো মাত্রায় রয়েছে। পশ্চিমের লোক বলে মনেই হয় না। পোশাকের সঙ্গে বড় বেমানান কোমরের ছু'পাশে ঝোলানো ছুই পিস্তল, ম্লান আলোতেও চকচক করছে বাঁট, বহুল ব্যবহারের স্বাক্ষর।

'ওর দিকে নজর দিও না, ছোকরা,' পিস্তলের বাঁটের মতোই ঘষামাজা পালিশ করা গলা লোকটার। 'ও একজনের সম্পত্তি হতে যাচ্ছে।'

অস্বস্তি বোধ করছে শেড, নিজের চেয়ে গায়েগতরে বড় কোনো মানুষকে দেখলে এমন হয় তার। 'তাই নাকি?'

'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'না, হচ্ছে না। সেই একজন যদি মনে করে থাকে, বললেই যে-কোনো মেয়ে তার সম্পত্তি হয়ে যাবে, তাহলে অনেক

কিছু শেখা বাকি আছে তার।'

'যে-কোনো মেয়ের কথা হচ্ছে না, লুনা লোপেজের কথা বলছি,' গলার পালিশে ঈষৎ খসখসে ভাব এসেছে। 'ওর সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়েছে, আশা করি মনে থাকবে কথাটা,' এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা। দরজার দিকে পা বাড়ালো।

ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল শেড। অন্ধকারে একটা নদীর মতো দেখাচ্ছে সরু পথটাকে, ছু'ধারে মাঝে-সাঝে ম্লান আলোর ইশারা। ড্রিংক কর্নারের ক্ষুদে পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে বাতাসে, তার সঙ্গে মিশেছে রাখালদের অলস কথাবার্তা, পথ পেরিয়ে শব্দগুলো চলে যাচ্ছে দূরের অন্ধকারের দিকে। হঠাৎ বেসুরো গলায় গরু চরানোর গান গেয়ে উঠলো কোনো এক রাখাল, দিলো পরিবেশটাকে মাটি করে।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে শেড। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো উত্তেজনা, ঝেড়ে বিদেয় করে দিলো রাগ, ভুলে গেল একটু আগে কি ঘটেছে। রাতের ঠাণ্ডা অন্ধকার যেন ভিজিয়ে দিচ্ছে শরীর-মন, কানে বাজছে বিষণ্ণ সুর, চোখে পরশ বুলাচ্ছে পথের ধারের কোমল আলো। হঠাৎ অনুভব করলো, এই পৃথিবীতে সে বড় একা, বন্ধনহীন ভেসে বেড়ানো একজন মানুষ, নেই কোনো পিছুটান। এভাবে আর কতোদিন? দীর্ঘশ্বাস চাপলো সে। বারে ঢুকতে আর মন চাইছে না। কাঠের তৈরি দোতলা হোটেলটা কোন্‌দিকে, জানে, হাঁটতে শুরু করলো সেদিকে।

শেডের মন জুড়ে বসেছে এখন লুনা লোপেজ, কিছুতেই সুন্দর চেহারাটা দূর করতে পারছে না মনের পর্দা থেকে।

এতোদিন শুধু ভেবেছে, কোনো একটা মেয়ে তার সঙ্গী হবে। সে মেয়ে কে, তার চেহারা কেমন হবে। কিছুই স্পষ্ট ছিলো না তার কাছে। কিন্তু আজ লুনাকে দেখার পর পরিষ্কার হয়ে গেছে অনেক কিছুই।···দূর, কি যা-তা ভাবছে সে ? কি করে ভাবতে পারলো, ওরকম একটা মেয়ে তার মতো এক রাখালের জীবন-সঙ্গিনী হবে ? সে যে শেড মেরন, এটা তো এখনও জানেই না লুনা। জানলে কি প্রতিক্রিয়া হবে ? খুব যে সাংঘাতিক কোনো মানুষ সে, তা নয়, তবে কিছু কিছু জায়গায় যোদ্ধাদের কাছে তার নামের একটা খ্যাতি বা কুখ্যাতি যাই হোক, রয়েছে। কিছু কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে তার নাম, অনেকটা কিং-বদন্তীর মতো।

সে শেড মেরন, এটা জানতে পারলে বিল কার্টিস আর রিব ফারেল কি করবে ? আর যখন জানবে, তৃণভূমি আর পানির উৎস দখল করতে এসেছে তখন ? ঠিকই বলেছে হারম্যান, ছোট্ট একটা কাজই করবে ওরা। একটা সিসের গুলি তার কপাল বরাবর ঢুকিয়ে দেবে।

চার

তিরিশ কামরার হোটেল। বড়সড় লবিতে একটা ডেস্কের পেছ-নের দেয়ালে ইয়া বড় এক মোষের মাথা আটকানো—বিশাল দুটো বাঁকানো শিং। গোটা দুই সোফা আর কয়েকটা চেয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। লবির লাগোয়া রেস্টুরেন্ট। ডেস্কের দিকে এগোলো শেড।

পায়ের শব্দ শুনে দরজায় এসে দাঁড়ালো এক তরুণ। 'ঘর চাই ?' হাসলো।

হাসি ফিরিয়ে দিলো শেড। 'সব চেয়ে ভালোটা।'

শ্রাগ করলো কেরানী। 'ভালো আর পাবেন কোথায় ? সব এক। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পনেরো নাম্বারটা নিন, হলের শেষ মাথায়। কুয়া কাছাকাছি পাবেন।' ডেস্ক থেকে রেজিস্টার টেনে নিলো সে।

'পাম্প ?'

'সোলড্যাডে এসেছেন, সাহেব, নিউইয়র্ক নয়। ও হ্যাঁ, দড়ি আর বালতি পাবেন ঠিক মতোই। বছর খানেক আগে কুয়ায়

পড়ে গিয়েছিলো একটা লোক, পচা লাশটা অনেক কষ্টে তোলা হয়েছে। তবে এতোদিনে আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে পানি।'

'কিছু লোক আছে, মরেও জ্বালায়,' বললো শেড। কেরানীকে ভালো করে দেখলো। 'কোথাকার লোক তুমি? নিউ-ইয়র্ক?'

'নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন, রিচমণ্ড এবং লণ্ডন।···এখন, সোলড্যাড।'

'এখানে অনেক দিন আছো নিশ্চয়,' রেজিস্টারে সই করতে করতে বললো শেড। 'খাওয়া কেমন হোটেলের?'

'ভালো, খুব ভালো, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। আর ওয়েইট্রেসকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মিসিসিপির পশ্চিমে এমন সুন্দরী কমই দেখা যায়।'

'তাহলে তো মুশকিল! নিশ্চয় কারো সম্পত্তি হতে যাচ্ছে। এসেই পরিচয় হলো এক সুন্দরীর সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ আর হবো কখন? তার আগেই ধমক খেতে হলো। শাদা হ্যাট পরেছিলো, মস্ত শরীর।'

ঝট করে মুখ তুললো কেরানী। কাছাকাছি হয়ে গেছে চোখের পাতা। 'রড কলিনস।'

'হতে পারে। পরিচয় দেয়নি।'

'বড় বেশি আশা করছে।' রেজিস্টারটা আবার টেনে নিলো তরুণ। স্পষ্ট অক্ষরে লিখেছে শেড : শেড মেরন, এল পেসো।

হাত বাড়িয়ে দিলো তরুণ। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, শেড। আমি সিড হানান।' সইটার দিকে আরেকবার তাকালো।

'শেড মেরন···কোথাও শুনেছি নামটা।' শেডের চোখে চোখে তাকালো। 'সোলড্যাডে আসার পেছনে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে?'

'কফি খাওয়া যাক, কি বলো?' সিডের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল শেড। 'দেখা যাক তোমার সুন্দরী ওয়েইট্রেস কতোখানি সুন্দরী।'

'সুন্দরী মনে হবে না ওকে,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সিড। 'লুনা লোপেজকে দেখেছেন, এরপর যে-কোনো মেয়েকেই পানসে দেখাবে, ভালো আর লাগবে না···তবে হ্যাঁ, যদি লুনাকে ভুলে যেতে পারেন···'

'তেমন ইচ্ছে নেই।'

চুপ করে গেল সিড। শেডকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো জনশূন্য রেস্তোরাঁয়। একটা চেয়ারে বসে পড়লো। 'বড় বেশি আশা করছেন, বন্ধু। এ-বড় কঠিন ঠাঁই, ওই মিস লুনা লোপেজ। কথা বললে মনে হবে কতোদিনের পরিচিত, কতো চেনা, আসলে ঠিক তার উল্টো। তাকে চেনা বড়ই মুশকিল।'

'মুশকিল, কিন্তু অসম্ভব নয়,' চেয়ারে বসে সিডের দিকে তাকালো শেড। সহসা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। জানে, বলা উচিত হচ্ছে না, তবু বলে ফেললো, 'আমি ওকে বিয়ে করবো।'

হাসলো সিড, শেডকে দেখে করুণা হচ্ছে যেন তার। 'লুনাকে বলেছেন সে কথা? মুখে বলার দরকার নেই, আপনার মনের ইচ্ছেটা যদি খালি আঁচ করতে পারে সে, তাহলেও কি ঘটাবে বলা যায় না।' আবার এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে,

ভাবছে। 'বড় বেশি শক্ত কাজে হাত দিয়ে ফেললেন না।'

কফি নিয়ে হাজির হলো ওয়েইট্রেস। ছিপছিপে স্বাস্থ্য, খুবই সুন্দর চেহারা, লাল চুল, সারাক্ষণ মিষ্টি হাসি লেগে আছে ঠোঁটে, দ্রুত অন্যের মাঝে সংক্রমিত হয়ে যায় হাসিটা।

'জুন,' বললো সিড, 'ইনি মিস্টার শেড মেরন। লুনা লোপেজ-কে বিয়ে করতে চান।'

কান গরম হয়ে গেল শেডের। বোকার মতো কথাটা বলে ফেলেছে বলে একশো এক বার গাল দিলো নিজেকে মনে মনে।

'মানে!' অবাক হয়ে বললো জুন। 'আরো একটা লুনা লোপেজ আছে নাকি এ শহরে?'

সরাসরি জুনের দিকে তাকালো শেড, তার কাঁধে হাত রাখলো। 'না, জুন, ওই একটাই।'

এক মুহূর্ত শেডের চোখে স্থির হয়ে রইলো জুনের দৃষ্টি। তারপর হাসলো সে শব্দ করে। 'পারবেন...আপনিই পারবেন।'

খাবারের অর্ডার নিয়ে চলে গেল জুন।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালো সিড। 'জুনের মনে ছাপ ফেলে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, আপনাকে বিশ্বাস করে ফেলেছে সে। এই কাণ্ডটা যদি লুনা লোপেজের বেলায়ও ঘটে থাকে, তাহলে কেল্লা ফতে।'

রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে গেল, ঘরে এসে ঢুকলো দুজন লোক। একজনের বিরাট শরীর, কাঁধ-দুটো যেন দুটো পাহাড়ের ঢাল। শেডের দিকে নজর পড়তেই কুঁচকে এলো চোখের পাতা। অন্য লোকটা বেঁটে, গাট্টাগোট্টা শরীর, শক্ত-পাল্লা—

দেখেই বোঝা যায়। শেডের ধারণা হলো, লোক দুটো এসেছে লোপেজদের র‍্যাঞ্চ থেকে। তার চেহারার বর্ণনা শুনেছে হয়তো অনেকবার, তাই দেখামাত্র চিনেছে।

শেডের অনুমান, ওরা দুজনেই রড কলিনসের পক্ষে। সুতরাং ওদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। এ-অঞ্চলে এ-ধরনের লোককে চেনে সবাই। মদের টাকার অভাব হলে, বা অন্য যে-কোনো সাধারণ কারণে গোলমাল বাধিয়ে বসে রাখালেরা, কিন্তু এই দুজন লোক ওদের দলে নয়, এরা অপরাধী, চেহারাই বলছে। এরা বন্দুকবাজ, ভাড়াটে খুনে। যে-কোনো বেআইনী কাজ করতে দ্বিধা করে না, টাকার জন্যে নিজের মাকেও খুন করতে পারে। এসব লোককে চেনে শেড।

দুজন দুটো চেয়ারে বসে পড়লো চুপচাপ।

ঝটকা দিয়ে দ্বিতীয়বার খুলে গেল দরজা, আরো দুজন লোক এসে ঢুকলো। সামনের লোকটা বেঁটে, চমৎকার স্বাস্থ্য, অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। সোজা শেডের দিকে এগিয়ে এলো সে। 'তুমি শেড মেরন, না?' কোনো রকম ভূমিকা না করেই বললো লোকটা। 'তোমার জন্যে একটা চাকুরি আছে। আগামী কাল সকাল থেকেই কাজে যোগ দেবে। মাসে একশো ডলার বেতন, খাওয়া-থাকা ফ্রী। অনেক ঘোড়া আছে, চড়তেও অসুবিধে নেই। আমি বিল কার্টিস। শহরের বাইরে অনেক বড় র‍্যাঞ্চ আমার, দেখলেই চিনবে, কটনউড গাছ ঘিরে রেখেছে বাড়িটা। পুরনো জায়গা। খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধে হবে না।' পকেট থেকে নোটের পুরু একটা

তোড়া বের করলো কার্টিস। 'এখন টাকার দরকার?'
'দুঃখিত, চাকরি খুঁজছি না আমি,' জবাব দিলো শেড।
'কি বললে? চাকরি খুঁজছো না! মাসে একশো ডলারেও না? এখানে মাসে তিরিশ ডলার পেলে বর্তে যায় রাখালেরা। আর তুমি...?'
'বললামই তো, চাকরি খুঁজছি না।'
'অ!' হাসি হাসি ভাবটা চলে গেছে কার্টিসের চোখের তারা থেকে। 'এই ব্যাপার! রিব ফারেলের কাজই নিয়েছো তাহলে!'
'না, তার কাজও নিইনি। কারো চাকরিই করবো না আমি।'
কঠিন হয়ে উঠেছে কার্টিসের দৃষ্টি। 'শোনো, ছোকরা, ভালো করে শোনো, এই উপত্যকায় মাত্র দুটো দল আছে। একটা কার্টিসের পক্ষে, আরেকটা বিপক্ষে। আমার চাকরি না করলে ধরেই নেবো তুমি আমার শত্রু।'
শ্রাগ করলো শেড। 'সেটা তোমার ব্যাপার, কার্টিস, তবে যা শুনছি, এমনিতেই শত্রুর অভাব নেই তোমার। লোক যে ভালো না তুমি, এ-থেকেই বোঝা যায়।'
'কি-ই!' নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল কার্টিস। 'আমাকে খুঁচিও না, শেড!'
এতোক্ষণ পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো কার্টিসের সঙ্গী। চাবুকের মতো লিকলিকে শরীর, ক্ষিপ্রগতি। 'তুমি সরো চাচা, আমি সামলাচ্ছি।' মোলায়েম কণ্ঠস্বর। 'আমি কথা বলছি ওর সঙ্গে।'
দৃষ্টি সরালো শেড। কার্টিসের চেয়ে তার সঙ্গীর বয়েস

অনেক কম, চৌকো চোয়াল, ধূসর চোখের দুই কোণ অস্বাভাবিক লম্বা। কেমন এক ধরনের ভোঁতা চাহনি, অবাক করলো শেডকে। হুঁশিয়ার হলো সে।
'আমি টম লেভিট। মিস্টার কার্টিসের র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান,' বলতে বলতে শেডের চেয়ারের কাছে এগিয়ে এলো টম। 'তাকে খারাপ মনে হলো কেন তোমার?'
কোনো রকম ভাবান্তর নেই শেডের চেহারায়। শুধু চোখ দুটো সতর্ক। শান্ত গলায় বললো, 'মিস্টার কার্টিসের আপত্তি না থাকলে বলতে পারি।'
'তার আপত্তি নেই। তুমি বলো।'
'মেক্সিকো যুদ্ধের পর পরই মিসৌরি থেকে পশ্চিমে এসেছে বিল কার্টিস। সান্তা ফে-তে কিছুদিনের জন্যে দেখা গিয়েছিলো তাকে, তারপর উধাও। যখন ওভারল্যান্ড ট্রেইল ধরে ওয়াগন ট্রেনগুলো চলতে আরম্ভ করেছিলো, আবার দেখা গেল তাকে, ইণ্ডিয়ানদের কাছে রাইফেল বিক্রি করছে।'
হঠাৎ রঙ বদলে গেল কার্টিসের চেহারার, রেগে উঠলো।
'মিথ্যে কথা!'
তীক্ষ্ণ হলো শেডের গলা। 'খবরদার, কার্টিস, পিস্তলে হাত দিও না! তোমাকে খুন করার জন্যে হাত নিশপিশ করছে আমার, সুযোগ দিও না। যা বলছি, প্রতিটি কথা সত্য, দরকার পড়লে সেটা প্রমাণ করতে পারবো। ওয়াগন ট্রেনগুলো লুট হয়েছিলো, তাতে অংশ নিয়েছিলে তুমিও, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের মুণ্ডু সংগ্রহ করেছিলে। লুটের মোটা বখরা নিয়ে চলে

গিয়েছিল জুলসবার্গে, এমন একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো সেখানে তোমার, যার ইচ্ছে ছিলো সোলড্যাডে এসে র‍্যাঞ্চ করবে। তুমি কতোখানি শয়তান জানতো না লোকটা...'

পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেল টমের। কিন্তু তৈরিই রয়েছে শেড। টম আরো এগিয়ে আসতেই হঠাৎ এক পা সামনে বাড়িয়ে দিলো সে, ফোরম্যানের এক হাঁটুর পেছনে জুতোর ডগা বাধিয়ে হ্যাঁচকা টান মারলো। একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে জোরে ধাক্কা লাগালো তার বুকে।

দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়লো টম। হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল, ট্রিগারে চাপ লাগলো। ছাতে গিয়ে বিঁধলো বুলেট। বদ্ধ ঘরে কান-ফাটা আওয়াজ হলো। মাথার ওপরে দোতলা থেকে শোনা গেল উত্তেজিত হৈ-চৈ, কাঠের মেঝেতে পায়ের আওয়াজ।

ছোট্ট এক লাথি দিয়ে টমের হাত থেকে পিস্তলটা খসালো শেড, উবু হয়ে তুলে নিলো। 'ওঠো, খোকা। দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। কার্টিস, তুমিও যাও।'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে কার্টিসের। চোখে তীব্র ঘৃণা। ধীরে ধীরে পিছিয়ে চলে গেল সে দেয়ালের কাছে। দরজার কাছে উঁকিঝুঁকি মারছে কৌতূহলী চোখ। দু'য়েকজন চলে এলো ঘরের ভেতর।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কথাটা শেষ করা দরকার,' বললো শেড। 'কি বলো, কার্টিস? তোমার ফোরম্যান জানতে চায়, তোমার শত্রু বেশি কেন। নতুন কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন,

তারা আগের কথাগুলো শোনেননি। তাঁদেরকে অন্ধকারে রেখে কি লাভ? সংক্ষেপে আবার বলছি, ওয়াগন ট্রেনে খুনজখম আর লুটপাট করে যা পেয়েছো, তার সঙ্গে যোগ করলে তোমার রাইফেল-বেচা টাকা, তারপর চলে গেলে জুলসবার্গে। সেখানে পরিচিত হলে একজন লোকের সঙ্গে, যে সোলড্যাডে এসে র‍্যাঞ্চ করতে চায়।'

একরাশ ছাই ঢেলে দিয়েছে যেন কেউ কার্টিসের মুখে। 'সব বাজে কথা! এতো বকবক করছো কেন? বাড়াবাড়ি করেছে টম, শিক্ষাও পেয়েছে। ওর ব্যবহারে কিছু মনে করো না। এক-জন ভালো লোক দরকার আমার, অনেক বেশি টাকা দিয়ে রাখবো। কতো চাও তুমি, বলো?'

'তোমার মতো খুনী আর বিশ্বাসঘাতকের চাকরি করবো? সেই ভালো মানুষটার সঙ্গে সোলড্যাডে এলে তুমি। প্রচুর পরিশ্রম করলো লোকটা, নিজের হাতে গাছ লাগালো, লোক-জনের সাহায্যে ঘর বানালো, গড়ে উঠলো র‍্যাঞ্চ। তারপর একদিন তাকে আর অন্য একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে বেরোলে তুমি, কাজের ছুতোয়। ফিরে এলে একা। রটিয়ে দিলে, একদল খুনে ইন্ডিয়ানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমাদের, তোমার দুই সঙ্গীকে খুন করেছে ওরা, তুমি আহত হয়ে ফিরে এসেছো কোনমতে। এরপর আর কি? পুরো র‍্যাঞ্চটা তোমার দখলে এসে গেল,' থামলো শেড। কার্টিসের দিকে তাকালো। 'ওই ইন্ডিয়ানরা কারা, কার্টিস, যাদের কাছে বন্দুক বিক্রি করেছিলে? নাকি আদৌ কোনো ইন্ডিয়ান ছিলো না। কার্টিস, বেশি বেত-

নেও আমি কেন তোমার চাকরি করতে চাই না, বুঝতে পেরেছো? কেন তোমার শত্রু বেশি, জেনেছো? আরেকটা কথা জেনে রাখো, এই উপত্যকায় থাকার জন্যে এসেছি আমি। থাকবো।'

টমের পিস্তল ছুঁড়ে দিলো শেড।

লুফে নিলো টম। হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়েও রাখলো না। কঠিন হয়ে উঠেছে ঠোঁট, চেপে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

হাসি মুখে বললো শেড, 'হুঁশিয়ার, টম। উচিত হবে না।'

দ্বিধা করলো টম। বিড়বিড় করে গাল দিলো, কাকে, বোঝা গেল না। পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়েই ঘুরে দাঁড়ালো, গটমট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল। মুখচোখ লাল করে তার ঠিক পেছনেই গেল বিল কার্টিস।

খানিকক্ষণ চাপা গুঞ্জনের পর একে একে বেরিয়ে গেল দর্শকেরা।

'জুন।' গলা চড়িয়ে ডাকলো শেড। 'কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আরেক কাপ দিয়ে যাও।'

পাঁচ

গোলমাল আর মারপিট দেখে অভ্যস্ত সোলড্যাডের মানুষ, এসব এখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু বিল কার্টিস আর তার ভাতিজার চরম অপদস্ত হওয়ার খবরটা সোলড্যাডবাসীর জন্যেও রোমাঞ্চকর। বিল কার্টিসের পূর্বপরিচয় জেনে চমকে গেল এখানকার সাধারণ মানুষ। এতোদিন তারা জানতো, সে একজন পুরনো ঔপনিবেশিক, সোলড্যাডের সব চেয়ে বড় র‍্যাঞ্চটার মালিক, ঘাঁটালে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, ব্যস। কিন্তু তার আসল পরিচয় জেনে ঘৃণায় থু-থু করতে লাগলো লোকে।

খবর শুনে খুশিতে বাগবাগ হলো রিব ফারেল। চাপড় মারলো উরুতে, সাঙ্গোপাঙ্গদের বললো, 'শুনলে তো তোমরা? বুড়োটা কি হারামজাদা? উহ, গন্ধ ছড়াচ্ছে, একেবারে শুয়রপচা গন্ধ!'

বাইরে খুশি দেখালেও মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে ফারেল, কার্টিসের সম্পর্কে এতো কথা শেড মেরন জানলো কি করে? আরও কি কি জানে লোকটা? কেন এসেছে সোলড্যাড?

ফারেলের সম্পর্কেও কি?...না না, সেটা জানার কথা নয়! অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলতে চাইলো ফারেল, পারলো না, বরং বাড়ছে আরও।

রাতারাতি হীরো বনে গেছে শেড মেরন। সব মহলেই তাকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। কি সহজেই না টমকে কুপোকাৎ করে দিলো, পিস্তলও ফিরিয়ে দিলো আবার...নাহ্ সাহস আছে লোকটার। ক্ষমতাও।—বলাবলি করলো সোলড্যাডের অনেকেই।

মনে ভাবনা নিয়ে বিছানা ছাড়লো শেড। উপত্যকা সম্পর্কে যা যা শুনেছে, সব একে একে যাচাই করে দেখা দরকার মনে করছে। শুনেছে, সোলড্যাডে যে পর্বতটা আছে, তার উত্তর আর পশ্চিম পাশ জুড়ে রয়েছে একটা 'খারাপ জায়গা,' কেউ যেতে চায় না ওখানে। জায়গাটার বেশির ভাগই লাভায় ঢাকা, অসমতল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন এখনও বর্তমান। খুব বিপজ্জনক জায়গা।

এক সময় একজন মানুষ ছিলো, তার নাম জোনস, লোকে বলতো পাগলা জোনস। তিনশো বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ওই 'খারাপ জায়গা' ভালোমতো চিনতো ওই একটি মাত্র মানুষই। পাগলা জোনসই গরুর পাল নিয়ে প্রথম এসেছিলো সোলড্যাডে, তখন এই এলাকায় ছিলো ইণ্ডিয়ানদের রাজত্ব। র‍্যাঞ্চ গড়লো সে। কিন্তু বেশি দিন থাকতে পারল না। অনেক দুর্গম পথ আর প্রতিকূল অবস্থা পেরিয়ে আসতে হয়েছিলো তাকে, শরীরের ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছিলো অনেকখানি। অসুখে পড়লো।

শেষে বাধ্য হয়ে একদিন আবার বেরিয়ে পড়তে হলো সোলড্যাড থেকে, একটা ওয়াগন আর কয়েকটা ঘোড়া কেবল নিয়ে যেতে পারলো সঙ্গে, বাকি সব কিছু ফেলে যেতে হলো এখানেই। উত্তরের এক বড় শহরে গিয়ে উঠেছিলো জোনস, ওখানেই পরিচয় হয়েছিলো রিগার্ড ব্রনসনের সঙ্গে।

রিগার্ড ব্রনসন, কার্টিসের সেই দুর্ভাগা সঙ্গী, বর্তমান বি সি র‍্যাঞ্চের এক অংশীদার। জোনসের মুখেই সোলড্যাডের কথা শুনেছিলো ব্রনসন, অনেক অনেক কথা।

রক্তে ভ্রমণের নেশা, একটু সুস্থ হয়েই আবার একদিন বেরিয়ে পড়লো জোনস সোলড্যাডের উদ্দেশে। তারপর রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল সে। শোনা যায়, কোমাঞ্চ ইণ্ডিয়ানরা নাকি মেরে ফেলেছে তাকে। আসলে কি হয়েছে, সঠিক ভাবে বলতে পারে না কেউই।

সে যাই হোক, সোলড্যাডের গল্প শুধু ব্রনসনকেই নয়, আরও অনেককে বলেছে জোনস। শেড মেরনও জোনসের মুখেই শুনেছে।

কফি খেতে খেতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো শেড, আজই যাবে জায়গাটা দেখতে, সোলড্যাডে তাকে নিয়ে ঘটনা আরও বেশি গড়ানোর আগেই। জোনসের ছেড়ে যাওয়া স্প্যানিশ গরুর পাল কতোখানি বুনো হয়েছে, তা-ও দেখবে।

নয় বছর আগে কয়েক'শো গরু ছেড়ে গিয়েছে জোনস। এতো বছরে নিশ্চয় সংখ্যায় আরো অনেক বেড়েছে ওগুলো।

'ওখানে পানি আছে,' বলেছিলো জোনস। 'ঘাসও আছে।

ওই "খারাপ জায়গাটার" মাঝেই রয়েছে, খুঁজে বের করে নিতে হবে তোমাকে।'

ঘাস আর পানি যেহেতু আছে, গরুগুলোও বেঁচে আছে, শেড নিশ্চিত। প্রয়োজনের তাগিদেই পানি আর খাবার খুঁজে বের করে নেবে ওরা, তারপর কোনো প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি না হলে আর ওখান থেকে নড়বে না—তবে কেউ ধরে নিয়ে গেলে আলাদা কথা। শেডের ধারণা গরুগুলো যদি পানি খুঁজে বের করতে পেরে থাকে, সে-ও পারবে।

সোলড্যাড থেকে বেরিয়ে এলো শেড। অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ তাকে বেরিয়ে যেতে দেখলো।

বিচিত্র রঙের ঘোড়াটাকে লুনাও চিনতে পারলো দূর থেকে। ধক করে উঠলো বুকের ভেতরে। আশ্চর্য এক অনুভূতি। লোকটা কি চলে যাচ্ছে! ফিরবে না আর সোলড্যাডে?

গতরাতে কার্টিস আর তার ফোরম্যান টম লেভিটের সঙ্গে গোলমাল হয়েছে শেডের, লুনার কানেও এসেছে কথাটা। টমকে পছন্দ করে না লুনা। দেখা হলেই যেভাবে লোকটা তাকায় তার দিকে, সেটা আরো অপছন্দ। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয় তখন লুনার, বিছে কিংবা মাকড়সা দেখলে কারো কারো যেমন হয়, তেমনি। বিশেষ করে টমের চোখ দুটো জানি কেমন। শেডের চাহনিও অদ্ভুত। কিন্তু তাতে অস্বস্তি বোধ করেনি লুনা, আতংকিত হয়নি, বরং এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করেছে। বুঝেছে, কঠিন লোকটার ভেতরে অদ্ভুত কোমল একটা মন আছে, রুক্ষ খোলসের আড়ালে রয়েছে রীতিমতো একজন ভদ্রলোক, প্রচণ্ড রাগের পাশাপাশিই রয়েছে মমতা। কার্টিস আর টমের সঙ্গে গোলমাল বাধিয়ে কাজটা কি উচিত করলো শেড? ভয়ংকর লোক ওরা, কখন কি করে বসবে কে জানে। ঠেকাতে পারবে শেড? কি জানি। শেডের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না এখনো লুনা।

ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলেছে শেড। রুক্ষ অঞ্চলে চলতেও কোনো অসুবিধে হয় না আপালুসাটার, দ্রুত এগিয়ে চলেছে—কান খাড়া, চোখ সতর্ক। বছর চারেক আগেও বুনো ছিলো ঘোড়াটা, গন্ধ আর চোখের ওপর নির্ভর করেই টিকেছে তখন প্রতিকূলতার মাঝে। তারপর ধরা পড়েছে শেডের হাতে।

শেড ভাবছে, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে অনেকখানি। লোকের চোখে পড়ে গেছে সে ভালোমতো। এখন থেকে খুব দ্রুত এগোতে হবে তাকে, কাউকে পরোয়া করলে আর চলবে না। তবে সোলড্যাডে সে কেন এসেছে সেটা গোপন রাখতে হবে আপাতত। কিন্তু সেটা কি সম্ভব, অন্তত কার্টিস আর ফারেলের মাঝে চূড়ান্ত কিছু একটা ঘটে না যাওয়া পর্যন্ত?

কার্টিস বোকা নয়। সে জানে, খারাপ কথা কতো দ্রুত ছড়ায়। সোলড্যাডে সেটা ধামাচাপা দিতে হলে তাকে ক্ষমতায় আসতে হবে। আর পুরোপুরি ক্ষমতা পেতে চাইলে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে দিতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের। কোনো সন্দেহ নেই, আঘাত হানবেই কার্টিস। কিন্তু ঠিক কখন? কোথায়? কিভাবে?

পথটা হঠাৎই চোখে পড়লো শেডের। আবছা। আপালুসার মুখ ঘোরালো সে, তারপর তাকে নিজের ইচ্ছেয় চলতে দিলো।

লাভায় ঢাকা অঞ্চলের ধারে পৌঁছলো শেড দুপুরের পর। জমাট কালো লাভার স্তরে পথের কোনো চিহ্নই নেই। অতি হালকা হয়ে কোথাও কোথাও জন্মে আছে কিছু নিরস কাঁটা-ঝোপ। যেখানে এসে শেষ হয়েছে লাভার স্রোত, ঠিক তার কাছাকাছি এসে থামলো শেড। স্তূপ হয়ে পড়ে আছে ছোট বড় অসংখ্য পাথর, তারই মাঝে পথের নিশানা খুঁজলো সে। কড়া রোদ, এমনিতেই ভীষণ গরম। তার ওপর চকচকে লাভায় রোদ প্রতিফলিত হয়ে জায়গাটাকে জ্বলন্ত একটা উনোনে পরিণত করেছে যেন। পথ পরে খুঁজবে, ঠিক করলো শেড, আগে ছায়ায় জিরানো দরকার। কাছাকাছি একটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চড়তে শুরু করলো সে ঘোড়া নিয়ে, খানিকটা উঠে ছায়া পেলো। ঘোড়া থেকে নামলো, ছেড়ে দিলো ওটাকে। কিছু ঘাস জন্মে আছে এক জায়গায়, রোদে পুড়ে হলুদ হয়ে গেছে, প্রায় শুকনো। ওগুলোই খেতে শুরু করলো জন্তা। পাথরের ছায়ায় বসে ব্যাগ থেকে ফিল্ড গ্লাস বের করলো শেড, বছর খানেক আগে নিউ অরলিয়ন্সে কিনেছিলো সেটটা। চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগলো লাভার স্তর, আসলে পথের নিশানা খুঁজছে। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না, ধীরে ধীরে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

অনেক কিছুই ভাবছে শেড, নানারকম ফন্দি আঁটছে মনে

মনে। ঠিক করলো, খুঁজে পাওয়া গেলে গরুগুলোকে ধরবে, নিজের নামে একটা ব্র্যাণ্ড ঠিক করে ছাপ মারবে ওগুলোর গায়ে, তারপর ছেড়ে দেবে উপত্যকায় চরতে। তার জায়গা কোথায় কোথায়, গরু ছেড়ে দিয়েই বোঝাবে লোককে।

লাভা-অঞ্চল কেমন হয়, জানা আছে শেডের। জানে, বিশাল স্তরের মাঝামাঝি কোথাও না কোথাও ফাঁকা থাকেই, সেখানে মাটি থাকে, পানি থাকে, ঘাস থাকে। প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে এটা। চলতে চলতে লাভার স্রোত কোনো কিছুতে বাধা পেয়ে গতিপথ পরিবর্তন করে, বাধাপ্রাপ্ত জায়গাটার দু'পাশ ধরে এগিয়ে যায়, একটা জায়গায় গিয়ে আবার মিশে যায় দুটো ধারা, মাঝখানটায় মাটি বেরিয়ে থাকে, লাভার স্তরে ঢাকা পড়ে না। জায়গাটা কতো বড় হবে, সেটা নির্ভর করে বাধাটা কতো বড় তার ওপর। আগ্নেয় যুগের অনেক পরে এসেছিলো বরফযুগ, লাভার স্তর আর তার মাঝের ফাঁকা জায়গা সব ঢেকে দিয়েছিলো। তারপর যখন বরফ গলে গেল, লাভার স্তর থেকে সরে গেল পানি। কিছু পানি গিয়ে পড়লো মাঝের জায়গাটুকুতে, উর্বর করে দিলো মাটি, ওখানে উদ্ভিদের জন্ম হলো। ঝর্নারও সৃষ্টি হয়েছে ওই বরফ গলা পানি থেকেই। দিনের পর দিন একটানা বরফ গলেছে, পানি সরার জায়গাগুলোতে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে, সেই সুড়ঙ্গ ধরে নেমে গেছে পানি পাতালে। তারপর একদিন প্রাকৃতিক কারণেই আবার ওই সুড়ঙ্গ ধরে পানি উঠে এসেছে, ঝর্ণার সৃষ্টি হয়েছে। এসব সুড়ঙ্গ কতোখানি লম্বা হবে, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। কয়েক গজ থেকে কয়েকশো' গজ,

এমনকি কয়েক মাইলও লম্বা হয়।

মাইলের পর মাইল বিছিয়ে আছে লাভার স্তর, শূন্য, বন্ধ্যা। চলতে চলতে হঠাৎ করেই থেমে গেছে একটা প্রান্ত, ওখানে পনেরো থেকে বিশ ফুট উঁচু লাভার দেয়াল। এরপরেও আছে লাভা, টন টন চিটে গুড় টেনে লম্বা করে দড়ির মতো পাকিয়ে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে যেন।

লাভার স্তর দেখে দেখে আধ ঘন্টা পার করে দিলো শেড, তারপর ছায়া থেকে বেরিয়ে জনাকে ডাকলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো আবার পাহাড়ের ধার ধরে। মাঝে মাঝেই ঘোড়া থামিয়ে লাভার স্তর পরীক্ষা করে দেখছে।

সাঁঝ নামছে। ফিল্ড গ্লাসের ভেতর দিয়ে হঠাৎ শেডের চোখে পড়লো ওটা। লাভার গা থেকে বেরিয়ে বিশাল এক আঙুলের মতো আকাশের দিকে নির্দেশ করে আছে লম্বা একটা চোখা পাথর, তার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে জীবটা। একটা গরু। রাশ টেনে ঘোড়া থামালো শেড।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ গরুটা, তারপর চলতে শুরু করলো। ধীরে হেঁটে চলে গেল উত্তর-পশ্চিমে।

দিনের আলোতেই পারেনি, অন্ধকারে পথের নিশানা খুঁজে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তাই থাউজ্যান্ড স্প্রিংস-এ ফিরে যাওয়া ঠিক করলো শেড। পরদিন সকালে আবার চেষ্টা করে দেখবে পথটা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে, ঠিক জায়গাতেই এসেছে। গরুও দেখেছে। একটা যখন আছে, আরও আছে নিশ্চয়।

পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলো শেড, সরু একটা পথ ধরে উঠে যাবে থাউজ্যান্ড স্প্রিংসে। এদিকে বিশেষ কেউ আসে না, একআধজন ছাড়া এই পথও চেনে না কেউ। পাইন গুচ্ছের ধার দিয়ে চলে গেছে পথ, খাড়া, তবে জনার উঠতে বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না। একটা চ্যাপ্টামতো জায়গায় উঠে এলো ওরা এক সময়, এখান থেকে পাহাড় ঘুরে উঠে গেছে পথটা। অপরূপ এখানকার প্রকৃতি। মুগ্ধ হয়ে দেখছে শেড, জনাকে নিয়ে উঠছে খুব ধীরে ধীরে। দূরের পাহাড় চূড়ায় ঘোলাটে লাল আলো যেন স্থির হয়ে বসে আছে, পাহাড়ের গায়ে বনবাদাড়ে সন্ধ্যা নেমেছে, গাছের গোড়ায় ছায়া ছায়া অন্ধকার। নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতি যেন ধ্যানমগ্ন। ওপর দিকে তাকালো শেড। পাইনের কালো মাথা আকাশ ঢেকে দিয়েছে জায়গায় জায়গায়। ছোট্ট একটা তারা ফুটলো আকাশে, আরেকটা, তারপর আরও, আরও অনেক।

নিচে হঠাৎ করে যেন ভেঙ্গে পড়ে গেছে পাহাড়ের ঢাল, খাড়া দেয়াল নেমে গেছে প্রায় শ'খানেক ফুট। চূড়ার ফুট তিরিশেক নিচে ঝর্না, পাথরের অসংখ্য ফাটল থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে খানিক দূর নেমে গেছে রূপালি পানির ধারা, খাড়াইয়ের কাছে গিয়ে বেঁকে গেছে, সবগুলো ধারা এক হয়ে সোজা পড়ছে নিচে। পানির আঘাতে খাড়াইয়ের নিচে আধা-সমভূমিতে তৈরি হয়েছে ছোট্ট ডোবা, তাতে গিয়ে জমছে পানি, উপচে ছড়িয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক। ডোবার ধারে ঘন হয়ে জন্মেছে পপলার, তার পর থেকে শুরু হয়েছে সবুজ ঘাস, এগিয়ে

গেছে দূরে, অনেক দূরে পাহাড়ের দিকে, হারিয়ে গেছে রহস্যময় অন্ধকারে।

পাহাড়ের চূড়ার কাছে উঠে এলো শেড, জনার পিঠ থেকে নামলো। ঘোড়া, গরু কিংবা মানুষের পায়ের ছাপের চিহ্নও নেই আশেপাশে কোথাও। এক জায়গায় পড়ে আছে বড় বড় কিছু চ্যাপ্টা পাথর,—একটা প্রাচীন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

নিচে তাকালো শেড। উপত্যকার ওপরের অংশটা দখল করে রেখেছে বিল কার্টিন। কার্টিসের অন্যান্য সয়-সম্পত্তি থেকে জায়গাটা অনেক দূরে, কিন্তু মূল্যবান জায়গা, কারণ এটাই পানির উৎস। ইচ্ছে করলেই গরুর পাল আসতে পারে এখানে, পানি কিংবা ঘাস খেতে, তবে এতদূর ওগুলোর না এলেও চলে। এখন জায়গাটা ব্যবহার করছে হরিণ আর বুনো ঘোড়া।

কাছেই এক গুচ্ছ পাইনের মাঝারি আকারের চারা, গোল হয়ে জন্মেছে, মাঝখানে ফাঁকা। ওখানেই পাথরের বাড়ি তৈরি শুরু করেছে শেড। ভিতটা আগেই তৈরি হয়েছে, অনেক আগে, তৈরি করেছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ। পাথরের কঠিন ভিত, হাজার হাজার বছরেও কিচ্ছু হয়নি। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চ্যাপ্টা পাথর, এককালে নিশ্চয় বাড়ির দেয়াল ছিলো, এখন ধসে গেছে। ওগুলোই তুলে তুলে দেয়াল করবে আবার শেড। ভিতটা পরিষ্কার করে নিয়েছে ভালোমতো। আপাতত ভিতের একটা অংশ দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেবে, চাল দেবে ওপরে, জায়গাটা দখল করেছে সে, সেই সাইনবোর্ড।

পানির অভাব নেই এখানেও, উৎস সেই একটাই—থাউজ্যাণ্ড

স্প্রিঙস যেখান থেকে শুরু হয়েছে।

যেখানে বসে আছে শেড, সেখান থেকে ফিল্ড গ্লাসের সাহায্যে আশপাশের কয়েক মাইল দেখতে পাবে, কেউ এলে তার চোখ এড়িয়ে আসতে পারবে না। যেদিক থেকে এসেছে সে, তার উল্টো দিকে আরেকটা পথ চলে গেছে, কোথায় গেছে জানে এখন শেড, কয়েক দিন আগে আবিষ্কার করেছে। তবে সেদিকে কোনো মানুষ বাস করে না, শুধু বুনো জানোয়ার।

পুব আর দক্ষিণে অনেক দূর দৃষ্টি চলে, কোথাও বাধা পায় না। নিচে এক পাশে কালো উপত্যকা, অন্ধকারে ঢেকে যাওয়া ছড়ানো এই জায়গা এখন তার, এর জন্যেই লড়াই করতে হবে। উত্তরে পাহাড়ের ঢাল গিয়ে মিশেছে একটা বড় গিরিপথের সঙ্গে।

পশ্চিম দিকে খাড়া দেয়াল, দেয়ালের গোড়া থেকে ঢাল বেয়ে এগিয়েছে সেই পথটা, যেটা দিন কয়েক আগে আবিষ্কার করেছে শেড। এগিয়ে গেছে এটা পাথরের স্তূপ আর লাভার খাড়া আঙুলের ধার দিয়ে, পাইনের গুচ্ছ আর পপলার বনের ভিতর দিয়ে। পাহাড়ের চূড়ার কাছে যেখানে বসে আছে সে এখন, জায়গাটা দু'শো একরমতো, এখানে আসার পথ একটাই, সে যে পথে এসেছে।

ঘোড়াটাকে রাশ ধরে নিয়ে টেনে এসে ঢুকলো শেড পাইনের ঘেরের ভেতরে। জিন খুললো, আপালুসার পিঠের বোঝা নামিয়ে ছেড়ে দিলো ওটাকে চরে খেতে। জনাকে নির্দ্বিধায় ছেড়ে রাখে সে, জানে, তার পয়লা ডাকেই সাড়া দিয়ে ছুটে

আসবে ঘোড়াটা। শুধু জনা নয়, যে-কোনো শিক্ষিত ঘোড়াই ক্যাম্পের আগুনের কাছ থেকে বেশি দূরে যায় না। আগুনের কুণ্ডকে ঘিরে ঘাস খেতে খেতে সরে যায়, তারপর একই ভাবে কাছে আসে, আবার সরে যায়। যতোক্ষণ খায়, ততোক্ষণ চলে এরকম। অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে শেড, মানুষ আর আগুনের প্রতি অদ্ভুত একটা আকর্ষণ রয়েছে পোষা ঘোড়ার।

শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করে আগুন জ্বাললো শেড, ছোট রাখলো কুণ্ডটা। একটা বড় খোঁদলমতো জায়গায় রয়েছে সে। নিচের কেউ দেখতে পাবে না এখন তাকে, তবু অসতর্ক হলো না। অন্তত এই মুহূর্তে এখানে তাকে কেউ আবিষ্কার করুক, এটা চায় না সে মোটেই।

খাওয়া-দাওয়া সারলো শেড। তারপর এসে উঠলো বাড়ির ভিতে। সামনের দিকে একটা বারান্দা কল্পনা করছে, ওখানটায় এসে দাঁড়ালো। চাঁদনি রাতে এখানে বসে নিচের উপত্যকা আর পাহাড় কেমন দেখাবে ভেবে রোমাঞ্চিত হলো।

কতোক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো শেড, বলতে পারবে না। অন্ধকার উপত্যকার দিকে নজর, উপভোগ করছে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস। এক সময় ঘুরে দাঁড়ালো, চলে এলো এক পাশে, যেখানে দেয়াল তোলা শুরু করেছে। ভাবছে, আরো কতো কাজ বাকি, কতো কঠোর পরিশ্রম বাকি! পুরো কাজটা তাকে একাই করতে হবে, ভীষণ পরিশ্রম···

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে। সতর্ক হয়ে উঠেছে, স্নায়ু টান টান, কান খাড়া। পায়ের তলায় যেন হচ্ছে শব্দটা। অপেক্ষা করছে

সে, শব্দটা বাড়বে বলে আশা করছে। বাড়লো না। মিনিটখানেক প্রায় একটানা হলো, তারপর মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে, বিড়-বিড়ানি থেমে গেল যেন কারো। অবাক হয়ে পুরো ঘেরের ভেতরে কয়েক বার চক্কর দিলো শেড, কান খাড়া। কিন্তু না, আর হলো না শব্দটা।

আশ্চর্য! ব্যাপারটা খুব নাড়া দিয়েছে শেডকে। ধীরে ধীরে আবার আগুনের দিকে হাঁটতে শুরু করলো সে। কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো। ১৮৫৭ সালের কথা। শেডের বয়েস তখন মাত্র পাঁচ, ভূমিকম্প হয়েছিলো সেবার। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে ওই বছরের মতো এতো বড় ভূমিকম্প আর হয়নি। এখানে যে শব্দটা হয়েছে, সেটা ভূ-কম্পন বলে মনে হলো না তার, তবে মাটির গভীর থেকে এসেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

জনাকে লক্ষ্য করলো, কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা। অদ্ভুত আওয়াজটার জন্যেই? বলা যায় না। আরো কারণ থাকতে পারে। বুনো অঞ্চল, অনেক জন্তুজানোয়ারের বাস। ঝোপের ভেতরে কিংবা পাথরের স্তূপের আড়ালে হয়তো কোনো কুগার এসে দাঁড়িয়েছে। বনের পথে এল্‌ক্, অন্যান্য হরিণ আর ভালুকের পায়ের ছাপের পাশাপাশি ওই মাংসাশী জানোয়ারের ছাপও দেখেছে সে।

দুশ্চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেললো শেড, ভাবনা মোড় নিলো অন্যদিকে। বাড়ি করতে খুব সুন্দর জায়গা বেছে নিয়েছে সে। পাহাড়, বন, বুনো জানোয়ারের মাঝে আশ্চর্য নির্জনতা, ঝর্নার

কুলুকুলু, হু-হু বাতাস, কালো আকাশে তারার মেলা, কিংবা রূপালি চাঁদের আলো, কয়োতির নেশাধরানো ডাক...

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল শেডের। পাতা মেলতেই চোখে পড়লো ধূসর আকাশ, নিজের অজান্তেই উঠে সোজা হয়ে বসেছে সে। আবার কানে আসছে শব্দটা। মেঘ গর্জনের মতো চাপা গুড়গুড়, পাহাড়ের গভীরে জেগে উঠেছে যেন বিরাট কোনো দানব। আস্তে আস্তে থেমে গেল আবার শব্দটা।

কাছে দাঁড়িয়ে আছে আপালুসা। কান খাড়া।

'ও কিছু না, জনা,' শান্ত কণ্ঠে ঘোড়াটাকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করলো শেড, আসলে নিজেকেই বোঝাচ্ছে। 'কিছু না।'

আবার শুয়ে পড়লো।

ছয়

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙলো শেডের, আলো ফুটেছে এখন। উঠে কম্বল গুটালো, আগুন জ্বেলে কফির পানি চড়ালো। নাস্তা খেতে খেতে ভাবলো গতরাতের অদ্ভুত শব্দের কথা। মেনে নেয়ার মতো একটাই যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে, শব্দটা এসেছে ঝর্নার উৎস থেকে, কোনো ধরনের শক্তি কাজ করছে পাহাড়ের গভীরে, কিছু একটা ঘটাচ্ছে। কি সেই শক্তি?

নাস্তা সারলো শেড, জিনিসপত্র বেঁধে রেখে দিলো। দরকার পড়লে মুহূর্তে জনার পিঠে বোঝা চাপিয়ে ছুট লাগাতে পারবে। কখন কি ঘটে, বলা তো যায় না, তাই তৈরি থাকতে হচ্ছে। এখুনি বেরোবে না, আপাতত অন্য কাজ সারার ইচ্ছে। ঘরটা বানিয়ে ফেলা দরকার।

এ-অঞ্চলের বেশির ভাগ রাখালই কাজ করতে চায় না। ঘোড়ার পিঠে থেকে যা যা সম্ভব, তার বেশি কিছু করবে না। কিন্তু শেড নিজের হাতে কাজ করতেই পছন্দ করে, এতে সে

আনন্দ পায়। আর এখন তো উৎসাহ উদ্যম অনেক বেশি, কারণ এটা তার নিজের কাজ।

দুপুরের দিকে আরেকটা দেয়াল তোলা শেষ করলো। আস্তে আস্তে রূপ নিচ্ছে তার ঘর।

খিদে পেয়েছে, কাজ থামিয়ে শরীরের ঘাম মুছলো শেড। শার্টটা গায়ে চড়িয়ে বসে পড়লো। বোতাম আঁটছে, চোখ উপত্যকার দিকে। আবছা একটা নড়াচড়া তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, সোলড্যাড থেকে আসা পথের ওপর। ফিল্ড গ্লাসটা বের করে নিলো সে, একটা বড় পাথরের পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। গ্লাস চোখে লাগানোর আগে লক্ষ্য করলো কাচে রোদ লাগছে কিনা। রোদ লাগলে ঝিলিক দিয়ে উঠবে, তার অবস্থান ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ঘোড়সওয়ার। লোকটাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু চিনতে পারছে না।

আরো এগিয়ে এলো ঘোড়সওয়ার। আরো কাছে আসার পর তাকে চিনতে পারলো শেড। টম লেভিট।

বিল কার্টিসের ফোরম্যান এখানে কি করছে। জায়গাটা অবশ্য এখন কার্টিসেরই দখলে, পানি কিংবা ঘাসের অবস্থা তদন্ত করতে আসা বিচিত্র নয়। কিন্তু তার হাবভাব দেখে তো সেটা মনে হচ্ছে না। কোনোদিকেই তাকাচ্ছে না, পথ ধরে এগিয়ে আসছে সোজা।

পাহাড়ের নিচে ডোবার কাছে এসে দাঁড়ালো ঘোড়া, লাফ দিয়ে পিঠ থেকে নামলো লেভিট। একটা পাথরে বসে সিগারেট

ধরালো।

কারো জন্যে অপেক্ষা করছে।

কড়া রোদ, কিন্তু পাথরের পাশে ছায়া। আরাম করেই শুয়েছে শেড, দেখছে। লেভিটের মতো সে-ও অপেক্ষা করছে। জানতে চায়, কার অপেক্ষায় আছে ফোরম্যান। ইতিমধ্যেই কয়েকবার ফিল্ড গ্লাস ঘুরিয়েছে পথের দিকে, কিন্তু কেউ নেই, আসছে না। কি ভেবে অন্যদিকে, তৃণভূমির দিকে ঘোরালো গ্লাস, লোকটাকে দেখতে পেলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। ঘোড়ায় চেপে আসছে। ঘোড়াটার রঙ লাল, তিন পায়ের হাঁটুর নিচে শাদা মোজা পরে আছে যেন, অন্য এক পায়ে মোজা নেই। বনের দিক থেকে আসছে ঘোড়সওয়ার, নিশ্চয় বন থেকেই বেরিয়েছে। নইলে আরো আগেই তাকে দেখার কথা শেডের।

ডোবার ধারে এসে ঘোড়া থেকে নামলো লোকটা। ঘোড়ার গায়ের ছাপ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল শেড। লোপেজ ফার্মের ব্র্যাণ্ড। লোপেজদের একজন এসেছে কার্টিসের ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলতে। গোপন বৈঠক।

আরো দুজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখলো শেড। একজন বিশালদেহী, ঢালু কাঁধ, রেস্তোরাঁয় দেখেছিলো একে। বক্স এন ব্র্যাণ্ডের ঘোড়ায় চেপে আসছে। চতুর্থজন এসেছে একটা ধূসর মাস্ট্যাঙে চেপে। প্যান্টের পেছনে তিন হীরার ছাপ দেখেই বোঝা গেল, রড কলিনসের লোক।

ভাবার মতো বিষয় বটে। চার ফার্মের চারজন এসেছে গোপন বৈঠকে, তাদের দুজন পরস্পরের শত্রু এমন দুটো ফার্মের,

অন্য দুজনও বন্ধু হওয়ার কথা নয়, তাদের ফার্মও যে-কোনো মুহূর্তে লড়াইয়ে নামতে পারে। কি কথা বলছে ওরা, শুনতে পেলে ভালো হতো। কিন্তু এমন জায়গায় রয়েছে শেড, কিছুই শুনতে পাবে না। এখন আর নেমে ওদের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ নেই। লোকগুলোর হাবভাবে যদি কিছু বোঝা যায়।

পাথর থেকে উঠে পড়েছে লেভিট, অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারী করছে, হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। ভাবেভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে, সে-ই সভাপতি।

হঠাৎ নতুন একটা নড়াচড়া চোখে পড়লো শেডের।

পাহাড়ের গোড়ায়, একপাশে ঘাস আর তৃণঝোপের ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলো হালকা-পাতলা একজন মানুষ, গুঁড়ি মেরে পা টিপে টিপে এগোলো। বুকের খাঁচায় ধড়াস করে এক বাড়ি মারলো শেডের হৃৎপিণ্ড, আগন্তুককে চিনতে পেরেছে। লুনা লোপেজ!

শহর ছেড়ে এতো দূরে এসেছে চারজন লোক! খামোকা আসেনি নিশ্চয়, এমন কোনো পরামর্শ করতে এসেছে যেটা অন্য কেউ শুনে-ফেললে বিপদে পড়বে। তাদের সেই গোপন আলোচনাই শুনতে চায় লুনা। মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে। ভীষণ বিপদে পড়তে পারে।

হাত-পায়ে ভর দিয়ে পিছিয়ে এলো শেড। তারপর উঠে দৌড় দিলো, রাইফেল আনবে। জিন আর জিনিসপত্রের পোঁটলার পাশে ফেলে রেখে এসেছে ওটা।

রাইফেল নিয়ে ফিরে এলো শেড, আবার আগের জায়গায়

এসে শু'লো। ততোক্ষণে বৈঠক শেষ। বোধহয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে ওদের। একে একে ঘোড়ায় চেপে চলে গেল তিনজন, সবার শেষে গেল টম লেভিট।

ঘাসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে লুনা। লোক চারজন চলে যাওয়ার পরেও কয়েক মিনিট তেমনিভাবে পড়ে রইলো, তারপর উঠলো। হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালো ডোবার পাড়ে। পানি খেতে দ্বিধা করছে, নাকি ভাবছে কিছু? অবশেষে বসে পড়ে আঁজলা ভরে পানি তুললো। যেভাবে থেমে থেমে খেলো, বোঝা গেল কিছু একটা নাড়া দিয়েছে তাকে সাংঘাতিক রকম। পানি খেয়ে আগের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিক পরেই বেরিয়ে এলো আবার ডোবারের পিঠে চড়ে।

লুনার কাছ থেকে মাত্র দু'শো গজ তফাতে রয়েছে শেড, কিন্তু রয়েছে বড় বেকায়দা জায়গায়। ছুটে গিয়ে জনার পিঠে চাপতে পারে এখন, তাড়াহুড়োও যথেষ্ট করতে পারে, তাতেও ওইটুকু দূরত্ব পেরোতে লেগে যাবে একটি ঘণ্টা। ওই এক ঘণ্টা লুনা দাঁড়িয়ে থাকবে না। নেমে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিলো সে।

চুপচাপ শুয়ে থেকে লুনাকে চলে যেতে দেখলো শেড। কি কথা শুনে গেল মেয়েটা? সন্দেহই বা জাগলো কেন চারজনের ব্যাপারে? কি গোলমাল পাকাচ্ছে ওরা? চার ফার্মের চারজনের গোপন বৈঠক, অথচ তাদের একজনও কোনো ফার্মের মালিক নয়। নিশ্চয়ই লুনা ঘটনাচক্রে এসে পড়েনি এখানে; তাহলে ওভাবে চুপি চুপি আসতো না। জেনে শুনে সতর্ক হয়েই এসেছে। কার কাছে কিভাবে কি শুনলো?

লুনা ভালো ঘোড়া চালাতে পারে, এটা প্রথম দিনই জেনেছে শেড। কিন্তু আজ জানলো, পাহাড়ে-জঙ্গলে মেয়েটা ইণ্ডিয়ানদের বাড়া। বৈঠকে বসেছিলো যে চারজন, ওদের মতো পোড়-খাওয়া লোকের চোখকেও সহজেই ফাঁকি দিলো মেয়েটা। জানতেই পারলো না ওরা, আড়ি পেতে তাদের কথা শোনা হয়েছে।

লুনাকে চোখে চোখে রাখার সিদ্ধান্ত নিলো শেড। সোলড্যাডে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। গেলে বিপাকে পড়তে পারে। পড়বে এটা বুঝে নিয়েই এই অঞ্চলে এসেছে সে, লড়াইকে ভয় পায় না। ভয় তার অন্য জায়গায়, লুনা লোপেজ। যে-কোনো গণ্ডগোলে মেয়ে মানুষ ঢুকে পড়লে সেটা বিপজ্জনক হতে বাধ্য, সামাল দেয়াই কঠিন হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে।

যা ঘটে ঘটুক, এখন আর পিছিয়ে যাওয়া যাবে না। মনস্থির করে উঠে পড়লো শেড।

পপলার সারির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে জনা পিঠে সওয়ারী নিয়ে। পাহাড়ের দেয়ালের গোড়ায় নেমে উল্টোদিকে ঘোড়ার মুখ ঘোরালো শেড, ঘুরপথে যাবে। জোনসের গরুর পালের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এদিক দিয়ে গেলে।

সরু পথ, বেশ খাড়া। কোনোভাবে যদি জনার পা ফসকায়, পড়বে গিয়ে একপাশের গভীর খাদে, তারমানে নিশ্চিত মৃত্যু। পাথরে ছাওয়া নির্জন পথে অতি সাবধানে এগিয়ে চললো জনা।

বিকেল নাগাদ একটা জায়গায় পৌঁছুলো ওরা, তিনদিক পাহাড়ের দেয়ালে ঘেরা সরু পথটা মিশেছে একটা গিরিপথের সঙ্গে। তার ভেতর দিয়ে জনাকে নিয়ে চললো শেড। গিরি-

পথের শেষ মাথায় লাভার স্তর। গরুগুলো এদিকেই কোথাও থাকে, অনুমান করলো সে। আজও দেরি হয়ে গেছে অনেক, আলো আর বেশিক্ষণ থাকবে না। কিন্তু কিছুই না দেখে চলে যাবে? ভেবেচিন্তেই উত্তরে মোড় নিলো সে, একটা শর্টকাট রাস্তা ধরে এগোবে সোলড্যাডের দিকে, পথে পড়বে একটা ঝর্না আর মাঝারি আকারের তৃণভূমি।

ঝর্নার কাছাকাছি এসে জনাকে থামালো শেড। একপাশে বনের ভেতরে কিছু নড়ছে। বেরিয়ে এলো কয়েকটা এল্ক্ হরিণ, ঝর্নার কাছেও গেল না, সোজা এগোলো লাভাস্তরের দিকে।

ভুরু কুঁচকে গেল শেডের। ওদিকে কোথায় যাচ্ছে হরিণগুলো? ওদিকে তো লাভার মরুভূমি, পানি নেই, ঘাস নেই...নাকি।...

মনে পড়ে গেল কথাটা। সকালে সূর্য ওঠার সময় আর বিকেলে সূর্য ডোবার সময় পানি খেতে যায় এল্ক্, তারমানে কোনো জলাশয়ের দিকেই চলেছে। একটা দুটো হলে অন্য কথা, কিন্তু চলেছে দল বেঁধে। অর্থাৎ পানি ছাড়া আর কিছু নয়।

ঘোড়ার পিঠে চুপচাপ বসে রইলো শেড। তার সামনে দিয়েই চলে গেল হরিণের দল। পাহাড়ের মোড় ঘুরে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। এইবার জনাকে চলার নির্দেশ দিলো সে। হরিণের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে চললো।

বিরাট দুটো কালো পাথরের মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেছে একটা সরু পথ, ওই পথ ধরেই গেছে হরিণগুলো। পাথরদুটোর মাঝের পথ এতোই সরু, যাওয়ার সময় শেডকে দুই পা চেপে রাখতে

হলো জনার পেটের সঙ্গে।

দু'ধারে কালো পাথরের দেয়াল যেন আর শেষ হবে না। কোথাও সরু, কোথাও সামান্য চওড়া, দেয়ালের গা এবড়ো-খেবড়ো, তীক্ষ্ণ সরু পাথর বেরিয়ে আছে, ঘষা লাগলে ফালা ফালা হয়ে যাবে চামড়া। জায়গাটা কেন কারো চোখে পড়েনি এতোদিন, বুঝতে পারছে ও। সামনে হঠাৎ বাঁক নিয়েছে পথ। বাঁকের পরে একটা জায়গায় এতো সরু যে ঘোড়ার পিঠে পা তুলে বসতে হলো তাকে।

অসংখ্য বাঁক। প্রতিটি বাঁকের সামনে এসে মনে হয়, পথ এখানেই শেষ। হরিণের পিছু নিয়ে না এলে পথ রুদ্ধ ভেবে অনেক আগেই ফিরে যেতো শেড। দু'পাশের পাথরের দেয়াল বেশি উঁচু নয়, মাথার ওপরে বড় জোর কয়েক ফুট।

চলতে চলতে শেড হঠাৎ একটা জায়গায় এসে ঘোড়া থামিয়ে দিলো। মাথার ওপরে দু'ধারের দেয়ালে বিপজ্জনক ভাবে আটকে আছে একটা বড় পাথর, তার ওপরে জমেছে ছোটবড় আরো অনেক পাথর, তোরণ বানিয়ে রেখেছে যেন। নিচের বা ওপরের কোনো একটা বড় পাথর সামান্য এদিক ওদিক হলেই নামবে পাথরের ধস। তার তলায় পড়ে মরার কোনো ইচ্ছেই নেই শেডের। ওপারে যাওয়ার পরও ধস নামতে পারে, পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রেও মৃত্যু। পাথুরে পথে চলেছে সে, কোনো রকম চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না, কেউ খুঁজে পাবে না তাকে। ওপার থেকে বেরিয়েও আসতে পারবে না কোনোদিন। ইণ্ডিয়ানরাও হয়তো এপথে যায়নি কখনো। আর যাবেই বা

কেন? রুক্ষ প্রকৃতি, নিশ্চয় সচরাচর শিকার মেলে না এখানে, পথ দুর্গম, কাঁচা চামড়ায় তৈরি মোকাসিন জুতো পরে বেশি দূর হাঁটতেও পারবে না ওরা এপথে, ছিঁড়ে যাবে জুতো।

দ্বিধা করলো বটে শেড, তবে এক মুহূর্ত। বার কয়েক ওপরের পাথরগুলোর দিকে চেয়ে যা থাকে কপালে ভেবে ওই গেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো জনাকে। মাথায় লাগছে না পাথর, তবু মাথা নিচু করে রেখেছে। ভাবখানা যেন পিঠ কুঁজো করে রাখলেই গায়ে পড়বে না টন টন ওজনের পাথরের চাঁই।

বিপজ্জনক জায়গাটা পেরিয়ে এলো ওরা, এখনো কাঁপছে শেডের বুক, জনা চঞ্চল। সামনে ঢাল, তবে দু'ধারের দেয়াল তেমনি রয়েছে। হরিণগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ওরা এপথেই গেছে, চিহ্ন রেখে গেছে।

আরো আধমাইল পর ঢাল শেষ হলো। ঘোড়া থামালো না শেড। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, গিরিপথে অন্ধকার নামছে, কালো পাথর কুচকুচে কালো দেখাচ্ছে এখন।

আরেকটা মোড় ঘুরতেই আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য যেন হঠাৎ করে খুলে দিলো সামনের পথ, থাবা মেরে দু'দিকে অনেকখানি সরিয়ে দিলো দেয়াল। নিজের অজান্তেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো শেড। চোখে বিস্ময়।

বিশাল এক উপত্যকা ছড়িয়ে আছে সামনে, গোলমতো জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে কালো পাহাড়ের খাড়া দেয়াল। কোথাও কোথাও সামনের দিকে বেঁকে এসেছে দেয়ালের ওপরটা, বেরিয়ে আছে পাথর। ওই দেয়াল বেয়ে উঠে পাহাড় ডিঙাতে পারবে না

কোনো মানুষ। রসালো বড় বড় সবুজ ঘাসে ছেয়ে আছে উপত্যকা, তারই মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মেছে ঝোপ আর বড় গাছ। কানে আসছে পানি বয়ে যাওয়ার মৃদু শব্দ, কাছে পিঠেই কোথাও রয়েছে নদী কিংবা ঝর্ণা।

জনাকে নিয়ে উপত্যাকায় এসে নামলো শেড। দেখছে অঞ্চলটা। এখানে এই উপত্যকা কি করে সৃষ্টি হলো, বুঝতে পারছে। প্রাগৈতিহাসিক কালে এটা ছিলো একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। সমস্ত লাভা বেরিয়ে যাওয়ার পর একদিন মরে গেল আগ্নেয়গিরি, বাতাস আর অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে মাটি জমলো এখানে—ঘাস, গাছপালা জন্মালো। নিয়ম অনুসারে এখানে হ্রদ থাকার কথা ছিলো, কিন্তু জায়গাটা নিশ্চয় খুব বেশি উঁচু, তাই পানি জমে থাকতে পারেনি।

পাশে তাকালো শেড, গরুগুলোকে দেখতে পেলো। অসংখ্য গরু, কোনোটা ঘাস খাচ্ছে, কোনোটা দাঁড়িয়ে আছে, কয়েকটা শুয়ে জাবর কাটছে আরামে। ছাড়া থেকে আর খেয়ে বেশ মোটাতাজা হয়েছে জানোয়ারগুলো। কয়েকটা ঘোড়াও দেখা গেল, পাগলা জোনসের পোষা ঘোড়া হতে পারে, এখন আধাবুনো হয়ে গেছে।

গিরিপথের চেয়ে এখানে এই উপত্যকায় অন্ধকার সামান্য হালকা, রাত নামলে অবশ্য গাঢ় হয়ে যাবে। তার আগেই যা দেখার দেখে নিতে চায় শেড। সবুজ ঘাস, গরু-ঘোড়া, শাদাটে পপলারের ঝাড় দেখতে দেখতে এগিয়ে চললো সে গরুগুলো যেদিকে আছে, সেদিকে। জানোয়ারগুলোর বড় বড় চোখে

বিস্ময়, কিন্তু ওকে দেখে ভয় পাচ্ছে বলে মনে হলো না।

পপলারের একটা ঘন ঝাড়ের মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, জনাকে নিয়ে সেখানে ঢুকলো শেড। জিন খুলে নিলো ঘোড়ার পিঠ থেকে, মাল পত্র নামালো, ক্যাম্প তৈরি করলো। সঙ্গে খাবার আর পানি যা আছে, তাতে আজকের রাতটা কোনোমতে কেটে যাবে, আগামী দিন জোগাড় করে নিতে পারবে আবার। প্রচুর শিকার মিলবে এখানে, পানিরও অভাব হবে না। প্রয়োজনের সময় লুকানোর জন্যে একটা জায়গা ঠিক করে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলো পল হারম্যান, তেমন জায়গা পেয়ে গেছে সে।

রাত নামলো পাহাড়ঘেরা উপত্যকায়। ফুরফুরে বাতাস বইছে। আগুন জ্বেলে কফি বানালো শেড, একতরফাভাবে বকবক করে যাচ্ছে জনার সঙ্গে। হঠাৎ নড়াচড়া টের পেলো, অনুভব করলো অনেক জোড়া চোখ লক্ষ্য করছে। চট করে ফিরে তাকালো সে। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একডজন গরু আর একটা ষাঁড়। অবাক হয়ে একবার আগুনের দিকে তাকাচ্ছে, একবার তার দিকে। বুঝিয়ে দিচ্ছে, আগে কখনো মানুষ দেখেনি, আগুনও এই প্রথম দেখছে।

প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি, তেমনি বিশাল তার জ্বালামুখ, শেডের অনুমান—আড়াআড়িভাবে কয়েক মাইল তো হবেই। সবুজ ঘাস শুধু তৃণভোজী প্রাণীকেই ঠাঁই দিয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে ডেকে এনেছে মাংসাশী জানোয়ারকেও। একবার নেকড়ের তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, আরেকবার কুগারের গর্জন।

শুকনো কাঠ জোগাড় করে এনে আগুনের পাশে জমালো শেড। জ্বালানির অভাব নেই : খসে পড়া শুকনো ডাল, মরা গাছ, শুকনো বাকল এতো আছে, সারা জীবন আগুন জ্বালিয়ে রাখলেও শেষ করতে পারবে না সে। খাবার আর পানিও প্রচুর। ইচ্ছে করলে কেউ জীবন কাটিয়ে দিতে পারে এখানে। গিরি-পথের সেই তোরণটা যদি এখন ভেঙে পড়ে, ধস নেমে বন্ধ হয়ে যায় বেরোনোর পথ, আটকা পড়ে যায় সে এখানে, না খেয়ে মরতে হবে না। কিন্তু আটকা পড়বে কেন? বেরোনোর কি আর কোনো পথ নেই?

শুকনো কয়েকটা ডাল আগুনে ফেললো শেড, লম্বা একটা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দিলো। তারপর রওনা হলো বেরোনোর আর কোনো পথ আছে কিনা দেখতে। দু'পাশে সরে তাকে জায়গা করে দিলো তেরোটা গরু, মুখ ঘুরিয়ে দেখছে।

একটা দেয়ালের গোড়ায় এসে দাঁড়ালো শেড। উঁচু, খাড়া দেয়াল। মৃত্যুর ঝুঁকি যদি নিতে রাজি হয় পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ কোনো মানুষ, তাহলে হয়তো ওই দেয়াল ডিঙিয়ে ওপারে যেতে পারবে, কিন্তু ফিফটি ফিফটি চান্স।

জায়গাটা সাগর সমতল থেকে নিশ্চয় অনেক ওপরে, শীত-কালে বরফ জমে, তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তার মানে, এখানে আটকা পড়লে, অনাহারে না মরলেও শীতকালে ঠাণ্ডায় জমে মরার ভয় আছে। চিন্তিত হয়ে পড়লো সে। সত্যিই যদি সে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই তোরণ ভেঙে পথ রুদ্ধ হয়ে যায়!...দুর, খামোকা ভাবছে! জোর করে ভাবনা তাড়া-

লো মন থেকে। ক্যাম্পে ফিরে ঘাসের কার্পেটের ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। নিরাপদেই কাটলো রাতটা।

সকালে কফি খেয়ে ঘোড়ায় চেপে আবার বেরিয়ে পড়লো শেড। রাতে যতোটা মনে হয়েছিলো, দিনের আলোয় তার চেয়ে ছোট লাগলো জ্বালামুখটা। পাহাড়ের গায়ে ছোটবড় কয়েকটা গুহামুখ।

ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখছে, কয়টা গরু আছে গুণছে। বেশ কিছু বরফ-গুহা দেখলো। অদ্ভুত উপায়ে সৃষ্টি ওসব গুহার। অগ্ন্যুৎপাতের সময় গরম তরল লাভা জমেছিলো এখানে, পরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসে লাভার উপরিভাগটা, শুকিয়ে কঠিন হয়ে যায় বাইরের দিক, কিন্তু ভেতরের অংশ জায়গায় জায়গায় তরলই রয়ে যায়। প্রাকৃতিক কারণে এক সময় সুড়ঙ্গ তৈরি হলো, সেই পথে পাতালে নেমে গেল তরল লাভা। বাইরের কঠিন স্তর প্রায় আগের মতোই রইলো, কিন্তু ভেতরটা ফাঁপা হয়ে গেল, গুহার সৃষ্টি হলো। তারপর এলো বরফযুগ, পুরো পৃথিবীটা হয়ে গেল মেরু অঞ্চল, গুহার ভেতরের বাতাসকেও হিম-শীতল করে দিলো সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। লাভার তাপ পরিবহন ক্ষমতা নেই বললেই চলে, তাই বরফযুগ চলে যাওয়ার পরেও গুহার ভেত-রের ঠাণ্ডা বাতাস ঠাণ্ডাই রয়ে গেল। সবসময় তুষার জমে থাকে এখন গুহার দেয়ালে, ছাতে, বিন্দু বিন্দু পানি ঝরে পড়ে, সরু সরু নালা বেয়ে গড়িয়ে এসে জমা হয় ছোট ছোট গর্তে, এ-অঞ্চলের বুনো ঘোড়া, হরিণ আর বিগহর্ন ভেড়ার তৃষ্ণা মেটায়।

যা যা দেখার দেখে নিলো শেড। পুরোপুরি গুণতে পারলো

না কতগুলো গরু, তবে, চার পাঁচশো'র কম নয়, অনুমান করলো। অনুকূল পরিবেশ, তাই খুব দ্রুত বাড়ছে এখানে গরু।

আপাতত আর কিছু দেখার নেই, যাওয়ার জন্যে ঘুরলো শেড। তাই তো কোন দিক দিয়ে ঢুকেছিলো গত সন্ধ্যায়? চিহ্ন তো দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে যেসব চিহ্ন দেখে রেখে ছিলো, দিনের আলোয় পাল্টে গেছে সব। তাহলে?

তবু অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল পথটা। ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে উঠে চললো জনা। গেটের মতো জায়গায়টার কাছাকাছি এসে আজও ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো শেড, ভয়ে ভয়ে তাকালো ঝুলে থাকা পাথরের দিকে। যদি ধসে পড়ে! কিন্তু অহেতুক ভয়। নিরাপদেই তোরণ পেরোলো ওরা।

সন্ধ্যা বেলা সোলড্যাডে এসে পৌঁছলো শেড। মেইন রোড ধরে এসে দাঁড়ালো সেই আস্তাবলের ধারে, প্রথম দিন যেটায় ঘোড়া রেখেছিলো।

সাড়া পেয়ে দরজায় বেরিয়ে এলো এক মেকসিকান, শেডের দিক থেকে নজর ফেরালো জনার দিকে। ঘোড়াটা কোন্ ব্র্যাণ্ডের দেখলো বোধ হয়, তারপর আবার চোখ তুললো। 'কার কাজ নিয়েছেন? সিনর ফারেল না সিনর কার্টিস?'

'কারো না—নিজের,' জবাব দিলো শেড। 'ব্যাপার কি? শহরটা এতো নীরব মনে হচ্ছে কেন?'

'ঠিকই ধরেছেন, সিনর, নীরবই। খুনখারাবি হয়ে গেছে! বক্স এনের দুজনের সঙ্গে লেগেছিলো বি সি ফার্মের জো বান্টা। বক্স এনের একজন খতম, আরেকজন আহত। বান্টাও নাকি

আহত হয়েছে। চলে গেছে তাড়াহুড়ো করে।'

'শহর ছেড়ে?'

'কি জানি! শুনলাম জখম হয়েছে। খারাপই লাগছে। লোক ভালো ছিলো জো বান্টা।' সিগারেট ধরালো মেকসিকান, ঠোঁটের কোণ দিয়ে বললো, 'হয়তো ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে এখন বি সি-দের কাছে।'

'কি করে বুঝলে?' ভুরু কোঁচকালো শেড।

'গোলমাল, বড় রকমের গোলমাল নাকি হয়েছে তার টম লেভিটের সঙ্গে। জো বান্টা নিজে বলেছে আমাকে।'

লেভিটের সঙ্গে বান্টার গোলমাল, বক্স এন-এর দুজনের সঙ্গে মারামারি···নাহ্, ঠিক মিলছে না, কোথায় যেন একটা ঘোর-প্যাঁচ রয়েছে। কোথায়? থাউজ্যাণ্ড স্প্রিংসের কাছে এই গোলমালের ব্যাপারেই কি সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে চার ফার্মের চারজন? আগুন তাহলে লাগলো! মেকসিকান লোকটা বলছে জো বান্টা ভালো লোক ছিলো। কে জানে, হতেও পারে, এসব অঞ্চলে মেকসিকানরা ভালো ব্যবহার পায় না, হয়তো বান্টার কাছে পেয়েছিলো।

বান্টা লোক যেমনই হোক পিস্তলে যে তার হাত ভালো, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যাদের সঙ্গে লেগেছে, তারা নিশ্চয় ঝানু পিস্তলবাজ—আজেবাজে লোক রাখবে না রিব ফারেল, তাদেরকে পরাজিত করা, কম কথা নয়।

হঠাৎই মনে হলো শেডের, জো বান্টাকে কাজে লাগাতে পারলে মন্দ হতো না।

সাত

জনাকে আস্তাবলে রেখে হোটেলে ফিরে এলো শেড। লবিতে কেউ নেই, সিঁড়িতেও না। ভাবছে সে, অনিশ্চিত পরিস্থিতি এখন শহরের, তার নিজের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। পাহাড়ের চূড়ায় যে বাড়িটা তৈরি শুরু করেছে, সেটা সহজে দেখতে পাবে না কেউ, কিন্তু ক্ষেত? যখন তখন ওখানে গিয়ে হাজির হতে পারে যে কেউ। তখন কি ঘটবে?

এ-যাবৎ সব কিছুই শেডের পরিকল্পনা মতো হয়েছে, এতোটা সে আশা করেনি। তবু স্বস্তি পাচ্ছে না, আশঙ্কা হচ্ছে, যে-কোনো সময় ভয়ানক কিছু ঘটে যেতে পারে। আরেকটা ব্যাপার খচখচ করছে মনের ভেতর, কি ষড়যন্ত্র করছে টম লেভিট? তার চাচা জানে সেটা?

লেভিটের ব্যাপারটা অবাক করেছে শেডকে। থাউজ্যাণ্ড স্প্রিংস-এ যে চারজন মিলিত হয়েছিলো, তাদের ওপর চোখ রাখার সিদ্ধান্ত নিলো সে। ঠিক করলো, সময় করে এল এল র‍্যাঞ্চে যাবে একবার, কোনো সূত্র মিলতে পারে ওখানে।

নিজের ঘরে ঢুকে কাপড় বদলালো শেড, শেভ করলো। গোসল সারলো। তারপর চলে এলো নিচের রেস্টুরেন্টে। বারো-তেরোজন লোক খাচ্ছে। একে একে চোখ ফেললো সে সবার ওপর, অসতর্ক মুহূর্তে লেভিট কিংবা কার্টিসের সামনে পড়তে চায় না।

লুনাকে দেখতে পেলো, ছোট একটা টেবিলে খাচ্ছে, একা। সেদিকে এগোলো সে।

পায়ের আওয়াজে মুখ তুললো লুনা। বিস্ময় ফুটলো চোখে। 'আরে আপনি! আসুন, আসুন। আমি তো ভেবেছি চলে গেছেন।'

'না, যাবো আর কোথায়? আপনাকে দেখেছি, আর কি যেতে পারি?' হাসলো শেড। লুনার উল্টোদিকের চেয়ারটা দেখালো। 'বসি?'

'বসুন,' চিন্তিত ভঙ্গিতে শেডের দিকে চেয়ে আছে লুনা। 'মিস্টার মেরন, আপনাকে অসুন্দর বলা যাবে না। তবে জংলী-দের সঙ্গেও অনেক মিল রয়েছে, জানেন তো?'

'হঠাৎ একথা কেন?' বসতে বসতে বললো শেড।

'না, এমনি, মনে হলো তাই বললাম।'

'সাতাশ বছরের বিশটা বছরই যে কাটিয়েছে পাহাড়ে জঙ্গলে, তাকে আর কেমন দেখা যাবে বলুন? কিন্তু কি জানেন, ম্যাডাম, যে যে-অঞ্চল থেকেই আসুক, এখানে এলেই তাকে কিছুটা জংলী হয়ে যেতে হয়, বাধ্য হয়ে, এখানকার পরিবেশই এমনি। এই যে আপনি, যতো ছিমছাম, যতো ভালো পোশাকই পরে

থাকুন না কেন, পুরোপুরি শহুরে কি দেখাচ্ছে?'

'রাগ করেছেন?'

'আরে না না, রাগ করবো কেন? আপনি প্রশ্ন করলেন, তার জবাব দিলাম।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো আবার শেড, 'যতো যা-ই বলেন, ম্যাডাম, এতো সুন্দর দেশ আপনি কোথাও পাবেন না। কোথায় পাবেন এতো বন, এতো মরুভূমি, এতো পাহাড়, বেঁচে থাকার এতো উপকরণ? সব কিছুই দরাজ হাতে দিচ্ছে এখানকার প্রকৃতি। যদি খালি পথ চলার নিয়ম-কানুন আপনার জানা থাকে, খাবার আর পানি কোথায় আছে, কি করে জোগাড় করে নিতে হবে জানা থাকে, তাহলে আর কোনো ভাবনা আছে? ঘোড়ায় চড়ে যেদিকে খুশি বেরিয়ে পড়ুন, যেদিকে খুশি ছুটুন, কোনো বাধা নেই। এতো উদ্দাম জীবন, এতো স্বাধীনতা, পৃথিবীর আর কোন দেশে পাবেন আপনি? গোলমালের কথা বলতে পারেন, কিন্তু যেখানে স্বাধীনতা, সেখানে গোলমাল কিছু থাকবেই।'

'বাব্বাহ্, একেবারে লেকচার দিয়ে ফেললেন!' হাসলো লুনা। 'শুনে মনে হচ্ছে দেশ জয় করতেই বেরিয়ে পড়বেন একদিন। আলেকজাণ্ডারের মতো বেড়িয়ে পড়ুন না? দেখুন, কতোখানি কি করতে পারেন। নাকি এই সোলড্যাডই জয় করবেন প্রথমে?'

'শুধু জয় করবো না, থাকবোও,' লুনার দিকে চেয়ে হাসলো শেড। 'এখানে এমন কিছু রয়েছে, যা বড় বেশি টানে মনকে।'

'সারাক্ষণই তো পিস্তল ঝুলিয়ে রাখেন কোমরে,' হঠাৎ অন্য কথায় চলে গেল লুনা। 'ব্যবহার করতে জানেন?'

'দরকার পড়লে। তবে সহজে ব্যবহার করতে চাই না। ঝুলিয়ে আসছি সেই কিশোর বয়েস থেকে। এখন এগুলো ছাড়া কেমন খালি খালি মনে হয়।'

'হুঁ হুঁ! আপনাকে ঠিক বোঝা যায় না, মিস্টার মেরন। কখনো আর দশজন সাধারণ রাখালের মতো, কখনো ওদেরকে ছাড়িয়ে উঠে যান অনেক ওপরে। বড় বড় কথা বলেন, তখন মনে হয় বন্দুকবাজী না করে কলেজে প্রফেসারী করলেই ভালো করতেন।'

'শুনে শেখা তো, তাই গুছিয়ে বলতে পারি না। কিছু মনে করবেন না। জুলসবার্গে এক মাতাল প্রফেসরের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিলো। প্রতি ঢোকের সঙ্গে শেক্সপীয়ার আওড়াতো, বড় বড় বুলি ঝাড়তো। সঙ্গদোষে কিছু কিছু রপ্ত করে ফেলেছি, এই আর কি। বেশি মদ খেতো বলেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়েছিলো লোকটাকে, তাই তো বলতো। আমার মনে হয়, অন্য কিছু করেছিলো। যাক গে, কুসঙ্গ আরো পেয়েছি। টেক্সাসে এক র‍্যাঞ্চে কাজ করতাম, আমার সঙ্গে কাজ করতো, একই ঘরে থাকতো এক ইংরেজ লর্ডের ভাই। তার কাছেও দীক্ষা পেয়েছি কিছু।'

'ডিউক হওয়ার পরামর্শ দেয়নি? বই পড়তে বলেনি?'

'চেষ্টা একেবারে করেনি, তা বলবো না। মনেপ্রাণে আমি গরুর রাখাল, আমাকে মানুষ করবে কে? তবে হ্যাঁ, সঙ্গদোষ একেবারে এড়ানো কি যায়? এক শীতকালে এক পর্বতের চূড়ায় আটকা পড়েছিলাম তার সঙ্গে, আরো এক রাখাল ছিলো আমা-

দের সঙ্গে। লর্ডের ভাইয়ের ঝোলায় ছিলো গোটা চারেক বই, ওগুলো আমাদের দুই রাখালকে দিয়ে মুখস্থ করিয়ে ছেড়েছে ব্যাটা।' প্রসঙ্গ বদলালো শেড। 'হ্যাঁ, শুনলাম, শহরে গোলা-গুলি হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ভয় হচ্ছে, আগুন বুঝি লাগলো। এটা এখন কেউ থামাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'আচ্ছা, জো বার্টা কেমন লোক?'

'খুব ভালো। আপনার পছন্দ হবে ওকে, আমি···আমিও পছন্দ করি। ভাঙবে তবু মচকাবে না। আর খুব বিশ্বাসী।'

ধীরে ধীরে কফিতে চুমুক দিলো শেড। কাপটা নামিয়ে রেখে বললো, 'আপনাদের একজন লোককে দেখেছিলাম সেদিন··· আপনাদের বলছি, কারণ, তার ঘোড়ার গায়ে এল এল ছাপ মারা দেখেছি। লম্বা, ঢালু কাঁধ, চেক চেক শার্ট পরেছিলো। কার কথা বলছি, বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়?'

ঝট করে চোখ তুললো লুনা। শেডের চোখে চোখে তাকালো, দৃষ্টি শীতল। লোকটাকে কোথায়, কি অবস্থায় দেখেছে শেড, এটা কি বুঝে গেছে মেয়েটা?

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়,' বলে উঠলো লুনা। 'ও ডিন ফরেস্ট, আমাদের র‍্যাঞ্চেই কাজ করে। তার ব্যাপারে আগ্রহ কেন?'

'তার কথা ভেবে অবাক হচ্ছি। এখানকার লোকজন কে কেমন, জেনে রাখতে চাইছি, আখেরে কাজ দেবে।'

'আপনার কথা ভেবেও অনেকে অবাক হচ্ছে। আখেরে কাজে লাগানোর জন্যে তারাও নিশ্চয় তৈরি হচ্ছে।'

হাসলো শেড। 'আপনিও কি তাদের একজন?'

'যদি বলি তাই? মনে পড়ে, পেছন থেকে আপনার গোপন কথা শুনে ফেলেছিলাম, ওই যে, ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন? ভেবে অবাক হচ্ছি, কোনটার মালিক হওয়ার ইচ্ছে আপনার!'

'আড়ি পেতে লোকের গোপন কথা শোনা কি ঠিক? তবে মিছে কথা কিছু বলিনি। আমি জানি, কার্টিস কিংবা ফারেল, কেউই সাধু নয়। কি করে কার র‍্যাঞ্চের মালিক হয়েছে ওরা, তা-ও জানি। সেদিন রাতে কার্টিসকে কি বলেছিলাম, নিশ্চয় শুনেছেন কারো কাছে। তাকে আরো অনেক কিছু বলতে পারতাম, বলিনি। আর ফারেলকে এখনো বলা শুরুই করিনি। এখুনি কাউকে বলবেন না, আপনাকে বলছি, হোস হাসলারের র‍্যাঞ্চ দখল করেছে ফারেল জোর করে। গ্রিজলি টাগোকে দিয়ে খুন করিয়েছে মানুষটাকে। এখানে আমি এসেছি অনেক কারণে, এটাও একটা কারণ।'

'প্রতিশোধ?'

'আপনার যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আমি একে প্রতিশোধ বলবো না,' ঈষৎ সামনে ঝুঁকলো শেড, 'এদেশে আইনের জোর খুব একটা নেই, জানেন ভালো করেই। লোকাল মার্শালরা যার যার শহর শাসনে রাখবে, অপরাধ দূর করবে, এটাই সরকারের ইচ্ছে। কিন্তু সব মার্শাল কি তাই করছে? কিংবা করতে পারছে? দিনেদুপুরে মানুষ খুন করে ফেলছে অপরাধী, কিছু একটা গোঁজামিল দিয়ে খুব সহজেই ফাঁকি দিচ্ছে আইনকে। এই হোস হাসলারের কথাই ধরুন। মাতাল অবস্থায় তাকে

খুঁচিয়ে রাগিয়ে দিয়েছে গ্রিজলি, আগে পিস্তল বের করেছে হাসলার, তখন লোকটাকে খুন করেছে টাগোরা।

'মার্শাল এলো, মৃত হাসলারের হাতে পিস্তল দেখলো, গ্রিজলির কথা শুনলো, কোনোমতে দুয়ে দুয়ে চার যোগ করে দিয়ে চলে গেল। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে মানুষ খুন করা যায়—আইনের এই মস্ত ফাঁকটা গলে কি সুন্দর বেরিয়ে গেল গ্রিজলি, আইন তার কিছু করতে পারলো না।

'কিন্তু এদেশে সরকারের আইনের বাইরে আরেকটা আইন আছে, এখানে যারা বাস করে তাদের তৈরি, এবং সেটাই এখনো দমিয়ে রেখেছে গ্রিজলির মতো অপরাধীদের। এখানে খারাপ লোকের চেয়ে ভালো লোক বেশি, তাই দেশটা এখনো উচ্ছন্নে যায়নি।' থামলো শেড। আবার চুমুক দিলো কফির কাপে। 'শুনলাম, সোলড্যাডের জন্যে নাকি একজন মার্শাল নিযুক্ত হয়েছে, রিব ফারেলই দরখাস্ত করে আনাচ্ছে। লাভ কি? এখান থেকে সব চেয়ে কাছের কোর্ট একশো মাইল দূরে, যেতে হয় দুর্গম অঞ্চল দিয়ে, ইণ্ডিয়ানদের জায়গার ভেতর দিয়ে। আসামী ধরে নিয়ে যেতে পারবে মার্শাল? আমার তো মনে হয় না। সব চেয়ে সহজ উপায়, গ্রিজলির মতো লোককে ধরে সোজা গুলি করে মেরে ফেলা, জলাতংক রোগে ধরা কুকুরকে যেমন মেরে ফেলি আমরা। সামনা-সামনি লড়াই করে মারা এক কথা, কিন্তু অসহায় একজন লোককে গুলি করে মেরে ফেলা, এর চেয়ে জঘন্য কাজ, কাপুরুষের কাজ আর আছে!'

'হাসলার আমার বন্ধু ছিলো, বন্দুকবাজ ছিলো না। যখন

তাকে গুলি করা হয় তখন সে মাতাল ছিলো, হিতাহিত জ্ঞান ছিলো না, তাছাড়া তখন তাকে সাহায্য করার কেউ ছিলো না। অসহায় একটা শিশুই তখন বলা যায় তাকে, এই অবস্থায় গুলি করে মেরেছে গ্রিজলি। তাকে আমি ছেড়ে দেবো ভেবেছেন?

'সোলড্যাডে এখন গোলমাল চলছে, সব কিছুর অবসান হবে একদিন। সেই সময় গ্রিজলির সামনা-সামনি হবো আমি, যদি ততোদিন বেঁচে থাকে। যদি পালিয়ে যায়, যেখানেই লুকিয়ে থাকুক, তাকে খুঁজে বের করবোই। তারপর আবার ফিরে আসবো আমার র‍্যাঞ্চে।'

'কোন্ র‍্যাঞ্চে, শেড?'

লুনার মুখে ডাক নাম শুনে ধড়াস করে এক লাফ দিলো শেডের হৃৎপিণ্ড। এক মুহূর্ত স্থির চেয়ে রইলো মেয়েটার মুখের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'সেটা পরে জানতে পারবে।' হাসি চলে গেল মুখ থেকে। 'আচ্ছা, সেদিন রাতে তুমি চলে যাওয়ার পর একটা লোকের সঙ্গে দেখা হলো। বললো, তুমি নাকি তার সম্পত্তি হতে যাচ্ছো?'

'জবাবে তুমি কিছু বলোনি?' লুনার চোখে এক সঙ্গে ফুটেছে অস্বস্তি, কৌতূহল, বিস্ময়।

'বলিনি। তবে বলার ইচ্ছে ছিলো।'

'কি?'

'জোর করে কোনো মেয়েকে সম্পত্তি বানাতে চায় যে, সে একটা গাধা।'

'তার কথা বিশ্বাস করেছিলে ?'

'কেন, জানার খুব বেশি ইচ্ছে হচ্ছে ?'

চুপ করে রইলো লুনা।

'বেশ, বলছি, তার কথা একটা বর্ণও বিশ্বাস করিনি,' হাসলো শেড।

'বিশ্বাস করলেই বরং অবাক হতাম,' উঠে দাঁড়ালো লুনা, আলতো করে হাত ছুঁলো শেডের। 'এবার যেতে হবে আমাকে।'

শেডও উঠলো।

'শেড,' আবার বললো লুনা, 'লোকটা যা বলেছে, সত্যিই বলেছে।'

থেমে গেল যেন শেডের হৃৎস্পন্দন। 'মানে, তুমি...কি বলতে চাইছো ?'

'রড কলিনসের সঙ্গে বাগদান হয়ে গেছে আমার, তিন মাস আগে।' দ্রুত ঘুরে বেরিয়ে গেল লুনা।

দরজার দিকে চেয়ে রইলো শেড। রড কলিনসের সঙ্গে লুনার বাগদান হয়েছে, সত্যি। বিশ্বাস করতে চাইছে না মন। এক ধরনের হতাশা ঘিরে ধরলো তাকে। একটা র‍্যাঞ্চ করার উৎসাহ নিয়ে এসেছিলো এই উপত্যকায়। হঠাৎ করেই সব উৎসাহ হারিয়ে ফেললো যেন। র‍্যাঞ্চ পেলো, অথচ ওই মেয়েটাকে পেলো না, কি লাভ তাহলে ? লুনা ছাড়া এখন পুরো র‍্যাঞ্চই শূন্য লাগবে তার কাছে।

ধপ করে আবার চেয়ারে বসে পড়লো শেড।

'গরম কফি চাই ?' কানের কাছে বলে উঠলো মেয়ে কণ্ঠ।

ফিরে তাকালো শেড, চোখ পড়লো জুনের হাসি হাসি মুখের ওপর। 'দাও,' তারপর বাতাসের সঙ্গে কথা বললো যেন সে, 'তাহলে এই ঘটলো শেষে! একটা মেয়েকে যা-ও খুঁজে পেলাম, ভালো লাগলো, সে অন্যের হবে কথা দিয়ে বসে আছে!'

'বসলে কিছু মনে করবেন ?' আরেক পাশে শোনা গেল পুরুষ-কণ্ঠ।

ফিরে তাকালো শেড। টেবিলের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে হোটেলের কেরাণী সিড হানান। 'বসো,' আস্তে করে বললো শেড। 'কফি খাও।'

কফি নিয়ে এলো জুন।

নীরব কয়েকটা মিনিট। অবশেষে কথা বললো হানান, 'মেরন, বন্ধুর জন্যে অনেক কিছু করতে রাজি আছেন আপনি, তাই না ?'

ভুরু কুঁচকে গেল শেডের, চোখ তুলে তাকালো। 'নিশ্চই!' শব্দটা উচ্চারণ করেই বুঝলো কি বলতে চায় হানান। রিব কারেল আর বিল কার্টিসের এই শহরে কে তার বন্ধু হতে চায়, বুঝে গেল।

'হয়তো বলাটা ঠিক হচ্ছে না,' বললো হানান। 'কিন্তু না বলেও পারছি না। প্রথমবার দেখেই বুঝেছি, এতোদিন আপনার মতো একজনকেই খুঁজেছি আমি। বুঝেছি, আপনি আর আমি একই দলের লোক।'

চুপ করে রইলো শেড।

'বুঝেছি, কারো মতে চলেন না আপনি,' আবার বললো হানান। 'নিজে যা ভালো বোঝেন করেন, ভীতু নন। সাহায্য চাইলে বন্ধুকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, তবু এই মুহূর্তে সাহায্য চাইতে বাধছে। এমনিতেই গলা ডুবিয়ে আছেন ভয়ানক বিপদে...'

'ওরকম গলা এর আগেও অনেকবার ডুবিয়েছি। যা বলার বলে ফেলো।'

'এ-শহরে আপনার কোনো বাঁধন নেই, আমারও নেই। আর কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারছি না। তাই...'

'ঠিকই বলেছো, আমার কোনো বাঁধন নেই। যা-ও বা একটা হওয়ার আশা ছিলো, খানিক আগে সেটাও খতম। তো, কি করতে বলো আমাকে? ওকে শহর থেকে বের করে নিয়ে যেতে?'

হাত থেকে কাপটা প্রায় খসে পড়ার উপক্রম হলো হানানের। 'আপনি...আপনি জানেন!'

'আন্দাজ করেছি। এছাড়া আর কোথায় যেতে পারে সে? অবস্থা কেমন, খুব বেশি খারাপ?'

'আমার মনে হয়...ঘোড়ায় চড়তে পারবে। আপনাকে কি বলবো, মেরন, সত্যি ও খুব ভালো লোক, খুউব ভালো। ধরতে পারলে ওকে ওরা খুন করবে। কি যে করবো বুঝতে পারছি না! যে-কোনো সময় ওরা এসে হাজির হতে পারে এখানে, খুঁজতে। এতোক্ষণ যে কেন আসেনি, সেটাই আশ্চর্য!'

'এখানেই রেখেছো তাকে?' চমকে উঠলো শেড। 'একেবারে খোলা বাজারে! তার মানে আজ রাতেই বের করে নিয়ে যেতে হবে, পরিস্থিতি এখনো ভালো আছে কিছুটা।'

'নিচে আছে, স্টোর রুমে। আলুর বাক্সে ভরে ওপরে আলু দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। এর চেয়ে ভালো কিছু ভাবতে পারিনি।'

'আমার কথা ভাবলে কেন? বিশ্বাস করলে কি কারণে?'

'এখানে আপনার কোনো বাঁধন নেই, আগেই বলেছি। মনে হলো, আপনাকে বিশ্বাস করা যায়। তবু দ্বিধা করছিলাম। শেষে জুন আর লুনা বলার পরামর্শ দিলো।'

'লুনা জানে!'

'ওর কথাই প্রথমে ভেবেছিলাম। এল এল ফার্ম এখনও লড়াইয়ে নামেনি, ওটাই নিরাপদ জায়গা মনে হয়েছিলো। কিন্তু শুনেই চমকে উঠলো লুনা। বললো, ওটা এ-শহরে সবচেয়ে খারাপ জায়গা। লুনাই আপনাকে বলতে বলেছে।'

'লুনা বলেছে!'

'হ্যাঁ। আরো বলেছে, বাৰ্টাকে যদি আপনার ভালো লাগে, তাহলে তার জন্যে সব কিছুই নাকি করবেন। আমারও তাই ধারণা। আরো একটা কাজ হবে এতে। কষে চড় মারা হবে কার্টিস আর ফারেলের গালে।'

ব্যাপারটা ভেবে দেখলো শেড। এ-শহরে কি চলছে, কি ঘটতে যাচ্ছে, নিশ্চয় তার চেয়ে ভালো জানে লুনা। শুধু শেড নয়, হয়তো অনেকের চেয়েই অনেক বেশি জানে। আড়ি পেতে ক'টা গোপন বৈঠকের আলাপ-আলোচনা শুনেছে, কে জানে!

'দেরি করা যাবে না,' বললো শেড। 'এখুনি করতে হবে যা করার। একটা ঘোড়া জোগাড় করতে পারবে?'

'তা পারবো, কিন্তু শকুনদের চোখ এড়িয়ে আনা যাবে না এখানে। শহরের শেষ ধারে জুনের বাড়ি, ওখানে একটা ঘোড়া আছে তার। সেখান পর্যন্ত বাল্টাকে নিয়ে যাওয়াই সমস্যা।'

'সেটা আমি দেখবো। এক কাজ করো, একটা বস্তায় কিছু খাবার ভরে দাও। কেউ যেন না দেখে, কিছু বুঝতে না পারে। জলদি।' উঠে দাঁড়ালো শেড। 'ওকে যাওয়ার জন্যে তৈরি করোগে। আমি জুনের ওখানে যাচ্ছি, যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো। ঠিকানাটা বলো।'

জুনের বাড়িটা কোথায়, কি করে যেতে হবে, জেনে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো শেড, দরজার দিকে। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বাল্টার ব্যাপারটা তাকে জানাতে দেরি করে ফেলেছে হানান। ঘোড়ার খুরের তীব্র খটাখট আওয়াজ শোনা গেল। হোটেলের দরজার কাছে এসে থামলো একদল ঘোড়সওয়ার, লাফিয়ে নামলো ঘোড়া থেকে। বারো জন। ভেতরে এসে ঢুকলো রিব ফারেল। তার পেছনে আরেকজন, ওই লোকটা থাউজ্যাণ্ড স্প্রিঙের গোপন বৈঠকে ছিলো।

'হানান!' গম্ভীর কণ্ঠে বললো ফারেল। 'হোটেলটা সার্চ করবো আমরা। ওই বাল্টা হারামজাদা এখনো শহরেই আছে, লুকিয়ে আছে। কসম খোদার, আজ রাতের মধ্যেই খুঁজে বের করবো খুনীটাকে, ফাঁসি দেবো।'

'এখানে খুঁজবেন?' খুব অবাক হয়েছে যেন হানান। তার

চেহারা সামান্য ফেকাসে, কিন্তু গলার স্বর আর ভাবভঙ্গিতে বোঝার উপায় নেই ভয় পেয়েছে। 'আমি শুনেছি, বাল্টা খুব খারাপ লোক, আজও নাকি খুন করেছে। তাকে কখনো দেখিনি, দেখার খুব ইচ্ছে। হোটেল খুঁজবেন, খুঁজুন। কিন্তু দুনিয়ার লুকানোর এতো জায়গা থাকতে এই বাজারে, লোকের ভিড়ে লুকাতে আসবে কেন সে?'

আট

রান্নাঘরে ঢোকার দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে শেড, নিরা-সক্ত ভঙ্গি। ভাবনার ঝড় বইছে মাথায়। বাণ্টাকে খুঁজে পাবেই ওরা, এই মুহূর্তে সেটা ঠেকানোর কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না। ধরতে পারলে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবে, বড়জোর সেটা দেরি করানো যেতে পারে···

'ওকে নিয়ে তোমাদের এতো ভাবনা কেন, ফারেল?' শান্ত গলায় বললো শেড।

ঘুরে দাঁড়ালো ফারেল। 'ও, তুমি?' এতোক্ষণ যেন দেখতেই পায়নি শেডকে। 'তুমি আবার এসব ব্যাপারে নাক গলাচ্ছো কেন?'

'নাক গলাচ্ছি না। খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছো তো তোমরা, তাই দেখে কৌতূহল দমাতে পারলাম না। শুনে যা বুঝলাম লোকটাকে আক্রমণ করা হয়েছিলো। আত্মরক্ষা করেছে সে, পুরুষের কাজ করেছে। ফাঁসিতে ঝোলার মতো কিছু করেছে বলে তো মনে হয় না।'

'করেনি মানে? বক্স এনের একজনকে খুন করেছে।'

'তাতে কি? আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই মরেছে বক্স এনের লোকটা। তিনজনই ওরা প্রাপ্তবয়স্ক, তিনজনের হাতেই অস্ত্র ছিলো, লড়াইটাতে কোনো কারচুপি ছিলো না। যাকগে সেসব কথা। বি সি-দের কি হলো হঠাৎ করে? সবাই শহর ছেড়ে পালিয়েছে মনে হচ্ছে? এতোই ভয় পেলো?'

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই!' বলে উঠলো ফারেলের পাশের লোকটা। 'নিজের চরকায় তেল দাও!'

দরজার গায়ে একই ভাবে হেলান দিয়ে রইলো শেড, শুধু ধীরে ধীরে ঘুরে গেল মাথাটা। দীর্ঘ সময় ধরে লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলালো, কয়েকবার, যেন চিড়িয়া-খানার কোনো জীব দেখছে। তারপর শান্ত গলায় বললো, 'ফারেল, পয়সা দিয়ে খামোকা বাচ্চা খোকা পালছো। সব সময় হাত ধরে রাখবে ওরা, ধরে ধরে বাড়ি নিয়ে যাবে। খবরদার, বাইরে গোলমালের মধ্যে বেরোতে দিও না।'

রাগে জ্বলে উঠলো লোকটার চোখ, পা বাড়ালো। 'বেশ, দেখা যাক, কে খোকা!'

'রোভার!' হাত তুললো ফারেল। 'এখন ওসব নয়। অন্য কাজে এসেছি আমরা। যাও, বাণ্টাকে খোঁজো। শেডের সঙ্গে আমি কথা বলছি।'

তবু দাঁড়িয়ে রইলো রোভার। একটা গোলমাল বাধানোর সুযোগ খুঁজছে, কিন্তু শেডের দিক থেকে তেমন কোনো সাড়া মিললো না। দরজায় তেমনি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাসি

হাসি মুখ।

ঝটকা দিয়ে ঘুরলো রোভার, কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালো। 'সময় আসবে, শেড, তৈরি থেকো, তোমার কথার জবাব আমি দেবো।' পা বাড়ালো সে।

'নিশ্চয়,' পেছন থেকে ডেকে বললো শেড। 'সঙ্গে করে ডিন ফরেস্টকেও আনবে নাকি তখন?'

ধাক্কা খেয়ে যেন থেমে গেল রোভার। কাঁধ কুঁজো করে ফেলেছে, ভয়ানক একটা আঘাত ঠেকাতে হবে যেন। আস্তে করে ফিরলো। চেহারায় দ্বিধা আর অস্বস্তি ফুটেছে।

ফারেলের দিকে চাইলো শেড। 'অদ্ভুত সব চরিত্র নিয়ে তোমার কারবার, ফারেল। এই রোভারের কথাই ধরো, ছুঁলেই চমকে ওঠে, না?'

ভুরু সামান্য কুঁচকে গেছে ফারেলের, সরাসরি চেয়ে আছে শেডের দিকে। 'ডিন ফরেস্টের কথা কি যেন বললে? ও তো আমার লোক নয়।'

'তাই নাকি?' হাসলো শেড, শ্রাগ করলো। 'তাহলে ভুল করেছি। জানোই তো, এখানে আমি নতুন, কে যে কার হয়ে কাজ করছে, জানি না ভালোমতো। আমি মনে করেছিলাম, কোনোভাবে বুঝি যোগাযোগ আছে রোভারের সঙ্গে ফরেস্টের, একই দলের লোক।'

বিরক্ত মনে হলো ফারেলকে, রেগে গেল, খানিকটা ভয়ও যেন পেয়েছে। ওই দুজনকে এক করছে কেন শেড? এমনি কথার কথা বলছে, নাকি কিছু জানে সে? কিন্তু কি করে জানবে?

আরো অনেক প্রশ্ন জাগলো ফারেলের মনে: এই শেড মেরন লোকটা আসলে কে? কোথা থেকে এসেছে? কেন এসেছে? এখানে সে নতুন এসেছে, তাহলে ফরেস্টকে চিনলো কি করে? কই, ফরেস্ট আর রোভারকে তো কখনো এক সঙ্গে দেখেনি ফারেল, কথা বলতে দেখেনি। তাহলে শেডের কথায় চমকে উঠলো কেন রোভার? ব্যাপারটা মোটেই ভালোভাবে নিতে পারলো না ফারেল।

একটা টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে, কেটলি তুলে কাপে কফি ঢাললো, তাতে চিনি আর দুধ মেশালো। তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালো শেডের দিকে।

শেডের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জুন। ফিসফিস করে বললো, 'ও চলে গেছে! ওখানে নেই।'

ফিরে তাকালো শেড। জুনের কাপড়ে এক জায়গায় ধুলো লেগেছে, হাত দিয়ে সেটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললো শেড, 'গুলি খেয়েছে কোথায়?'

'মনে হয় উরুতে। বেশি দূর যেতে পারবে না।'

'এই,' বলে উঠলো ফারেল। 'কি ফিসফাস করছো তোমরা?'

'আরে কি জ্বালা!' হাত নাড়লো শেড। 'কতো কথাই থাকতে পারে আমাদের, সবই শুনতে হবে নাকি তোমার? নিজের কাজ করো।'

কাপটা তুলে নিয়েছিলো, সেটা আবার নামিয়ে রাখলো ফারেল। 'দেখো, কেউ আমার সঙ্গে ওভাবে...'

'...কথা বলে না, এই তো?' শেডের কণ্ঠ শান্ত। 'দেখো,

ফারেল, কথা বলার আগে খুব ভালোমতো ভেবেচিন্তে নেবে। আমি তোমার চাকরি করি না, কখনো করবো বলেও মনে হয় না। আমি কার সঙ্গে কি কথা বলি, না বলি, সেটা আমার ব্যাপার। তোমার এতো মাথাব্যথা কেন? ভালো চাইলে যাও আমার সামনে থেকে...যাও।'

দ্বিধা করছে ফারেল। বুঝতে পারছে, বাড়াবাড়ি করা উচিত হবে না। এমন একজনের সঙ্গে কথা বলছে, যে ভয় কাকে বলে জানে না। যে-কোনো মুহূর্তে তার হাত চলে যেতে পারে কোমরে ঝোলানো পিস্তলে, এবং তারপর যা ঘটবে, সেটা ফারেলের জন্যে মোটেই সুখকর হবে না। অনেক বছর ধরে অনেক লোকের ওপর মাতব্বরী করেছে ফারেল, যা খুশি বলেছে তাদেরকে, ফলে বদভ্যাসটা রপ্ত হয়ে গেছে। অনেক দিন পর এই প্রথম কাউকে কিছু বলতে গিয়ে পাল্টা কথা শুনলো। নিজেকে বড় বেশি কোণঠাসা মনে হলো আজ। শেডের ধমক সহ্য করা বড়ই কঠিন তার জন্যে, কিন্তু উপায় নেই। অগত্যা সামলে নিতেই হলো নিজেকে। চুপ হয়ে গেল।

ঘরে এসে ঢুকলো রোভার, সঙ্গে দুজন লোক। 'হারামজাদাকে পেলাম না, বস। পুরো হোটেলটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। স্টোর রুমে একটা বাক্স দেখলাম, আলুর বাক্স। একজন মানুষ ওর ভেতরে লুকিয়ে থাকতে পারে সহজেই।'

শান্ত পায়ে ঘরে এসে ঢুকলো হানান। তার দিকে তাকালো ফারেল। 'তোমার কি মনে হয়, সিড?'

'হয়তো আলুই রাখা হয় বাক্সটাতে,' হানানের হয়ে জবাব

দিলো শেড। 'মাটিতে আলু রাখলে তাড়াতাড়ি পচে যায়, তাই সরিয়ে রাখা হয়। বাক্সে রাখলে টেকে অনেক দিন।'

জ্বলে উঠলো ফারেলের চোখ, কড়া কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল, সময়মতো সামলে নিলো নিজেকে।

রোভারও চুপ থাকলো, চোখ ফিরিয়ে রইলো আরেক দিকে। তার ভয়টা অন্যখানে, নিশ্চয় জানে কিছু শেড। যদি ফাঁস করে দেয় সবার সামনে? এমনিতেই ফরেস্টের কথা বলে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে ফারেলের মনে।

রোভার নিরব রয়েছে কেন, বুঝতে পারছে শেড। ব্যাটা ধরেই নিয়েছে, সব জানে সে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে বলে দেবে ফারেলকে। মনে মনে হাসলো শেড।

ঘুরে গটমট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল ফারেল। পেছনে গেল তার সঙ্গীরা। শেষ লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর হানানের দিকে ফিরলো জুন। 'সিড কোথায় গেল জো? ও ওখানেই ছিলো, ওই বাক্সেই।'

'ছিলো,' মাথা ঝাঁকালো হানান। 'ওরা এসেছে, সেটা কোনোভাবে শুনেছে হয়তো। আমাদেরকে বিপদে ফেলতে চায়নি। কিন্তু গেল কোথায়?'

শেডও ভাবছে, গেল কোথায়। আচ্ছা, বাণ্টাকে ফাঁসি দেয়ার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে বক্স এন, অথচ বি সির কোনো সাড়াশব্দ নেই। কোনো কারণে কার্টিসের কাছেও কি জো বাণ্টা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, সে-ও চাইছে মুখটা বন্ধ হয়ে যাক?

বাণ্টার জন্যে মায়া হলো শেডের। তাড়া খাওয়া আহত

কুকুরের মতো অন্ধকারে কোথায় গিয়ে লুকিয়ে আছে লোকটা ? পদে পদে শত্রু, কোথায় লুকিয়ে বাঁচবে সে ? একা কি করতে পারবে ? পালাবেই বা কি করে ? শেডই বা একা কি সাহায্য করতে পারে একজন আহত মানুষকে ? সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, যা-ই হোক কিছু একটা করা দরকার।

কোথায় যেতে পারে বাণ্টা ? এতো তাড়াতাড়ি ? পাথরের দেয়ালটার কথা মনে পড়লো শেডের, হোটেলের আস্তাবলের এক ধারে ওটা গোল হয়ে ঘিরে রেখেছে পুরোনো একটা আপেল গাছকে। কয়েকটা পাথর খসে পড়েছে দেয়ালের, কিন্তু লুকানোর এর চেয়ে ভালো জায়গা কাছেপিঠে আর নেই। মাত্র চার ফুট উঁচু দেয়াল, কিন্তু হলে হবে কি, জায়গাটাকে একটা ক্ষুদে দুর্গ বলা যায়। ওটার ভেতরে বসে আশেপাশে একশো গজ দূরেও চোখ রাখা যাবে, এই অন্ধকারে একটা পিস্তল কিংবা রিভলবার দিয়েই ছোটোখাটো একটা আর্মিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে একজন লোক।

দ্রুত হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো শেড। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ, অন্ধকার সইয়ে নিলো চোখে। আস্তাবল আর তার পাশের গোল দেয়ালটা আবছামতো দেখা যাচ্ছে।

আস্তাবলের ধার ধরে ধরে এগোলো শেড, দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়ালো। এদিক-ওদিক চেয়ে দেয়ালের ওপরের দিকে হাতের ভর রেখে এক লাফে পেরিয়ে এলো ওটা। দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। এগোলে শত্রু ভেবে গুলি করে বসতে পারে

বাণ্টা। দুজনের কেউ কারো চেহারা চেনে না।

পা বাড়ালো শেড। অতি ধীরে এক পা এক পা করে এগিয়ে চললো দেয়ালের ধার ধরে। এক ধরনের কাঁটা ঝোপ জন্মে আছে জায়গায় জায়গায়, ঘষা লেগে হাতের চামড়া গভীর হয়ে চিরে গেল শেডের। বিড়বিড় করে গাল দিলো সে, বোধহয় কাঁটাকেই।

'ব্যস, ব্যস, মিস্টার, আর এগিও না।' অন্ধকার থেকে ভেসে এলো একটা চাপা গলা। 'অনুমান ভালোই করেছো। তা, বাবাজী, যেখানে আছো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। টুঁ শব্দ করেছো কি, দুখিড়িম!'

'বাণ্টা ?'

'আরে না, না।' তিক্ত গলা শোনা গেল। 'আমি ইংল্যাণ্ডের রাজা, রানীকে খুঁজতে এই দুর্গে ঢুকেছি।'

'শোনো, বাণ্টা, কথা কম বলো। আমি যখন আন্দাজ করতে পেরেছি, আরো অনেকেই পারবে, আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে ওরা। আমি তোমার বন্ধু, যদিও চিনি না এখনো একে অন্যকে। হানান আর জুনেরও আমি বন্ধু। তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি, বের করে নিয়ে যাবো এখান থেকে। জুনের বাড়িতে একটা ঘোড়া আছে, যতো তাড়াতাড়ি পারি ওখানে যেতে হবে আমাদের। তারপর বেরিয়ে যাবো শহর থেকে।'

'কি করে জানবো, তুমি কে ?'

'ওদের লোক হলে এতোক্ষণে হৈ-চৈ শুরু করতাম, তাই না ?'

'হয়তো। কিন্তু চেঁচানোর সময় পেতে মাত্র একবার, তার বেশি না। কে তুমি? তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না।'

'অন্ধকারে কি করে দেখবে? আমার নাম শেড মেরন। এ-শহরে নতুন এসেছি।'

'ও, টম লেভিটকে তুমিই পিটিয়েছিলে? শুনেছি। দেখিয়েছো বটে এক হাত!'

'হাঁটতে পারবে?'

'তোমার কাঁধটা ধার দিতে হবে। ভয় নেই, ছুরি ঢুকিয়ে দেবো না।'

'বেরিয়ে এসো।'

বাণ্টার কোমর ধরে তাকে দেয়াল টপকাতে সাহায্য করলো শেড। একটা কানা গলিতে এসে উঠলো, তারপর একটা বেড়া ঘেঁষে চলে এলো খোলা জায়গায়। খোলা, কিন্তু অন্ধকার। জায়গাটার ওপারে ছোট ছোট ঝোপঝাড়, বড় কয়েকটা গাছও রয়েছে। ছোট্ট ওই বনের ভেতরে ঢুকে যেতে পারলে আড়ালে আড়ালে নিরাপদেই যাওয়া যাবে জুনের বাড়িতে। কিন্তু খোলা জায়গা থাকতে থাকতেই যদি এসে যায় শত্রুরা? পাল্টা গুলি চালানো ছাড়া আর উপায় থাকবে না।

'বাণ্টা,' ফিসফিস করে বললো শেড। 'দরজা খোলার আওয়াজ শুনলেই পাথর হয়ে যাবে।'

'কোথায় যাচ্ছি?'

'বললামই তো, আগে জুনের বাড়িতে। ঘোড়াটা নিয়ে রওনা হয়ে যাবে পাহাড়ের দিকে। ওদিকে খারাপ একটা জায়গা

আছে, পুরোনো পথ আছে একটা, চেনো?'

'চিনি। কিন্তু ওখানে গিয়ে কি হবে? পানি নেই। পথও খুব খারাপ। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া, সে এক মহা মুশকিলের ব্যাপার।'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। সোজা চলে যাবে সেখানে, পথটার ধারে কোথাও লুকিয়ে থাকবে। আমাকে না দেখলে বেরোবো না। একটা আপালুসায় চড়ে আসবো আমি।'

হঠাৎ শেডের হাত খামচে ধরলো বাণ্টা। 'চুপ! দরজা খুলছে।'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল দুজনে, একটা পেশীও নড়ছে না। তারপর অতি ধীরে নড়ে উঠলো বাণ্টার হাত, পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। নলটা ঘুরে গেল আলোকিত দরজার দিকে। একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, বারম্যান।

লোকটার কাঁধের কাছে ছায়া দেখা গেল একটা। 'এই, কে ওখানে?'

'যাও তো এখান থেকে!' ধমক দিলো বারম্যান। 'আমি দেখে আসছি, কে।'

ঠেলা দিয়ে পেছনে দরজা বন্ধ করে দিলো বারম্যান। নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে। এগোলো।

পিস্তলের বাঁট চেপে ধরলো শেড।

কাছে চলে এলো বারম্যান। চাপা গলায় বললো বাণ্টা, 'দোস্ত, তোমাকে ভালো লোক বলেই জানি। খামোকা গুলি খেতে এসেছো।'

'বেশি চাপাবাজি করো না।' চাপা গলায় ধমক দিলো বার-

ম্যান। 'আমি না বেরোলে বক্স এন ব্যাটাদের কেউ বেরোতো। জলদি কেটে পড়ো। কারো সঙ্গেই শত্রুতা নেই আমার।' আবছা অন্ধকারে শেডের দিকে ফিরলো সে। 'শেড, আমি মুরিয়েল, তুমি আমাকে চেনো না, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। সেই যে সেবার, কিংফিশারের বদমাশগুলোকে শায়েস্তা করেছিলে, তখন দেখেছি তোমাকে। যাও, চলে যাও তোমরা।'

ঘুরে আবার দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলো মোটা লোক-টা। বারে গিয়ে ঢুকলো।

শেড আর বাণ্টা শুনতে পেলো একটা গলা, 'কে? জো বান্টা নিশ্চয়?'

'আরে দুর!' মুরিয়েলের গলা। 'একটা ছেলে, কুকুরের বাচ্চা হারিয়ে খোঁজাখুঁজি করছে।' বন্ধ হয়ে গেল বারের দরজা।

চেপে রাখা শ্বাসটা শব্দ করে ফেললো শেড।

এগোলো দুজনে। নিরবে। খোলা জায়গাটা পেরিয়ে এসে ঢুকলো ছোট্ট বনে। আবার ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ হলো। কানে এলো ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর। নাহ্, আজ রাতে শহরটা সত্যিই গরম হয়ে উঠেছে, ভাবলো শেড।

জুনের বাড়িতে চলে এলো দুজনে। মাদী ঘোড়াটার পিঠে জিন পরালো শেড, তাতে উঠতে সাহায্য করলো বাণ্টাকে। বললো, 'যতো তাড়াতাড়ি পারো, শহরের বাইরে চলে যাও। খবরদার, কারো চোখে পড়ো না। যা যা বললাম ঠিকঠাক মতো করো। আমি আসছি। আপালুসাটাকে দেখলেই চিনতে পারবে।'

চুপ করে রইলো বাণ্টা।

'আবার বলছি, কারো চোখে পড়বে না। বি সি-দেরকেও বিশ্বাস করবে না। আমার কথা বুঝেছো?'

'বুঝেছি। ওরা আর এখন আমার ভালো চায় না, জানা হয়ে গেছে।...তোমার কথা ভুলবো না আমি, দোস্ত। এ-শহরে নতুন তুমি, আমাকে চিনতে না...'

'কথা থামাও।' ধমক লাগালো শেড। 'আমি যাচ্ছি। আপা-লুসাটাকে আনতে হবে। এমন জায়গায় নিয়ে যাবো তোমাকে, ব্যাটারা কোনোদিন খুঁজে পাবে না।'

নিঃশব্দে চলতে শুরু করলো জুনের মাদী ঘোড়াটা। ঘুরে আবার শহরে রওনা হলো শেড।

খানিকটা এগোতেই শেডের কানে এলো হট্টগোল, চেঁচা-মেচি। পরপর গুলির শব্দ হলো তিনবার, কোনো মাতাল রাখালের কাজ বোধ হয়, কাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লো কে জানে।

পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেল শেডের। নিরাপদে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে? পারলে বলতে হবে, সোলড্যাডে আজ রাতে তার মতো ভাগ্যবান খুব কমই আছে।

নয়

সোলড্যাড থেকে জো বাণ্টার বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার খবরটা এখন নয় দিনের বাসি। এই কয়দিনে কয়েকবার শহরে ঢুকেছে, শেড মেরন, কয়েক বার বেরিয়েছে। স্থানীয় রাজনীতি আর গণ্ডগোল থেকে দূরে রেখেছে নিজেকে, যতোটা পেরেছে, এখানকার লোকের সঙ্গে কথা বলা এড়িয়ে গেছে। কারো ব্যাপারে নাক গলাতে চায় না সে, কারো কথা কিছু জানে না, এমনি ভাবভঙ্গি।

বাণ্টার ব্যাপারে সোলড্যাডের লোক এখনও অবাক। আশেপাশের কোনো শহরে দেখা যায়নি তাকে। খোঁজ নিয়ে জেনেছে ফারেল, কোনো ঘোড়া খোয়া যায়নি। গরু খোঁজা খুঁজেছে বক্স এনের লোকেরা, কিন্তু বাণ্টার টিকির সন্ধানও পায়নি।

আপাতত শান্তই মনে হচ্ছে সোলড্যাডের পরিস্থিতি, থমথমে শান্ত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে গুজব চলছে, শিগগিরই সাংঘাতিক

কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কি সেটা? জবাব তৈরি: দুটো বড় র‍্যাঞ্চের মধ্যে বড় রকমের একটা লড়াই। র‍্যাঞ্চে যারা কাজ করে না, তারা অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে, কখন ঘটবে ঘটনা।

শহরে ঢোকে শেড, বেরিয়ে যায়, তাকে দেখেও যেন দেখে না সোলড্যাডের লোকে। তাই বলে সবাই এক রকম আচরণ করে না। যারা জানে, চূড়ান্ত গোলমালের পর পরিস্থিতি আবার ভালো হবে সোলড্যাডের, র‍্যাঞ্চের মালিকানা হাতবদল হবে, তাদের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে বন্ধুত্ব হয়ে যাচ্ছে শেডের। গোলমালের পরেও এখানে থাকতে চায় এই সব লোকেরা, যার যার ব্যবসা চালিয়ে যেতে চায়।

কয়েকজন পালের গোদার মনোযোগ অবশ্য এখনো সরেনি শেডের ওপর থেকে। তারা হলো রিব ফারেল, বিল কার্টিস আর রড কলিনস। তার ওপর কড়া নজর রেখেছে আরো একজন, সে উইং টাগোরা।

জো বাণ্টা যেদিন নিখোঁজ হয়েছে, সেদিনই শেডের সোলড্যাডে আসার কথা প্রথম শুনেছে টাগোরা। সে রাতে খেতে বসেছিলো ওরা, বড় একটা টেবিলে অনেকে। কার্টিসও বসেছে তাদের সঙ্গে, তার ডান পাশে টম লেভিট।

'শুনেছো তোমরা,' খেতে খেতে এক সময় বললো কার্টিস, 'ফারেল আর রোভারের সঙ্গে নাকি কথা কাটাকাটি হয়েছে মেরনের।'

ঝট করে মুখ তুললো উইং টাগোরা, কার্টিসের কথায় তারই প্রতিক্রিয়া হয়েছে আর সবার চেয়ে বেশি। খটাস করে পিরিচে

কাপ নামিয়ে রেখে বললো, 'মেরন! শেড মেরনের কথা বলছেন না তো?'

'হ্যাঁ, তার কথাই,' জবাব দিলো লেভিট। টাগোরার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, চেনো নাকি?'

'চিনি। আমাকে খুঁজতেই এসেছে।'

'তোমাকে?' ভুরু কোঁচকালো কার্টিস। 'কেন?'

'ওর এক বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিলো আমার। হয়তো চেনেন আপনি তাকে, হোস হাসলার।'

'অ! হাসলার মেরনের বন্ধু ছিলো?' নিরবে মাংস চিবালো খানিকক্ষণ কার্টিস। হঠাৎ মুখ তুললো। 'আচ্ছা, কতোখানি ওস্তাদ লোক ওই মেরন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত নাড়লো টাগোরা। 'জানি না। শুনেছি, যেখান থেকে এসেছে, ওখানকার লোকেরা নাকি তাকে সালাম জানিয়ে রাস্তা ছেড়ে দেয়।'

টেবিলের এক প্রান্ত থেকে কথা বলে উঠলো এক হালকা-পাতলা তরুণ রাখাল, 'আমি ওকে চিনি, উইং। ওর সঙ্গে লাগতে যাওয়ার আগে অন্তত দশবার চিন্তা করে নিও। মেকসিকোতে কিংফিশারের দলের পিছু নিয়েছিলো ওই লোক। ফিশারের এক লোক নাকি মেরনের ঘোড়া চুরি করেছিলো। মরুভূমিতে এতোবড় একটা সাংঘাতিক দলের বিরুদ্ধে একা লড়াই করেছিলো মেরন। যে লোকটা ঘোড়া চুরি করেছিলো, তাকে খুন করেছিলো সে, দলের লোকের সামনেই। কেউ কিচ্ছু করতে পারেনি তার। শেড মেরন ভয়ংকর লোক, উইং, সাবধান।'

'তোমাকে খুঁজছে?' টাগোরার দিকে চেয়ে বললো কার্টিস। 'এতোক্ষণে বুঝলাম, সোলড্যাডে কেন মেরন। ভেবেই পাচ্ছিলাম না, ব্যাটা কেন এসেছে এখানে।'

'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না,' বললো লেভিট। 'তবে হাসলারের কারণেই যদি এসে থাকে, তো ফারেলের কপালেও দুঃখ আছে।'

এমনি সব জল্পনা-কল্পনা যখন চলছে শেডকে নিয়ে, সে তখন অন্য কাজে ব্যস্ত। জ্বালামুখের ভেতর থেকে দড়ির ফাঁসের সাহায্যে গরু ধরে এনে ওগুলোর গলায় তার নিজের ব্র্যাণ্ড ঝোলাচ্ছে, নিয়ে এসে ছেড়ে দিচ্ছে থাউজ্যাণ্ড স্প্রিংস সংলগ্ন চারণভূমিতে। ইচ্ছে করলে আরো অনেক ধরে আনতে পারে, কিন্তু আপাতত যে কটা এনেছে তাতেই চলবে। সোলড্যাডের অন্যান্য ফার্মের মালিককে দেখাতে চাইছে, তার নিজেরও একটা ব্র্যাণ্ড আছে, গরুও জোগাড় করে ফেলেছে।

বাণ্টাকে বের করে আনার নয় দিন পর। আপালুসায় চেপে সোলড্যাডে চললো আবার শেড, এল এল ফার্মে যাবে। সুন্দর উষ্ণ সকাল। মন-মেজাজ খুবই ভালো, অযথাই খালি হাসতে ইচ্ছে করছে তার।

বিরাট কটনউড গাছগুলোর ছায়ায় এসে ঢুকলো জনা। লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছে শেড। পুরোদমে কাজ চলছে ফার্মে। ডিন ফরেস্টকেও দেখতে পেলো, জিন মেরামত করছে। কাছাকাছিই রয়েছে জিম লোপেজ, খুরের আওয়াজে মুখ তুলে তাকালো। বিস্ময় ফুটলো চোখে শেডকে দেখে। দ্রুত

একবার নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে নিলো, তারপর এগিয়ে এলো। 'আরে, মেরন যে! এসো এসো, লুনা প্রায়ই তোমার কথা বলে।'

'ধন্যবাদ। লুনা আছে নাকি বাড়িতে?' লুনার সঙ্গে দেখা করা একটা ছুতো শেডের, তবে দেখা পেলে মন্দ হয় না। আসলে সে এসেছে ফার্মটা ঘুরে দেখতে। এখানে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে কিছু অনুমান করতে।

'আছে,' বললো বটে জিম, কিন্তু লুনাকে ডাকতে গেল না, বা কাউকে পাঠালো না। দ্বিধা করছে। 'মেরন, আমার বোনের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করো না তো? জানো নিশ্চয়, তার এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে।'

'সবাই তো খালি এই একটা কথাই আমাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। তোমার আর নতুন করে জানানোর দরকার নেই, জিম, পয়লা রাতেই শুনিয়ে দিয়েছে রড কলিনস।'

'লুনার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আলাপ করেছে সে?'

'করেছে। লুনাও বলেছে।'

অস্বস্তি দূর হয়ে গেল জিমের চেহারা থেকে। 'তাহলে বুঝতেই পারছো, ব্যাপারটা কতোখানি গড়িয়েছে। আমি চাই না লুনাকে নিয়ে কোনো গণ্ডগোল হোক। তাছাড়া রড খুব সেন্টিমেন্টাল।'

ঘুরে জিমের মুখোমুখি হলো শেড। 'সবই বুঝেছি, জিম। কলিনস বলেছে, লুনা বলেছে, এখন তুমি বললে। দেখো, লুনার এনগেজমেন্ট সত্যিই হয়েছে, না তোমরা ছড়াচ্ছো, কিছু

জানার দরকার নেই আমার। আমি কি ভাবছি, বা কি করবো না করবো, সেটা আমার ব্যাপার। তবে, কলিনসকে লুনা ভালোবাসে কিনা, এ-ব্যাপারে শিওর না হয়ে ওদের পথ থেকে সরছি না আমি। আমার তো ধারণা, লোকটাকে দু'চোখে দেখতে পারে না লুনা।'

আশ্চর্য, রাগ করলো না জিম। ব্যাপারটা নিয়ে তর্কও করতে চাইলো না, কিন্তু অস্বস্তি আবার ফিরে এসেছে তার মুখে। 'সেই ভয়ই পাচ্ছি আমি, শেড,' মুখ ফসকেই যেন বলে ফেললো কথাটা। 'সাবধান, শেড, খুব সাবধান। না না, হুমকি ভেবো না এটাকে, তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি শুধু। লুনার কোনো ক্ষতি আমি চাই না। বুঝেছো?'

'তুমিও বুঝতে পারছো, আমি কি চাই,' ভোঁতা গলায় বললো শেড। 'এখন, কি করবে? ওকে ডেকে দেবে? নাকি আমাকেই গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে?'

'কাকে খুঁজে বের করবে?'

ফিরে চাইলো দুজনেই।

'হ্যাল্লো, শেড,' হাসি হাসি গলা লুনার। 'কার পেছনে লেগেছো আবার? কার জন্যে এতো রাগারাগি?'

'তোমার জন্যে,' সোজাসাপ্টা জবাব, হাসছে শেড। 'তোমার পেছনেই লেগেছি।'

হাসি চলে গেল লুনার মুখ থেকে, কিন্তু চোখ দুটো চকচক করছে। 'খুব ভালো। এমন ভাবে বলছো, যেন ইয়ার্কি নয়, সত্যিই বলছো।'

‘তাই তো বলছি।’

‘বস?’ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে হালকা-পাতলা-লম্বা এক রাখাল, মাথায় লাল চুল। ‘গুড ফার্ম ব্র্যাণ্ডটা কার, জানেন?’

‘গুডফার্ম! জানি না তো! নামটা এই প্রথম শুনলাম।’ জবাব দিলো জিম।

‘থাউজ্যাণ্ড স্প্রিঙসের কাছে দেখে এলাম ওগুলোকে। বড় বড় গরু, ষাঁড়ই বেশি, এমন বুনোর বুনো, কাছেই যাওয়া যায় না। গলায় ঝোলানো গুড ফার্ম লেখা চাকতি। বেশি কাছে যেতে পারিনি, দূর থেকেই কোনোমতে পড়েছি।’

‘নতুন খবর। লুনা, তুই শুনেছিস নামটা?’

মাথা নাড়লো লুনা, চোখে একটা অদ্ভুত ছায়া। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলো শেডের চেহারা, তাতে কোনো রকম ভাবান্তর নেই। তবে চাহনিতে এক ধরনের উজ্জ্বলতা, অনেক কিছুই ফাঁস করে দিচ্ছে সেটা।

‘না, শুনিনি,’ লুনা বললো। ‘বড় বড় গরু!... ও ইয়ে, শেড, ও রিগার।’ লম্বা লোকটার দিকে ফিরে বললো, ‘রিগার, ও শেড মেরন, এখানে নতুন এসেছে। আমার মনে হয় ব্র্যাণ্ডের ব্যাপারে তার আগ্রহ আছে।’

‘আপনার নাম শুনেছি,’ শেডের সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বললো রিগার। ‘টম লেভিটকে পিটিয়েছেন আপনি, এটা এ-শহরের সবাই জানে।’

শেড লক্ষ্য করলো, কাজ করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল ফরেস্টের আঙুল, কিন্তু মুখ ফেরালো না। তাদের সব কথাই

শুনছে, এটা বুঝতে দিতে চায় না হয়তো।

‘ঠিক আছে, তোরা কথা বল,’ লুনাকে বললো জিম। ‘আমার কাজ আছে। আমি যাই।’

জিমের সঙ্গে চলে গেল রিগার।

শেডের দিকে ফিরলো লুনা। ‘রিগার খুব ভালো লোক, ভালো হাত। তাছাড়া জো বার্টার বন্ধু।’

লুনার মুখের দিকে তাকালো শেড, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলো না। হঠাৎ করে বার্টার কথা তুললো কেন লুনা? কোনো উদ্দেশ্য আছে, নাকি এমনি, কথার কথা?

বার্টার বন্ধু রিগার, খবরটা শুনে খুশি হলো শেড। এ সময়ে কিছু লোক, বিশেষ করে বন্ধু দরকার তার। ফরেস্টের দিকে তাকালো সে, জিনের ওপর আঙুল নড়ছে বটে লোকটার, কিন্তু কাজ কতোখানি করছে সন্দেহ আছে। শেডের মনে হলো, এদিকে কান খাড়া রেখেছে লোকটা, তার আর লুনার সমস্ত কথা শোনার চেষ্টা করছে।

‘চলো, কোথাও বসি,’ লুনার হাত ধরলো শেড।

বড় একটা কটনউড গাছের গোড়ায় এসে বসলো দুজনে। এতো দূর থেকে তাদের কথা শুনতে পাবে না ফরেস্ট।

‘লুনা, একটু আগে তোমার এনগেজমেন্ট নিয়ে আলাপ হচ্ছিলো জিমের সঙ্গে,’ বললো শেড। ‘আচ্ছা, একটা কথা সত্যি করে বলবে, সত্যিই কলিনসকে তুমি ভালোবাসো?’

অন্য দিকে চোখ ফেরালো লুনা। চেহারা ফেকাসে হয়ে গেছে, ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ। ধীরে ধীরে ফিরলো আবার শেডের দিকে।

'কি মনে হয়? একজন পুরুষের সঙ্গে কখন এনগেজমেন্ট করে একটা মেয়ে?'

'ঠিক ধারণা নেই, কোনো একটা কারণ নিশ্চয় থাকে,' ফরেস্টকে একবার দেখে নিলো শেড। 'লুনা, আমারও সিদ্ধান্ত নেয়ার আছে কিছু কিছু ব্যাপারে। তোমার কথার ওপর নির্ভর করবে সেটা। লুনা, তোমাকে আমি চাই, এমনভাবে জীবনে আর কোনো কিছু চাইনি। এখুনি কিছু করতে বলছি না তোমাকে, কোনো কথা দিতেও বলছি না। সময় নাও। ভালো করে ভেবে জানিও,' চুপ করলো সে। কি যেন ভাবলো, তারপর আবার বললো, 'বিপদে পড়বো জেনেশুনেই এ-শহরে এসেছি আমি, লুনা, প্ল্যান আমার তৈরিই ছিলো। ভাবিনি, এসেই তোমার মতো কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তাহলে অন্যভাবে প্ল্যান করতাম। যাকগে, যা করিনি, করিনি। এখন আবার নতুন ভাবে করবো। যদি তুমি...'

চুপচাপ শুনছিলো লুনা, বাধা দিলো। 'এতোগুলো লোকের বিরুদ্ধে একা তুমি কি করতে পারবে, শেড?'

'ওদের শক্তিকেই ওদের বিরুদ্ধে লাগাবো। ওরা খারাপ লোক, লোভী। নিজেরা নিজেরা মারামারি করেই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

খানিকক্ষণ নিরবতা। হঠাৎ খপ করে শেডের বাহু চেপে ধরলো লুনা, 'শেড, বাণ্টা ভালো আছে?...না না, ও কোথায় আছে, জানতে চাই না, ভালো থাকলেই হলো। একবার মস্ত উপকার করেছিলো আমার, খুব ভালো লোক। সৎ।'

'ভালোই আছে,' বললো শেড। 'ও এখন আমার লোক। দ্রুত সেরে উঠছে, তবে আগামী আট-দশ দিন ভারি কাজ করতে পারবে না। ...আচ্ছা, ওই রিগার লোকটা কেমন? ভরসা করা যায়?'

'বন্ধুর জন্যে জান দিয়ে দিতে রাজি। বললাম না, জো বাণ্টা তার বন্ধু?'

'তারমানে, শিগ্রী একটা ভালো হাতছাড়া হারাতে যাচ্ছো তোমরা,' হাসলো শেড। 'রিগারের সঙ্গে কথা বলবো আমি।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো, 'লুনা, বলো তো কি ঘটছে এ-শহরে। রড কলিনস কে? ফরেস্ট আর রোভারের সঙ্গেই বা তার কি সম্পর্ক? সম্পর্ক যে একটা আছে, আমি শিওর...'

হঠাৎ সতর্কতা ফুটলো লুনার চোখে। উঠে দাঁড়ালো। ফিসফিস করে বললো, 'শেড, সাবধান!'

স্থির হয়ে গেল শেড। আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। জিনের কাজ বাদ দিয়ে আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছে ফরেস্ট, সঙ্গে আরেকজন, ওই লোকটাকে রেস্তোরাঁয় দেখেছিলো সে।

আরও কতোগুলো ব্যাপার লক্ষ্য করলো শেড। বাড়ির দরজায় ফেকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে জিম, চোখ বড় বড়। খোঁয়াড়ের কাছে দুটো ঘোড়া, জিন পরানো, সওয়ারী নিয়ে ছোটার জন্যে তৈরি।

আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো শেড। বিশাল কটনউড গাছটা এখন তার পেছনে। পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে রোদ এসে পড়েছে মাটিতে, শেডের গায়েও রোদ লাগছে।

বেকায়দা অবস্থায় রয়েছে, বুঝতে পারলো শেড। লুনা রয়েছে কাছাকাছি, গোলাগুলি চললে এখন তার গায়েও লেগে যেতে পারে। আরও একটা ব্যাপার, শেডের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, তৃতীয় আরেকজন লোক কাছেপিঠেই কোথাও লুকিয়ে আছে রাইফেল নিয়ে।

এগিয়ে আসতে শুরু করলো ফরেস্ট, ডান হাত ঝুলছে পিস্তলের ওপর, বাঁট ছুঁয়ে আছে আঙুল। দ্বিতীয় লোকটা যেখানে ছিলো, সেখানেই রইলো। তারও হাত পিস্তলের ওপর।

বেশি কাছে এলো না ফরেস্ট। বললো, 'শেড মেরন, তুমি আমাকে চেনো। আমি ডিন ফরেস্ট। প্রথম এসেছো এখানে, তাই মাফ করে দিলাম। এর পরের বার এলে আর ফিরে যেতে পারবে না।'

মনে মনে শব্দ সাজিয়ে নিলো শেড। একটা ভুল শব্দ উচ্চারণ করলেই জায়গাটা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো, 'তোমার বন্দুকবাজদের তৈরি রেখো। শিগগিরই আবার আসবো আমি।'

'যা বলার বলেছি তোমাকে,' বললো ফরেস্ট।

ওদের মতলব বুঝতে পারছে শেড, তাকে রাগিয়ে দেয়ার তালে আছে ওরা। রেগে গিয়ে সে পিস্তলে হাত দিলেই গুলি চালাবে রাইফেলধারী।

কিন্তু ওদেরকে নিরাশ করলো শেড। ধীরেসুস্থে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালো আপালুসার কাছে। ফিরে চেয়ে দেখলো, স্থির দাঁড়িয়ে ফরেস্ট। চোখে স্বস্তি। গোলাগুলি চললে শেডের প্রথম

গুলিটা খাওয়ার আশংকা ছিলো তারই।

ঘোড়ায় চড়লো শেড। কারও দিকেই তাকালো না আর, জনাকে চলার নির্দেশ দিলো। এল এল র‍্যাঞ্চের সীমানা থেকে বেরিয়ে আসার মুখে দেখা হয়ে গেল আবার রিগারের সঙ্গে। একবার চেয়েই আরেকদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো রাখাল।

রিগারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললো শেড, 'তোমার জন্যে একটা কাজ ঠিক করেছি। বারো ঘণ্টা পর ড্রিংক কর্নারে দেখা করবে আমার সঙ্গে। ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবো।'

চোখ তুলে তাকালো রিগার, কঠিন চাহনি। ভাবভঙ্গিতে মনে হলো, নীরবে শাসাচ্ছে শেডকে, যেন আর কোনো দিন এদিকে না আসে।

ভাবতে ভাবতে চলেছে শেড, লোপেজদের র‍্যাঞ্চে গিয়ে বিশেষ লাভ হয়নি, জানতে পারেনি নতুন কিছু। ফার্মটার ব্যাপারে যে অন্ধকারে ছিলো, সেই অন্ধকারেই রয়েছে এখনও। নিজের অজান্তেই ভ্রূকুটি করলো। নাহ্, ধারণা বদলাতেই হচ্ছে। ভেবেছিলো, এখানকার প্রায় সব কিছুই জানে, এখন দেখছে, অনেক কিছুই অজানা। বাইরের ব্যাপার-স্যাপারই শুধু জানে সে, ভেতরে ভেতরে আরও অনেক কিছু ঘটছে। এল এল র‍্যাঞ্চের কথাই ধরা যাক, গুরুতর কিছু একটা ঘটছে ওখানে তলে তলে, যেটা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই শেডের। অন্যান্য র‍্যাঞ্চেই বা কি হচ্ছে? রিব ফারেল আর বিল কার্টিস একে অন্যের ঘোরতর শত্রু, তাহলে তাদেরই ভাড়াটে গুণ্ডা রোভার

আর ফরেস্ট পরস্পর হাত মেলায় কি করে? টম্ লেভিটের ব্যাপারটাই-বা কি? আরেকটা ব্যাপার যা বুঝতে পারছে সে, রড কলিনসের কব্জায় রয়েছে লুনা আর জিম। ভাড়াটে রাখা-লেরা মাতব্বরী করছে মালিকদের ওপর। লেভিটের কথায় উঠছে-বসছে যেন ওরা? কেন? কোন বাঁধনে লোকটার কাছে বাঁধা পড়েছে ভাইবোন?

সোলড্যাডে ভেতরে ভেতরে যা ঘটছে তার হোতাদের মধ্যে রয়েছে ওই চারজন, যারা থাউজ্যাণ্ড স্প্রিঙ-এ গোপন বৈঠক করেছিলো সেদিন। তার মানে, চারটে ফার্মই জড়িত রয়েছে বিশেষ 'কিছু একটাতে,' অন্তত একজন করে তো বটেই।

কিসের বৈঠক করেছিলো ওরা? ফারেলের ওখানে কাজ করে রোভার, কিন্তু তার মালিক এ-ব্যাপারে কিছু জানে না। বিরোধী দলের কার্টিসও কিছু জানে বলে মনে হয় না, কারণ তার লোকও ছিলো মিটিঙে। আড়াল থেকে সুতো ধরে টানছে কোনো একজন, কে সেই লোক? কি করতে চাইছে?

সে, যে জন্যে, যা-ই করে থাকুক, পরিস্থিতি অনেক বেশি ঘোরালো, অনেক বেশি জটিল করে তুলেছে সে। এ-যেন একটা ভয়াবহ ঘূর্ণিপাকের ভেতরে আরেকটা ঘূর্ণিপাক।

শেড বুঝতে পারছে, তার আসল শত্রু, আসল প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে সেই লোকটা, যে আড়ালে রয়েছে। সে-ও কি তারই মতো সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে? মারামারি করে ছুটো প্রবল দল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর রঙ্গমঞ্চে উদয় হবে ক্ষমতা দখলের জন্যে? সবগুলো র‍্যাঞ্চের মালিক হওয়ার জন্যে?

ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছে না শেড। তার ওপর আঘাত আসবেই, এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত। কিন্তু আঘাতটা কোন ধরনের, কোনদিক থেকে আসবে, বুঝতে পারছে না। খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

দশ

পড়ন্ত বিকেলে শহরে এসে ঢুকলো শেড। ড্রিংক কর্নারকে বাইরে থেকে বড় বেশি চুপচাপ মনে হচ্ছে, কোনো সাড়া নেই। ঘোড়া বাঁধার জায়গায় আপালুসাটাকে বেঁধে, আধখোলা পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো।

বাইরের গরমের তুলনায় ঘরের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। বারের পেছনে শুধু বারম্যানকে দেখা গেল, গেলাস মুছছে, এছাড়া পুরো ঘরটায় আর একজন লোকও নেই। আবছা অন্ধকার, নীরব। শেডের সাড়া পেয়ে চোখ তুলে তাকালো একবার বারম্যান, তারপর আবার গেলাস মোছায় মন দিলো।

বারের কাছে এসে দাঁড়ালো শেড। নীরবে একটা বোতল আর গেলাস তার দিকে ঠেলে দিলো বারম্যান। মদ বিশেষ পছন্দ নয় শেডের, কিন্তু এই মুহূর্তে এটা তার দরকার। মুখের ভেতরের বালি ধুয়ে দেবে হুইস্কি, শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে সাহায্য করবে।

গেলাসে হুইস্কি ঢেলে তাতে চুমুক দিলো শেড। ঘরে লোকজন নেই, বারম্যানের কাছ থেকে কিছু জানার এইই সুযোগ। 'মুরিয়েল, এখানে অনেকদিন ধরে আছেন আপনি, না?'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ। হাসলার খুন হওয়ারও আগে থেকে। আহা, কি ছিলো সেসব দিন! কোনো গণ্ডগোল ছিলো না। মাঝেমধ্যে একআধটা পাগলা ছোকরা এসে ঢুকতো হয়তো শহরে, গোলমাল পাকাতো, গোলাগুলিও যে চলতো না তা নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারতো না। সেই শান্তির দিন কি আর আসবে!'

'আমি আনার চেষ্টা করবো, মুরিয়েল। আগের মতো হয়তো পারবো না, তবে এখনকার মতো থাকবে না অবস্থা।'

'চেষ্টা করলে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়, শেড, আমি বিশ্বাস করি। মানুষ চাইলেই শান্তিতে থাকতে পারে, আসলে চায়ই না। সোলড্যাডেও সে সুযোগ রয়েছে।'

'এখানে আপনার ঠাঁই কোথায়?'

বারের ওপর দুই হাতের তালু উপুড় করে রাখলো মুরিয়েল। 'কোনো দলের মাঝে নয়। ফারেলকে সমর্থন করি না, কার্টিসেরও পক্ষ নেবো না। এই তোমার কথাই ধরো, তোমার জন্যে কিছু করবোও না, বিরুদ্ধেও যাবো না।'

'আশা দিচ্ছেন না কিন্তু।'

'ঠিক, আমার কাছ থেকে নো সাহায্য। এখানে আমার স্যালুন আছে, ব্যবসা করি, কিন্তু কোনো অন্যায় করি না। ফারেল কিংবা কার্টিস আসার আগেই সোলড্যাডে এসেছি, ওরা চলে

খাওয়ার পরেও থাকবো।'

'আমি যদি চলে যাই?'

'তারপরেও হয়তো থাকবো। একটা কথা বলছি তোমাকে, ফারেল কিংবা কার্টিসের সঙ্গে লাগতে চাও, লাগো, কিন্তু কলিনসের দলের কাছ থেকে দূরে থাকবে। ওরা মানুষ না! বেড়াল যেভাবে ইঁদুর ধরে, তেমনি ভাবে ধরবে তোমাকে, জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে!'

'হয়তো,' গেলাসে চুমুক দিলো শেড। 'কে কে আছে তার দলে?'

শেডের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল মুরিয়েল, 'এল এল র‍্যাঞ্চে গিয়েছিলে শুনলাম। নিশ্চয় বুঝেছো, ফার্মটা চালায় আসলে রড কলিনস। কাজেই, লুনার ধারে কাছে যেও না, আর।'

কোনো মন্তব্য করলো না শেড। যা খুশি ভাবে ভাবুক মুরিয়েল। তার নিজের যাচাই-ক্ষমতা আছে, নিজের বুদ্ধি মতোই চলবে। লুনাকে সে অন্য চোখে দেখে। নিজের ক্ষমতার ওপর আস্থা রয়েছে, দরকার পড়লে তার চেয়ে অনেক বড় শত্রুর বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে দ্বিধা করবে না। এখনো প্রয়োজন পড়েনি, তাই কিছু বলেনি কলিনস আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের। নাটকের শেষ অঙ্কে মঞ্চে উঠবে সে, এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

ফারেলের ধারণা, শেড সোলড্যাডে এসেছে উইং টাগোরাকে খুঁজতে। কার্টিস আর লেভিটের বিশ্বাস, সে এসেছে ফারেলের বিরোধিতা করতে, তাই শেডকে দেখতে না পারলেও এখনো তার বিরুদ্ধে কিছু করছে না ওরা কেউই। কিন্তু যেই

ওরা গরুগুলোকে দেখতে পাবে, তার চষা জমি আবিষ্কার করবে, আর চুপ করে থাকবে না। চারদিক থেকে সমানে আক্রমণ চালাবে তার ওপর।

মুরিয়েল একটা কথা ঠিকই বলেছে, মানতেই হলো শেডকে, কার্টিস আর ফারেল লেভিটের তুলনায় কচি খোকা। গেলাস হাতে নিয়েই এক পাশের দেয়ালে বসানো আয়নাটার দিকে ফিরলো শেড, নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলো: লম্বাচওড়া কাঁধ, নাকের ডগা সামান্য ভোঁতা, ব্রোঞ্জ কুঁদে তৈরি করা হয়েছে যেন মুখ, শীতল দুটো চোখের তারা যখন হেসে ওঠে, আলাদা একটা রূপ নেয় গোটা চেহারাটা। মাথায় চ্যাপ্টা চাঁদিওয়ালা কালো হ্যাট, ধূসর শার্ট, গলায় কালো রুমাল বাঁধা, কোমরের কালো বেল্টে ঝোলানো বহুব্যবহৃত চামড়ার খাপ, সেগুলো থেকে বেরিয়ে আছে পিস্তলের ওয়ালনাট কাঠের বাঁট। নিজেকে দেখতে দেখতে মুখ বাঁকালো শেড। 'গাধা' বলে গাল দিলো মনে মনে, লুনাকে সঙ্গিনী করার কথা ভাবছে বলে। কি আছে তার? কি দিতে পারবে ও-রকম একটা মেয়েকে? কিন্তু আবার এ-ও ভাবলো, রড কলিনসই বা কি দিতে পারবে লুনাকে?

ভাবনার মোড় অন্যদিকে ঘোরালো শেড, এই সোলড্যাডে সে থাকতে এসেছে, কাজেই সব ভাবনা-চিন্তা বাদ দিয়ে কাজ করে যেতে হবে এখন তাকে। হয় সে এখানে বসবাসের জন্যে স্থায়ী একটা ব্যবস্থা করবে, নয়তো মরবে, ভবঘুরে জীবন আর নয়। গেলাসে চুমুক দিতে দিতে তার পুরো পরিকল্পনাটা আগাগোড়া

আবার খতিয়ে দেখলো। ঠিক পথেই এগোচ্ছে সে। ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন, ইতিমধ্যেই একজন দক্ষ সহকারী পেয়ে গেছে, জো বান্টার মতো লোক।

পাহাড়ের চূড়ায় পাথরের বাড়িতে দ্রুত সেরে উঠছে বান্টা। তাকে একটা ক্রাচ বানিয়ে দিয়েছে সে, ওটা বগলে চেপে ঘুরে বেড়ায় বান্টা, ক্যাম্পের এটা-ওটা হালকা কাজ করে, বসে থাকার লোক সে নয়। রাতে আগুনের ধারে বসে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে দুই বন্ধু, কোনো একটা ব্যাপারে তর্ক বাঁধায়, কিংবা স্রেফ গল্প করে। চরিত্রে, স্বভাবে অনেক মিল রয়েছে দুজনের। দুজনেই দুর্ধর্ষ, প্রাণের মায়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভয়ানক বিপদে, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা অপরিসীম। দুজনেই বন্দুকবাজী আর র‍্যাঞ্চের কাজে ওস্তাদ। লুনা পরিচয় করিয়ে দেয়ার আগে থেকেই রিগারের নাম জানে শেড, বান্টার মুখে শুনেছে। আরো অনেক কথাই তার কাছ থেকে জেনেছে শেড।

এক রাতে আগুনের ধারে বসে গল্প করছে দুই বন্ধু, রিগারের কথা উঠলো, আলোচনা চললো জিম আর লুনা লোপেজকে নিয়ে, এল এল ফার্ম সম্পর্কে, কথা হলো রড কলিনসের ব্যাপারে, তারপর আরেকদিকে মোড় নিলো আলোচনা।

'বক্স এনেরা তোমাকে মারতে এসেছিলো কেন, জো?' এক সময় জিজ্ঞেস করলো শেড।

বান্টার দুই ভুরুর মাঝের চামড়ায় ভাঁজ পড়লো। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো এপাশ-ওপাশ। 'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এমনি কিছু একটা ঘটবে, অনেক আগেই টেরপেয়েছি।

ওরা খুন করতে চায় আমাকে।'

'এ-শহরে এসেছিলে কেন?'

'টম লেভিট খবর পাঠিয়েছিলো আসতে।'

'অ-অ!' চারজনের গোপন বৈঠকের কথা বান্টাকে জানালো শেড, ওদের গোপন কথা লুকিয়ে থেকে শুনেছে লুনা, এটাও বললো। 'ওদের মাঝে কোথাও একটা যোগাযোগ রয়েছে, জো, আমি শিওর। কিন্তু সেটা কি, জানি না। তোমার ব্যাপারটাও এক আশ্চর্য! ডেকে এনে তোমাকে কাজই বা দিলো কেন ওরা, এখন আবার খুন করার জন্যেই বা উঠে পড়ে লেগেছে কেন?'

'প্রশ্ন অনেক! মাথামুণ্ডু কোনটারই পাচ্ছি না!'

'হয়তো কিছু একটা জেনে ফেলেছো তুমি, যেটা ওদের জন্যে বিপজ্জনক। আচ্ছা, লেভিট, বান্টা করছে কি? কোনো ব্যাপারে কলিনসের সঙ্গে হাত মেলায়নি তো?'

'কলিনস আর লেভিটের মধ্যে চুক্তি? অসম্ভব! একজন আরেকজনের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পারে না।'

'ওপরে ওপরে দেখাচ্ছে হয়তো। জো, থাউজ্যাণ্ড স্প্রিংসের দিকে সব সময় নজর রাখবে। আবার ওরা মিটিঙে বসতে পারে।'

'রাখবো। একটা কথা, শেড,' মুখ তুললো বান্টা। 'কদিন থেকেই বলবো বলবো করছি, মনে থাকে না।'

'কি?'

'একটা অদ্ভুত শব্দ, যেন মেঘ ডেকে ওঠে পাহাড়ের ভেতরে।

খুব ভারি আওয়াজ। তুমি শুনেছো?'

'শুনেছি। গা কেঁপে ওঠে শুনলে। সময় করে নিয়ে একদিন বেরোবো, কিসের শব্দ জানার চেষ্টা করবো।'

বারের সামনে দাঁড়িয়ে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে কথাগুলো মনে পড়লো শেডের। বাস্টার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায় একটা কাজের কাজ হয়েছে। আগে সে ছিলো একা, এখন হয়েছে দুজন, শক্তি প্রায় ডবল হয়ে গেছে।

ফিরে রাস্তার দিকে তাকালো শেড। দিন শেষ হয়ে এসেছে, সাঁঝের আভাস দেখা যায়। শাদা মেঘের প্রান্তগুলোতে গোলাপী রঙ লেগেছে।

বাড়িগুলোর মাঝে মাঝে ছায়া, বাড়ছে, ঘিরে ফেলবে কোনো এক সময়। বালিতে ঢাকা জানালার কাচের শার্সিতে ডুবন্ত সূর্যের লাল আলো, কেমন যেন বিষণ্ণ করে তুলেছে পরিবেশকে। অস্থির ভঙ্গিতে বালিতে লাথি মারলো জনা, একটা মাছি বিরক্ত করছে তাকে, লেজ নেড়ে সেটা তাড়ানোর চেষ্টা করছে।

মৌন এক বিকেল। জীবনের অনেকগুলো বছর পেছনে ফেলে এসেছে শেড, এমন বিকেল খুব কমই দেখেছে। নাকি দেখার সময়ই ছিলো না তার এতোদিন, মনই ছিলো না।...
অস্থির হয়ে উঠলো শেড, তাকালো হাতের গেলাসের দিকে, খুব একটা খায়নি।...আবার ভাবনায় ডুবে গেল। বুনো হয়ে ঘুরে বেড়াতে তার খুবই ভালো লাগে, ঘোড়ায় চড়া পছন্দ, পাহাড়-জঙ্গল-মরুভূমির বিশাল বিস্তারে হারিয়ে যাওয়াতেও ভীষণ

আনন্দ, কিন্তু এসব কিছুরই এ-কটা সীমা আছে, শেষ আছে। এসব ছাড়াও আরো কিছু আছে জীবনে। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ঘুরে বেড়ানোর মাঝে শুধুই শূন্যতা। অনেক লোককে দেখেছে শেড, ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়িয়ে বৃদ্ধ হয়েছে তারা, শেষ বয়সে ঘিরে ধরেছে অসামান্য বিষণ্ণতা আর একাকিত্ববোধ, জীবনের শেষ দিনগুলো তাদের মতো নিঃসঙ্গ কাটাতে চায় না সে।

নিজের অজান্তেই বারের গায়ে পেছন ঠেকিয়ে হেলান দিলো সে, হঠাৎ ভারি ঠেকছে কোমরে ঝোলানো পিস্তল, ওগুলোর ভার বহন করতে পারছে না যেন সে আর। এমন কেন হলো...

দরজা খোলার শব্দে চমকে বাস্তবে ফিরে এলো শেড। আয়নার ভেতরে চোখ পড়লো। বাদুড়ের ডানার মতো পাল্লা ঠেলে ভেতরে এসে ঢুকছে রড কলিনস। থমকে দাঁড়িয়ে শেডকে দেখলো সে এক মুহূর্ত, তারপর ঢুকে পড়লো ঘরে। মাথায় ধবধবে শাদা হ্যাট, হরিণের চামড়ায় তৈরি ফতুয়ার মতো কোট, ধূসর প্যান্টের নিচের দিক ঢোকানো চকচকে পালিশ করা বুটের ভেতরে। সজীব চেহারা। তার তুলনায় নিজেকে বড় বেশি ক্লান্ত, অপরিচ্ছন্ন মনে হলো শেডের।

চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস কলিনসের। শান্ত গলায় ডাকলো, 'আমার সঙ্গে বসবে, মেরন? এসো, হুইস্কি নিই।'

'ধন্যবাদ। গেলাস আছে আমার হাতে,' আয়নার দিক থেকে মুখ ফেরালো না শেড।

'শিগগিরই চলে যাচ্ছো নাকি?' যেন অতি সাধারণ একটা

কথার কথা বলছে কলিনস।

'না,' গলা শুকনো শেডের। 'জায়গাটা পছন্দ হয়ে গেছে আমার।'

হাসলো কলিনস, নির্মল হাসি। 'অনেকেই তাই বলে। সত্যিই জায়গাটা ভালো। অনেক আগে যারা এসেছিলো, শহরটার পত্তন করেছিলো, তারাও নাকি একথাই বলেছে। এখানে কলোনী করেছিলো তারা, ভালো লাগার এটাই প্রমাণ। ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছো। লেগে থাকলে একদিন হয়তো এখানেই টিকে যাবে।'

'ঠিকই বলেছো। তা তোমার ব্যাপারটা কি, কলিনস? কার্টিস আর ফারেল যখন তাদের গরু গুণে দেখবে, তখন? টিকতে পারবে এখানে?'

বারের পেছনে গেলাস সাজিয়ে রাখছে মুরিয়েল, চমকে উঠলো, ঠোকা লাগিয়ে দিলো একটার সঙ্গে আরেকটা। ঘাড়ের কাছে এক ধরনের গরম অনুভূতি হলো শেডের, সচরাচর এটা হয় না। পিনের মাথা ফুটিয়েছে কলিনসের গায়ে, টিপে আরেকটু ঢোকালো, 'ক'দিন ধরেই ঘোরাঘুরি করেছি উপত্যকায়। খুব কাঁচা একটা জালিয়াতি দেখলাম। বক্স এন আর বি সি-কে বদলে দেয়া হয়েছে। গরুর গায়ে নতুন চিহ্ন, নতুন ব্র্যাণ্ড। কাজটা কার, রড?'

ঝগড়া বাধানোর কথা এসব, বলতে চাইছে না শেড, কিন্তু তবু মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আটকাতে পারছে না।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে কলিনস, শেডের চোখে চোখ। 'খারাপ

কথা বলে ফেলেছো, রাখাল। ভেসে আসা কুটো তুমি, তোমার মুখে এসব কথা বেশি বাড়াবাড়ি। এতো পানিতে নামছো, শেষে থই পাবে না-তো।'

'পানি কতোখানি গভীর, আমি জানি,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখলো শেড। 'থই না পেলে ডুবে যাবো ভেবেছো? মোটেও না। সাঁতরে ঠিক উঠে চলে আসবো।'

'যদি সাঁতরাতে না দেয়া হয়?'

'ডুব দেবো। হেঁটে চলে আসবো পানির তলা দিয়ে।'

শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কলিনস, পারছে না, রাগ প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ, খোঁচা সইবার ক্ষমতা নেই, কথার পিঠে কথা বলে প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে অভ্যস্ত নয়। ধৈর্য কম। এসব মানুষের মেজাজের কোনো ঠিক-ঠিকানা থাকে না, সহজেই রাগিয়ে দেয়া যায়। বেশি রেগে গেলে মারাত্মক বোকামি কিংবা ভুল করে বসতেই পারে মানুষ।

'ও হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে পিনটা পুরো ঢুকিয়ে দিলো শেড। 'সেদিন একটা সম্পত্তির কথা বলেছিলে, কিন্তু তার ওপর দখল বিশেষ আছে বলে তো মনে হলো না। খুঁটি শক্ত করে পুঁততে পারোনি, রড, নাড়া দিলেই নড়ে ওঠে। ভাবছি, একদিন ভালোমতো ঠেলেঠুলে আরও নাড়িয়ে দেবো। অথই পানির কথা বলছিলে, কলিনস সাহেব, কিন্তু ছোট্ট একটা ডোবার পানিতেই আলোড়ন তুলতে পারছো না। বেশি পানিতে অন্যকে ডোবাবে কি, তুমি নিজেই তো ডুবে যাবে।'

রাগে বোবা হয়ে গেল যেন কলিনস। কিন্তু সে কিছু করে

বসার আগেই পেছন থেকে বলে উঠলো নতুন একটা কণ্ঠ, 'সরে যাও, রড, ব্যাটাকে আমি শায়েস্তা করছি।'

ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠলো শেডের, উইং টাগোরার গলা চিনতে পেরেছে। বেশিই হয়ে গেল! পশ্চিমের ভয়ংকর দুজন বন্দুকবাজের সঙ্গে একা! নাহ্, বেশি জোরালো হয়ে গেল প্রতিপক্ষ।

শুকিয়ে চড়চড়ে হয়ে গেছে যেন ঘরের বাতাস, টোকা লাগলেই খানখান হয়ে যাবে। স্তব্ধ হয়ে গেছে বুঝি সময়। ঘরে অস্বস্তিকর নিরবতা।

'মিস্টার মেরন,' হঠাৎ শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ, 'আপনি রডকে সামলান। আমি গ্রিজলিকে দেখছি।'

ক্ষণিকের জন্যে কলিনসের চোখের তারায় কাঁপুনি দেখা গেল। গোলাগুলি চললে অবস্থাটা এখন কি হবে, সে-ও বুঝতে পারছে, টাগোরাও পারছে। জানালার বাইরে থেকে পিস্তল তাক করেছে রিগার, সে একাই এখন দু'জনকে শেষ করে দিতে পারে। শেডকে কিছুই করতে হবে না।

রিগারের কথা শেষও হলো না, তার আগেই গর্জে উঠলো মুরিয়েল, 'খবরদার! এখানে হাঙ্গামা চলবে না। রিগার, যেখানে আছো সেখানেই থাকো। টাগোরা, পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরাও। লক্ষ্মী ছেলের মতো বেরিয়ে যাও চুপচাপ। সাবধান, পেছনে তাকাবে না। কলিনস, তুমি যাবে টাগোরার পেছনে। রক্ত দিয়ে মেঝে নোংরা করে যাবে তোমরা, আর আমি সেটা মুছবো, সেটি হচ্ছে না। যাও, ভাগো! বাইরে গিয়ে যা খুশি

করোগে।' মুরিয়েলের হাতে দোনালা বন্দুক।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো না টাগোরা। দ্রুত ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো দরজার দিকে। বেরিয়ে গেল।

'মেরন, পস্তাতে হবে তোমাকে,' ভোঁতা গলায় বললো কলিনস। 'এর জন্যে পরে দোষ দিতে পারবে না কাউকে। দেখবো, কতোখানি শক্তি তোমার!'

'দেখো,' শুকনো গলায় বললো শেড। 'আর হ্যাঁ, যদি বলো তো গরুর গায়ের ব্র্যাণ্ড বদলাতে সাহায্য করতে পারি।'

চোখের আগুনে শেডকে ভস্ম করার চেষ্টা করলো কলিনস। গটমট করে বেরিয়ে গেল।

ঘরে এসে ঢুকলো রিগার। হাসি একান-ওকান হয়ে গেছে। 'চাকরিটা পাবো তো, বস?'

শেডও হাসলো। 'তিন মিনিট আগেই তো জয়েন করেছো চাকরিতে।'

'দেখো, এটা খোশগল্পের জায়গা নয়,' ধমক দিলো মুরিয়েল। 'চুপচাপ এক গেলাস করে হুইস্কি গিলে নাও, তারপর ভাগো। বকবকানিতে মাথা ধরে আমার।'

এগারো

মেসার মাথায় ছোট্ট আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে গল্প করছে ওরা তিনজন : শেড, রিগার আর বাণ্টা। রান্না শেষ, খাওয়াও শেষ, এখন কফির অপেক্ষা। চ্যাপ্টা কয়েকটা পাথর কায়দা করে বসিয়ে চুলা বানিয়েছে বাণ্টা, তাতে কেটলি বসানো, পানি ফুটছে। তাদের অনেক নিচে প্রাউজ্যাণ্ড স্প্রিংস।

বাতাসে সিডার কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ, সেই সঙ্গে মিশেছে জুনিপারের সুবাস। স্থির শান্ত রাত, বাতাস স্তব্ধ। আকাশে তারার মেলা, এক রত্তি মেঘ নেই কোথাও।

দু'হাত মাথার পেছনে দিয়ে এক সময় চিত হয়ে শুয়ে পড়লো রিগার। 'কি যে হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না! কোন্ তালে আছে কলিনস! চুরি, জায়গা দখল, না কী!'

কিছু বললো না শেড আর বাণ্টা।

'বস্,' আবার বললো রিগার, 'যা বললেন, তাতে তো মনে হয়, রোভার, ফরেস্ট আর লেভিটও যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে।

এ-সবের কিছুই জানে না কার্টিস কিংবা ফারেল। ব্যাটারা আকাশ থেকে পড়বে তো একদিন!'

'পড়ুক-গে,' বললো শেড, 'আমাদের কি? কিন্তু কলিনস যা করছে, তাতে আমাদের মাথাব্যথার কারণ আছে। অন্যের গরু ধরে নিজের ব্র্যাণ্ড ছাপ মেরে দিচ্ছে, এমনভাবে, যেন দেখলেই বোঝা যায় জালিয়াতি হয়েছে। কেন? নিশ্চয় কার্টিস আর ফারেলকে রাগিয়ে দেয়ার জন্যে। কার বিরুদ্ধে? আমাদেরও হতে পারে।'

'হুঁহ্!' আপন মনেই মাথা ঝোঁকালো বাণ্টা। 'আচ্ছা, রিগার, লোপেজদের লোকজন কেমন আছে?'

'কতো আর?' ঠোঁট ওল্টালো রিগার। 'এই জনা তিন-চার। ওরা সবাই রাখাল, বন্দুকবাজ নয়। লড়াই করতে জানে যারা, তাদের সবাই কলিনসের চামচা। কেয়ারও করে না জিম লোপেজকে।'

'রিগার,' শেড বললো, 'লোপেজ ফার্মে তো অনেক দিন কাজ করেছো। ভেতরের অনেক কিছুই তোমার জানার কথা।'

'অনেক দিন ছিলাম বটে, কিন্তু ভেতরের প্রায় কিছুই জানি না। তবে একটা ব্যাপারে অবাক হয়েছি কলিনস আসার পর। প্রায়ই দেখেছি, রাতের বেলা কোত্থেকে জানি এসে হাজির হয় অচেনা মানুষ, ভোরের আগেই আবার চলে যায়। ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে ফেলে যায়, নতুন ঘোড়া নিয়ে যায় র‍্যাঞ্চ থেকে। ব্যাপার কি, জানার চেষ্টা করেছি অনেক, পারিনি। বেরোতেই পারিনি ঘর থেকে, সারাক্ষণ পাহারায় থাকতো ফরেস্ট আর তার

তিন সহকারী গুণ্ডা। ...বস্, আমার মনে হয়, বেআইনী কিছু হচ্ছে লোপেজ ফার্মে। জিম আর লুনাও তাতে জড়িত।'

নিচু গলায় কথা বলছে ওরা, হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। খানিক পর পরই একজন করে উঠে গিয়ে চারপাশটা পরীক্ষা করে দেখে আসে। সময় এখন খুব খারাপ, হুঁশিয়ার না থাকলে যে কোনো মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে।

মগে কফি ঢেলে শেডের দিকে বাড়িয়ে দিলো বার্টা। সে আর রিগারও নিলো এক মগ করে।

মগে চুমুক দিতে দিতে ভাবছে শেড, উপত্যকায় ছেড়ে দেয়া গরুর পাল জড়ো করা দরকার, বড় বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে ওগুলো। জ্বালামুখের ভেতর থেকেও বের করে আনতে হবে আরও কিছু গরু। সে-জন্যে ঘোড়া দরকার। তাদের তিনজনের তিনটে আছে, এতে কাজ চলবে না, আরও লাগবে। জ্বালামুখের ভেতর থেকে ধরে আনতে পারে, কিন্তু ওগুলোকে ধরে পোষ মানিয়ে কাজে লাগাতে অনেক সময় দরকার, এতো সময় নেই হাতে। জিম লোপেজকে বলে দেখবে? কেন যেন শেডের মনে হচ্ছে, চাইলে তাকে ঘোড়া ধার দেবে জিম।

ব্যাপারটা নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করলো শেড।

'আমারও মনে হচ্ছে দেবে,' মাথা নাড়লো বার্টা। 'কাল থেকেই কাজ শুরু করে দিতে পারি তাহলে।'

'তা পারি।' চিন্তিত শোনালো শেডের কণ্ঠ।

বারো

পরদিন। উপত্যকা আর তৃণভূমিতে ছেড়ে দেয়া গরু জড়ো করতে এলো বক্স এন আর বি সি র‍্যাঞ্চের রাখালেরা। খানিক পরেই এলো এল এল র‍্যাঞ্চের লোক। যার যার এলাকায় কাজে লাগলো সবাই।

আবহাওয়া গরম, শুকনো। বাতাসে ধুলো উড়ছে। বনের ধারের ঠাণ্ডা ছায়া আর ঝর্নার লোভনীয় পানির কাছ থেকে সরতে চাইছে না গরুগুলো, কিন্তু জোর করে ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে জড়ো করা হচ্ছে, আলাদা করা হচ্ছে ব্র্যাণ্ড দেখে দেখে।

মেসার মাথায় লুকিয়ে বসে গরু জড়ো করা দেখছে শেড, রোমাঞ্চিত হচ্ছে, তার পাশেই বসে আছে রিগার আর বার্টা। গরু ভালোবাসে সে। গরু জড়ো করার মাঝে এক ধরনের আনন্দ আছে, শুধু রাখালেরাই সেটা বোঝে। গরুর ডাক মধু-বর্ষণ করে তাদের কানে। দলছুট বেয়াড়া ষাঁড়কে তাড়িয়ে দলে ঢোকানোয় রীতিমতো রোমাঞ্চ অনুভব করে শেড, বিশেষ করে

সেই ষাঁড় যদি রুখে দাঁড়ায়, বিশাল শিং নেড়ে তেড়ে আসে, তাহলে তো কথাই নেই।

গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে শেড। কানে আসছে রাখালদের হৈ-চৈ, এতো দূর থেকে কথা বোঝা যাচ্ছে না। ওদের মাঝে খারাপ লোক যেমন আছে, ভালোও আছে অনেক। গরু তাড়াতে তাড়াতে চেঁচাচ্ছে ওরা, রসিকতা করছে, হাসছে প্রাণ-খোলা হাসি। লড়াই লাগলে ওদের অনেকেই মারা পড়বে ভেবে খুব খারাপ লাগলো শেডের। কিন্তু কিছু করার নেই। পশ্চিমের জীবনই এমনি, সারাক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেই টিকে আছে ওরা।

শুরুতে সব কিছুই সহজ স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু যতোই সময় গেল, ভাটা পড়লো রাখালদের উৎসাহে। বিরক্তি প্রকাশ পেলো ওদের মাঝে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল যখন হলো, আর গরুর দিকে মন থাকলো না কারোরই। কাজ ফেলে গাছের ছায়ায় বসে গল্প জুড়ে দিলো অনেকে, কেউ বা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো বিশ্রাম নিতে।

'বস্,' এক সময় জিজ্ঞেস করলো রিগার, 'আজ যাবেন না?'

'যাওয়ার তো ইচ্ছে ছিলো,' শেড চিন্তিত। 'কিন্তু জিমই তো এলো না।'

'কালও যদি না আসে?'

'বাড়িতে চলে যাবো ওর।'

'ফরেস্ট হুমকি দিয়েছে না? যদি গুলি করে বসে?'

'পাল্টা জবাব দেবো। এছাড়া আর কি করার আছে বলো?'

চুপ করে গেল রিগার।

সেদিন গেল, রাতটা গেল, কোনো রকম গোলমাল হলো না।

পরদিন সকালে আলো ফুটতেই উঠে পড়লো শেড। রিগার উঠলো তারপর। বার্টা আগেই উঠে কফি চড়িয়ে দিয়েছে।

সেদিন সকালেই এসে পড়লো জিম আর লুনা, পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায় চড়ে। নিজেদের লোকের কাছে চলে এলো।

বার্টাকে পাহারায় রেখে মেসা থেকে নামলো শেড আর রিগার। ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে গেল লুনা আর জিমের দিকে। চোখ তুলে তাকালো ভাই-বোন।

কোনো রকম ভূমিকা না করেই বললো শেড, 'জিম, আমার কিছু ঘোড়া দরকার। যদি ধার দিতে...'

'...কেন?' জানতে চাইলো জিম।

'দরকার আছে। গরু জড়ো করবো।'

'দেবো,' সহজেই রাজি হয়ে গেল জিম। 'কিন্তু একটু কষ্ট করতে হবে তোমাকে। আস্তাবলে বাড়তি নেই, পাহাড়ের ভেতরে একটা বক্স ক্যানিয়নে ছেড়ে রেখেছি, অনেক ঘোড়া। কটা দরকার?'

'এই ডজনখানেক,' বললো শেড। 'কাজ হয়ে গেলেই ফিরিয়ে দেবো।'

'দিও যখন খুশি,' হাত নাড়লো জিম।

চুপ করে কি ভাবছে লুনা, দুজনের কথায় যোগ দিলো না।

কাজ করছে রাখালেরা, সেদিকে চেয়ে আছে শেড।

'আচ্ছা, শেড,' হঠাৎ কথা বললো লুনা। 'তোমার কি মনে

হয়, গোলমাল সত্যিই হবে?'

'হবে।'

'পরিকল্পনা করাই হয়েছে ওভাবে, তাই না?'

'তাই,' এক মুহূর্ত ভাবলো শেড। 'আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? তুমিই তো ভালো জানো। কারা কারা রয়েছে এতে, তা-ও জানো। কিন্তু এটা না ঘটলেই বোধ হয় ভালো হতো। না, কার্টিস কিংবা ফারেলের জন্যে এতটুকু মায়া হচ্ছে না আমার। নিজেরাই কুয়া খুঁড়েছে, এখন তাতে পড়ে মরবে।'

'তুমি কোথায় থাকবে তখন?'

'তোমার পাশে,' হাসলো শেড।

মুখ রাঙা হয়ে গেল লুনার। 'শেড···প্লীজ, ওভাবে বলো না!···অনেক কিছুই ঘটছে এখানে, যার কিছুই তুমি জানো না। শেড, তুমি মারা পড়ো, এটা আমি চাই না!'

'অযথা ভাবছো, লুনা, আমার মতো লোকেরা এতো সহজে মারা পড়ে না। তাছাড়া হুট করে এই বিপদে এসে ঢুকে পড়েছি, ভেবো না। অনেক ভেবেচিন্তে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেই এসেছি। তবে লোক দরকার এখন আমার। ইতিমধ্যেই সেরা দুজন পেয়ে গেছি, ভাগ্য ভালোই বলতে হবে।'

অন্য দুই র‍্যাঞ্চের মালিকেরাও এসেছে কাজ কেমন চলছে, দেখতে।

শেডকে দেখে এগিয়ে এলো রিব ফারেল। 'এই যে, শেড, রিগারকে দেখলাম? ও-কি তোমার সঙ্গে গিয়ে ভিড়েছে? দুটো ভালো হাত দরকার আমার, অনেক বেশি মাইনে দিতে

রাজি আছি। চলে এসো না তোমরা দুজন?'

'না, ধন্যবাদ। আমার নিজেরই অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। গরু জড়ো করতে হবে।'

মাথা সামনে বাড়িয়ে দিলো ফারেল হঠাৎ, ষাঁড়ের মতো, ঢুঁ মারবে যেন। 'কি বললে!···তোমার গরু!'

'হ্যাঁ,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো শেড। 'গুড ফার্ম ব্র্যাণ্ড।'

রাশ ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো ফারেল, চোখের পলকে ঘোড়ার মুখ ঘুরে গেল শেডের দিকে। টানের চোটে হাঁ হয়ে গেছে জানোয়ারটার মুখ। 'এখানে তোমাকে গরু চরানোর অনুমতি কে দিয়েছে?'

এদিকে উত্তেজনা চলছে, টের পেয়ে গেছে বিল কার্টিস। আর থাকতে পারলো না আগের জায়গায়, ঘোড়া নিয়ে ধীরে ধীরে চলে এলো। ভুরু কুঁচকে তাকালো উত্তেজিত ফারেলের দিকে।

'এটা সরকারী জায়গা,' শান্ত গলায় জবাব দিলো শেড। 'অনুমতি ছাড়া তোমরা এখানে গরু চরাতে পারলে, আমি পারবো না কেন?'

'পারবে না, কারণ, এখানে এমনিতেই ভিড় বেশি।' রেগে গিয়ে বললো ফারেল। 'নতুন কারো জায়গা হতে পারে না আর!'

'রড কলিনসকে গিয়ে বলো সে কথা।'

চুপ হয়ে গেল ফারেল। চোখ জ্বলছে। এই মুহূর্তে রড কলিনসের কথা এসে পড়বে, তাকে নিয়ে ভাবতে হবে, আশা

করেনি।

কথা বললো কার্টিস, 'শুনলাম, লোহা পুড়িয়ে গরুর গায়ে ছাপ দিয়েছে কেউ।' এমন ভাবে তাকালো সে, যেন শেডই অকাজটা করেছে।

বেকাবে শেডের পায়ের চাপ বাড়লো, টান টান হয়ে গেল ঝোলানোর শেকল দুটো। 'কার্টিস,' গলা শান্ত রাখলো সে, 'কাউকে দোষারোপ করার আগে ভালোমতো খোঁজখবর করে দেখো গিয়ে। ব্র্যাণ্ডগুলো দেখেছো, না তা-ও চোখে পড়েনি? কার কাজ, খুঁজে বের করো গিয়ে। কাজটা কেন করেছে বুঝতে পারছো? খোঁচা মেরেছে, বুঝলে চমৎকার এক খোঁচা। গণ্ড-গোল বাধানোর জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে সে।'

'গণ্ডগোল!' রাগে লাল হয়ে গেছে কার্টিসের মুখ। 'দাঁড়াও, আগে গরুগুলো জড়ো করে নিই। তারপর দেখাবো মজা। গণ্ডগোল লাগানো বের করবো!'

'আমাকে দোষ দিচ্ছো নাকি?' রেগে উঠলো ফারেল। ভাব-সাবে মনে হচ্ছে কার্টিস আর একটা কথা বললেই লেগে যাবে মারামারি।

'বাহ্, বেশ বেশ!' টিটকারি দিলো শেড। 'হাত থাকতে মুখে কি? নামো নামো, ঘোড়া থেকে নেমে লেগে যাও!'

রাগে পিত্তি জ্বলে গেল কার্টিসের। 'মুখ সামলে কথা বলো! আমরা লাগতে যাবো কেন? ফারেল আর আমি মিলে আগে তোমাকে শায়েস্তা করবো, তারপর অন্য কথা।'

'হয়েছে হয়েছে, বড় বড় কথা থামাও,' হাত তুললো শেড।

'আরে, আহাম্মকেরা এখনও বুঝতে পারছো না, কলিনসই হচ্ছে যতো নষ্টের গোড়া। এই বুদ্ধি নিয়ে র‍্যাঞ্চ চালাও কি করে? তোমাদের গরুর ব্র্যাণ্ড বদল করেছে ওই কলিনস, নিজের বলে চালিয়ে নিচ্ছে। কতোটা বেপরোয়া হলে ওরকম কাজ করতে পারে একজন মানুষ?'

'কি বলছো!' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কার্টিস।

'ঠিকই বলছি,' মুচকি হাসলো শেড। 'তুমি আর ফারেল,' দুই র‍্যাঞ্চারের দিকে নাটকীয় ভঙ্গিতে আঙুল তুললো সে, 'তোমাদের দুজনের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। বড় কলিনস আর তার চেলাদের সঙ্গেও তোমাদের ভাব ভালো না। আর আমি তো দু'চোখে দেখতে পারি না তোমাদেরকে। কাজেই বুঝে দেখো অবস্থাটা।'

'কি বুঝবো?' বোকার মতো জিজ্ঞেস করে বসলো ফারেল।

'হায়রে কপাল!' হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়লো শেড। 'যা ভেবেছি, তার চেয়েও গর্দভ! ঠিক আছে, বুঝিয়েই বলি। আমি সোলড্যাডে থাকতে এসেছি। জানি, তুমি আর কার্টিস মারামারি করে মরবে। শিগ্রী যদি সেটা না পারো, তোমাদের হয়ে কলিনসই কাজটা করে দেবে। তারপর? কলি-নসকে আমি খতম করে দিয়ে রাজা হয়ে বসবো।'

শেডের ঔদ্ধত্য দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছে দুই র‍্যাঞ্চার। কথা সরছে না মুখে।

হাসলো শেড। জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা লাগালো ঘোড়ার পেটে, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে রাশ টেনে ঘোড়ার মুখ ঘোরালো।

চলে গেল ধীরে সুস্থে।

চেপে রাখা শ্বাসটা হুশ্‌শ্‌ করে ফেললো ফারেল, রিগারের দিকে ফিরলো। 'রিগার, কি ব্যাপার বলতো? ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার চেষ্টা করো,' বললো রিগার। 'ও যা বলেছে, ঠিকই বলেছে। সাধে কি আমি আর জো বাক্টা ওর দলে যোগ দিয়েছি?'

'বাক্টা?' কঠিন হলো ফারেলের মুখ। 'হারামজাদা খুনেটা কোথায়?'

চারপাশে একবার তাকিয়ে নিলো রিগার, জিনের ওপর হাতের ভর রেখে সামান্য সামনে ঝুঁকলো। 'ফারেল, তোমার দুজন লোক কেন বাক্টাকে গুলি করার জন্যে পাগল হয়ে উঠলো? ভেবেছো একবারও? কার্টিস, তুমি ভেবেছো, কেন তোমার লোকেরা বাক্টাকে কোনো সাহায্য করতে এগোলো না? কেন সেদিন বাক্টাকে শহরে পাঠিয়েছিলো তোমার ভাইপো, জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে গেছে কার্টিসের।

'অনুমান করো।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল রিগার। পেছনে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো দুই বুড়ো, দ্বিধা আর ভয় ফুটেছে দুজনেরই চোখের তারায়। শেড আর রিগার কিসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল?

শেডের ঘোড়ার পাশে এনে ঘোড়া থামালো রিগার। 'মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে এসেছি ওদের,' হাসলো সে, কি বলে এসেছে জানালো।

'ভালো হয়েছে। হপ্তাখানেক কান ঝাঁ ঝাঁ করবে ব্যাটাদের। তবে ততোদিন বাঁচলে হয়।' হাত তুলে নিজের গরু দেখালো শেড। 'খুব ভালো জাতের, না?'

'কতোগুলো আছে?'

'বেশি না, এই ডজন দুই। আসলে আমার ব্র্যাণ্ডটা দেখাতে চেয়েছি।'

'এখন কি করবো আমরা, মেরন?'

'অপেক্ষা করবো,' শেডের গলায় দ্বিধা। 'এ-ছাড়া আর কি করার আছে?'

'আচ্ছা, কি মনে হয় আপনার? কার্টিস আর ফারেল না লেগেই চলে যাবে এখান থেকে? ভালো মানুষের মতো?'

'সন্দেহ আছে। দুটোই মাথামোটা, নিজের লোকের কাছে মান-সম্মান রাখার জন্যে বোকামি করেও বসতে পারে। দু'দলের মধ্যে এখন সামান্য কথা কাটাকাটি হলেও আগুন লাগবে।'

চুপ হয়ে গেল দু'জনেই। নিরবে দেখছে রাখালদের কাজ।

রস্ কলিনস এলো, চমৎকার একটা শাদা ঘোড়ায় চড়ে। মাথায় শাদা হ্যাট। ঘুরে ঘুরে রাখালদের কাজ দেখলো কিছুক্ষণ, শেড আর রিগারের ওপর চোখ পড়তেই এগিয়ে এলো।

অস্বস্তি বোধ করছে রিগার। নিরাপদে পথ চলছিলো যেন, হঠাৎ লাফিয়ে এসে সামনে পড়েছে র‍্যাটল সাপ।

'এই যে, মেরন, কেমন আছো?' সহজ গলায় বললো কলিনস, সেদিন ড্রিংক কর্নারে কি ঘটেছিলো, বেমালুম ভুলে গেছে যেন।

কলিনসের প্রশ্নের জবাব দিলো না শেড। বললো, 'তোমার গরুগুলো ভালো। অনেক আছে?'

'তা আছে,' মাথা ঝোঁকালো কলিনস। 'শুনলাম, তুমিও নাকি নতুন ব্র্যাণ্ড চালু করেছো, গুড ফার্ম ব্র্যাণ্ড?'

'ঠিকই শুনেছো।'

'কিন্তু বাইরে থেকে নতুন গরুর পাল এসেছে বলে তো শুনিনি। এখানকার কারও গরু চুরি করেছো নাকি?'

অস্বস্তি বাড়লো রিগারের। খুব নাজুক পরিস্থিতি।

'নাহ্, চুরি করেনি,' শান্ত রয়েছে শেড। 'ওসব কাজ তোমার সাজে, আমাকে দিয়ে হয় না। আমার গরু অনেক আগে থেকেই এখানে ছিলো।'

'অসম্ভব।' রাগ দমন করতে কষ্ট হলো কলিনসের। 'এই এলাকায় আর কারও কাছে গরু নেই যে কিনে নেবে। মোট চারটে ব্র্যাণ্ড এখানে, নিলে ওগুলো থেকেই নিতে হবে।'

হাসলো শেড, কলিনসের চামড়ায় জ্বালা ধরালো যেন সে হাসি। 'মিস্টার কলিনস, নিজেকে খুব বেশি চালাক মনে করো তুমি। বিশ্বাস করবে না হয়তো, তবুও ছোট্ট একটা খবর দিচ্ছি, তোমার সময় ঘনিয়েছে। আর বেশি দেরি করবে না কার্টিস আর ফারেল। টেরই পাবে না কখন খতম হয়ে গেছো। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সরার আগেই হয়তো গুলি খাবে মেরুদণ্ডে।'

ঝট করে পেছনে ফিরে তাকালো কলিনস। বোকামির জন্যে গাল দিলো নিজেকে। এটা কি করলো? শেড বললো, আর অমনি ভয় পেয়ে গেল। হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল মুখ থেকে,

কিন্তু অস্বস্তি গেল না।

'বিশ্বাস করো আর না-ই করো, সত্যি কথাই বলেছি আমি, রড,' আবার বললো শেড। 'আমার কথা শুনলে, আর একটা সেকেণ্ডও দেরি করো না এখানে, পালাও।'

জোর করে হাসলো কলিনস। 'চালাক না হতে পারি, শেড, কিন্তু কাপুরুষ নই। শেয়ালের মতো লেজ গুটিয়ে পালাবো না, তাও কয়েকটা রাখালের ভয়ে।'

শ্রাগ করলো শেড। 'সে তোমার ব্যাপার। রিগার, চলো যাই। জিজ্ঞেস করে দেখি, ব্র্যাণ্ড জালিয়াতির ব্যাপারে কি ভাবছে ফারেল আর কার্টিস।'

রিগারকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল শেড। একবারও পেছন ফিরে তাকালো না।

মুখ কালো হয়ে গেছে কলিনসের। চিন্তিত ভঙ্গিতে চেয়ে আছে শেড আর রিগারের দিকে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

তেরো

চলতে চলতে শেডের দিকে ফিরে তাকালো রিগার। 'দিলেন তো ব্যাটাকে চেতিয়ে। কি চাইছেন? কিছু একটা ঘটুক?'

'ঠাণ্ডা মাথায় কলিনস খুব ভালো প্ল্যান করতে পারবে, রিগার,' বললো শেড। 'কিন্তু রেগে গেলেই দেবে সব ভণ্ডুল করে। আমি চাইছি পরিকল্পনার বাইরে কিছু করে বসুক। আর তা করলেই ভুল হবে।'

আরও খানিকটা এগিয়ে রাশ টানলো শেড। ফিরে তাকালো। কলিনস নেই, চলে গেছে। আপন মনেই বললো সে, 'গেল কোথায়, ব্যাটা।' রিগারের দিকে ফিরে ভ্রূকুটি করলো, 'আচ্ছা, লুনার ব্যাপারে কি মনে হয় তোমার? কলিনসকে পছন্দ করে?'

'জানি না, বস,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো রিগার। 'এই একটি ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। গরু-ঘোড়া কি ভাবে, এমনকি কয়োতি আর কুগারের মনে কি আছে,

তা-ও বলে দিতে পারি, কিন্তু মেয়েমানুষ? কিচ্ছু বুঝি না ওদের ব্যাপার-স্যাপার। বুঝেছি ভেবে কতোবার যে ঠকেছি।'

গরু জড়োকরা চলছে। কোনো গোলমাল নেই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে আছে সকলেই, কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা করছে।

কয়েকবার লুনার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে শেড, কিন্তু বার বার এড়িয়ে গেছে মেয়েটা।

রাখালদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে জিম, পারছে না। বোঝা যাচ্ছে, গরু জড়ো করার ব্যাপারে সে আনাড়ি।

গড়িয়ে গেল দিন। বাতাস গরম, ধুলিময়। রাখালদের মেজাজ খারাপ। খালি কেউ কারও বিরুদ্ধে এখন কোনো একটা কটূক্তি করে বসলেই হলো, সঙ্গে সঙ্গে নরক গুলজার শুরু হয়ে যাবে। সেই ভয়েই বোধ হয় কেউ কথা বলছে না, চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছে।

যাক, ভালোয় ভালোয়ই শেষ হলো সে-দিনটাও।

পরদিন, গরু নিয়ে শহরের দিকে রওনা হলো রাখালেরা। সোলডাডের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় লুনার সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ মিললো শেডের। কি যেন বললো কলিনস, সঙ্গে সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে কটনউড গাছ-গুলোর আড়ালে চলে গেল লুনা।

দ্রুত এগোলো শেড। দেখলো, তাকেই লক্ষ্য করছে জিম ফরেস্ট, থমথমে চেহারা। রিগার কথা বলছে কয়েকজন রাখা-

লের সঙ্গে। একটা ঘোড়া বেছে নিয়ে তাতে জিন পরাচ্ছে রেড রোভার।

কটনউডের ঝাড়ের ভেতরেই লুনাকে ধরে ফেললো শেড। চেহারা ফেকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার, অল্প অল্প কাঁপছে।

'লুনা, দাঁড়াও। কথা আছে।'

লুনা থামলো। কিন্তু কথা বলার মেজাজ নেই। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো শেড, 'চলে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো লুনা। 'রড বললো, আমি থাকলে নাকি আড়ষ্ট হয়ে থাকে রাখালেরা। খোলা মনে কথা বলতে পারে না।'

'তোমার সঙ্গে পরেও কথা বলতে চেয়েছি গতকাল। এড়িয়ে গেছো কেন?'

শেডের চোখে চোখে তাকালো লুনা। 'এড়িয়ে তো যেতেই হবে, শেড। শিগ্রী রডকে বিয়ে করছি...'

'কিন্তু তাকে তো তুমি পছন্দ করো না,' কেমন ভোঁতা শোনালো শেডের কণ্ঠ।

চোখ সরিয়ে নিলো লুনা। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো, 'আমি যাই, শেড। রড তাড়াতাড়ি করতে বলেছে।'

কঠিন হলো শেডের মুখ। 'ওর আদেশে চলো নাকি তুমি?'

রক্ত জমলো লুনার মুখে, কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

লুনার হাত ধরে ফেললো শেড। 'লুনা, রড তাড়াতাড়ি করতে বলেছে, না?'

'হ্যাঁ,' শেডের কণ্ঠস্বরের হঠাৎ পরিবর্তনে অবাক হলো লুনা। 'ও বলেছে...'

লুনার কথা কানে ঢুকলো না যেন শেডের। সতর্ক হয়ে উঠেছে হঠাৎ, ফিরে চেয়ে দেখছে রাখালদের। সিগারেট শেষ করেছে ফরেস্ট, জিনের বেল্ট আঁটছে রোভার, তার হাতের কয়েক ইঞ্চির মধ্যেই ঝুলছে একটা শক্তিশালী রাইফেল। শাদা ঘোড়াটাকে খুঁজলো শেডের চোখ, দলের অনেক পেছনে দেখা গেল ওটা।

'ঠিকই বলেছে,' আস্তে করে লুনার দিকে মুখ ফেরালো শেড। 'জলদি যাও! বাড়িতে না ঢুকে আর থামবে না। এখানে যা খুশি ঘটুক, একবারও ফিরে তাকাবে না। যাও!'

হ্যাঁচকা টানে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উল্টো দিকে রওনা হলো শেড, ফরেস্ট আর রোভারের ওপর নজর। সময় মতো সরে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

রাখালদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জোরে জোরে রিগারকে ডাকলো শেড, তিনবার নাম ধরে ডাকার পর সে শুনলো। কাছে এলো রিগার। চাপা গলায় বললো শেড, 'জলদি চলো, কেটে পড়ি এখান থেকে! শুরু হলো বলে!'

কি শুরু হবে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝলো রিগার। কথা বলে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না, ঘোড়ার পেটে জোরে গুঁতো লাগালো।

ঠিক ওই মুহূর্তে বক্স-এন-এর এক তরুণ রাখাল, চমকে বললো উইং টাগোরা, 'গাধা নাকি তুমি? বোঝো না কিছু?'

কড়া চোখে তাকালো টম। 'কি ?' কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

'আবার বলে কি।' মুখ ভেঙচালো টাগোরা। 'বলি, গরু কি সব শুধু বক্স এনের ? অন্যের গরুতে হাত দিতে এসেছো কেন ? তোমাদেরগুলো নিয়ে যাও।'

'কোথায় হাত দিলাম ?' মেজাজ গরম হয়ে গেছে টমের। 'এ-তো আমাদেরই গরু।'

'চুরি তো চুরি, আবার শিনাজুরি ! চোর কোথাকার।' খেঁকিয়ে উঠলো টাগোরা।

আর সইতে পারলো না টম, পিস্তলে হাত দিলো। কিন্তু টাগোরার সঙ্গে দ্রুততায় পেরে ওঠার কথা নয় তার, পারলোও না। টাগোরার পিস্তলের গুলি টমের পেট ভেদ করে গিয়ে মেরুদণ্ড ভেঙে দিলো। রাখালের নিষ্প্রাণ হাত থেকে খসে পড়লো পিস্তল, ধপাস করে বালিতে গড়িয়ে পড়লো লাশটা।

এই সংকেতের অপেক্ষাই যেন করছিলো সবাই। শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি। মাটিতে লাগছে জ্বলন্ত বুলেট, ধুলো ওড়াচ্ছে। গুলি খাচ্ছে মানুষ, ঘোড়া, গরু। মানুষ আর জানোয়ারের মিলিত আর্তনাদকে ছাপিয়ে বার বার গর্জে উঠছে আগ্নেয়াস্ত্র। মুখ থুবড়ে পড়ছে মানুষ, বালি খামচে ধরে উঠে বসার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, দু'এক জন যা-ও বা উঠে বসছে, আবার গুলি খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ছে। পড়ে থাকছে অনড়।

'জলদি ছোটো।' চেঁচিয়ে রিগারকে বললো শেড, 'গাছপালার আড়ালে ঢুকে যাও। লড়াই ওদের, আমাদের কিছু না।'

'দেখুন দেখুন।' ছুটতে ছুটতেই হাত তুলে দেখালো রিগার।

মাটিতে পড়ে আছে পিট চ্যাজিন আর উডি হ্যামারের ঘোড়া। ওগুলোর আড়ালে শুয়ে জিনের ওপর দিয়ে কার্টিস আর কারেলের দিকে গুলি চালাচ্ছে দুজনে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে কয়েকটা গরুর মৃতদেহ, ওগুলোরই একটার আড়ালে শুয়ে আছে রোভার, পিস্তল তুলছে ধীরে ধীরে।

একটা গুলির শব্দ হলো, একটা আর্তনাদ, আরেকটা গুলি, মাঝ পথেই থামিয়ে দিলো চিৎকারটা।

'কাণ্ডটা দেখলেন।' চেঁচিয়ে বললো রিগার। 'কার্টিসের নিজের লোকই তার বিরুদ্ধে লেগেছে।'

'কথা বাদ দিয়ে ছোটো। আমাদেরকেও ছাড়বে না ব্যাটারা।'

ছুটে গাছপালার আড়ালে ঢুকে পড়লো ছুটো ঘোড়া। রাশ টানলো রিগার আর শেড। পেছনে ফিরে তাকালো। গোলাগুলি থেমে গেছে। তাদের পেছন পেছনেই ছুটে এসেছে একটা ঘোড়া, জিন আছে ঠিকই, কিন্তু সওয়ারী নেই। আরেকটা গুলির শব্দ হলো, আরেকটা। তারপর চুপচাপ।

আবার ঘোড়া চালালো শেড আর রিগার। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কয়েক মাইল দূরে এসে তারপর গতি শিথিল করলো।

'উফ্ফ্, তাড়া খাওয়া কয়োতির মতো পালালাম।' পাশাপাশি চলতে চলতে বললো রিগার। 'এমন সুযোগ গেল, কিন্তু একটা গুলিও চালাতে পারলাম না। যাকগে, লড়াইটা ওদের।'

'ওটাকে লড়াই বলছো নাকি ? ও-তো পাইকারী খুন। পুরো ব্যাপারটার জন্যে দায়ী কলিনস। তার কথা মতোই ঝগড়া

লাগিয়েছে গ্রিজলি।'

'টম খুব ভালো ছেলে ছিলো। কুকুরের মতো গুলি করে মারলো তাকে। চেয়ে চেয়ে দেখলামই শুধু।'

'আর কি করতে পারতে? প্রতিশোধ নিতে গেলে তুমিও মরতে। তৈরি হয়েই লেগেছে কলিনসের চামচারা। এমন সব পজিশনে থেকেছে, যাতে তাদের কিছুই করতে না পারে কেউ।'

'কি মনে হয় আপনার? কেউ পালাতে পেরেছে?'

'মনে হয় না। পরে আরও দুটো গুলির শব্দ শুনলে না? কেউ হয়তো লুকিয়ে ছিলো, কিংবা আহত হয়ে পড়েছিলো, তাদেরকে খুঁজে বের করে শেষ করেছে কলিনসের চেলারা।'

রাশ টেনে ঘোড়া থামালো শেড, পেছনে ফিরে তাকালো। এতোক্ষণে নিশ্চয় জেনে গেছে কলিনস, শেড আর রিগার পালিয়েছে। তাদের পেছনে লোকই লাগিয়ে দিয়েছে হয়তো ধরার জন্যে। তার দুষ্কর্মের কথা ফাঁস করে দিতে পারে, এমন কাউকেই বাঁচিয়ে রাখবে না কলিনস।

'রিগার, এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। আমরা সব দেখেছি, যদি শেরিফ আসে, যদি বলে দিই? আমাদের মুখ বন্ধ করার জন্যে এখন উঠে পড়ে লাগবে কলিনস।' চিন্তিত দেখালো শেডকে। 'এখন লোপেজদেরকে ওর খপ্পর থেকে বের করে আনা আরেক সমস্যা। কিন্তু আনতেই হবে, যেভাবেই হোক। জানতে হবে, তলে তলে কি অকাজ করছে কলিনস।'

'কার্টিস আর ফারেলের যা প্রাপ্য ছিলো, তারা পেয়েছে,'

বললো রিগার। 'কিন্তু কলিনসের কি হবে? কি করবে সে এখন? লোপেজদেরকে তো আগেই কব্জা করে ফেলেছে, অন্য দুটো র‍্যাঞ্চও দখল করে নেবে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। বড় বড় দুটো দলকে লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিলো, এখন ভাব দেখাবে, যেন সে একজন নিরপেক্ষ দর্শক।'

'কিন্তু পেছনে বেশ কিছু রাখাল রয়ে গেছে। তাদের মুখ তো খোলা।'

'খোলা হলেই কি? তারা কি দেখেছে? বড় জোর বলতে পারবে, হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়েছে, ধুলো উড়েছে, ব্যস। এর বেশি কিছু দেখেনি তারা, কাজেই বলতে পারবে না কিছু। আর বেশি বাড়াবাড়ি যদি করে কেউ, বেশি কৌতূহলী হয়ে ওঠে, তো বাঁচবে না সে।'

'এই যদি হয় অবস্থা, তো আমাদের ভবিষ্যৎ কি?'

'আপাতত লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের, পালিয়ে বেড়াতে হবে। শেরিফকে কলিনসই ডেকে আনবে। আইনকে বোঝাবে, সে একেবারে দুধে ধোয়া ভালোমানুষ। শেরিফ আসাতক লুকিয়ে থাকতে পারলেই বেঁচে গেলাম।'

মেসার মাথায় তাদের অপেক্ষা করছে জো বান্টা। একবার শেডের দিকে তাকাচ্ছে, একবার রিগারের দিকে। 'কি ব্যাপার? তাড়া খেয়ে পালিয়েছো মনে হচ্ছে?'

সংক্ষেপে সব জানালো শেড।

'ক'জন মরলো?'

'জানি না,' মাথা নাড়লো রিগার।

খাবার তৈরি করে রেখেছে বার্ন্টা, প্লেটে বাড়তে শুরু করলো। 'শেড, বিল কার্টিসের কি খবর?'

'মরেছে। কারেলও নেই। আমার মনে হয় লেভিটই তার চাচাকে গুলি করে মেরেছে।'

ছোট্ট আগুনের ধারে খেতে বসে গেল ওরা।

খেতে খেতেই বার্ন্টা বললো, 'আমার কাছেও একটা খবর আছে। পা'টাকে ঠিক করার জন্যে একটু হাঁটাহাঁটি করছিলাম। কি দেখেছি, কল্পনাও করতে পারবে না।'

'কী!' মুখ ভরতি সীম চিবাতে চিবাতে থেমে গেল শেড। 'কি দেখেছো?'

'পাহাড়ের ভেতরে কিসের শব্দ হয়, দেখে এসেছি। দেখলে ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে যায়! আরিব্বাপরে! এমন কাণ্ড জীবনে দেখিনি!'

চোদ্দ

চোখ মেললো শেড। মৃদু মৃদু কাঁপছে পাইনের পাতা, তার ভেতর দিয়ে চোখে পড়লো গাঢ় নীল আকাশ, পুঞ্জ পুঞ্জ শাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। গায়ের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে উঠে পড়লো সে, কাপড় পরতে শুরু করলো। সূর্য উঠতে দেরি আছে, শিশিরে ভিজে আছে এখনও ঘাস।

কম্বলের তলা থেকে মাথা বের করলো রিগার, কপালে লেপটে রয়েছে লাল চুলের গোছা। মাথা ঝাড়া দিয়ে সরানোর চেষ্টা করে বললো, 'জো, কাণ্ডটা দেখেছো? ভোরই হয়নি এখনও ঠিকমতো, বস্ উঠে বসে আছেন। আরে বাবা, এতো তাড়াহুড়ো কিসের? গরু আছে, যে গামলায় খাবার দিতে হবে?'

'কে উঠতে বলেছে তোমাকে?' ভুরু নাচালো শেড। 'শুয়ে থাকো। আমি যাই, দেখি, উপত্যকায় একবার চোখ বুলিয়ে আসি। জো, কয়েকটা খরগোশ মেরে আনো না? কিংবা মুরগী।'

'তা নাহয় যাবো,' বললো বান্টা। 'কিন্তু ওই শব্দটার কি করা? কাল রাতে আবার শুনেছি। আমার গা শিরশির করে শুনলে।'

জবাব দিলো না কেউ।

উঠে বসলো বান্টা। গালে একবার হাত বুলিয়েই মুখ বাঁকালো। 'দুর! কত্তোবড় দাড়ি!' বুটজোড়া টেনে নিলো সে। 'শেভ করতে হবে।'

'তা-তো হবেই,' উঠে বসেছে রিগার, ছেঁড়া মোজার একটা ফুটায় আঙুল ঢুকিয়ে টানছে আস্তে আস্তে। 'চুল কাটা লাগবে না? আমার তো মনে হয় ওটাই আগে দরকার, যা বড় বড় হয়েছে, একেবারে জানোয়ারের মতো লাগছে। কপাল ভালো, বিয়ে করোনি, নইলে বৌয়ের ঝাঁটাপেটা খেয়েই মরতে। বিচ্ছিরি চেহারা! রাতে কি, দিনের বেলায় দেখলেও আতঙ্কে উঠবে মেয়েরা।'

পাল্টা একটা জবাব দিলো বান্টা। ব্যস, লেগে গেল দু'জনে ঝগড়া। মুচকি হেসে ওখান থেকে চলে এলো শেড। এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে কাপটা হাতে চলে এলো বড় বড় কয়েকটা পাথরের কাছে। এখান থেকে উপত্যকা অনেক দূর দেখা যায়। সাবধানে পাথরগুলোর ফাঁকফোকর দেখলো সে, বিছে আর র‍্যাটল সাপ লুকিয়ে থাকে এসব জায়গায়। নেই। চ্যাপ্টা একটা পাথরের ওপর কাপটা রেখে মাটিতেই বসে পড়লো, ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে দেখতে শুরু করলো নিচের এলাকা।

চোখ জুড়ানো দৃশ্য। পূব দিগন্তে উঁকি দিয়েছে সূর্য। খাঁড়ির

টলটলে পানিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে যেন সোনালি রোদ। ঝর্নার মিষ্টি কুলুকুলু কানে মধু ঝরাচ্ছে, এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বাতাস পরিষ্কার, এক কণা ধুলো নেই।

রোদে পিঠ দিয়ে বসেছে শেড। ঠাণ্ডা ভোরে কুসুম গরম রোদ, আর সেই সাথে কড়া কফি, আহ্, কি আমেজ! কিন্তু এই আরাম বেশিক্ষণ সইলো না তার, হঠাৎ দূরে কোথাও ডেকে উঠলো একটা পাখি। সেদিকে গ্লাস ঘোরালো সে, সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল। থাউজ্যাণ্ড স্প্রিঙসের দিক থেকে এগিয়ে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার, চলার ধরনে বোঝা যায় খুব ক্লান্ত। অনেক দূরে রয়েছে এখনও ওরা, মুখ চেনা যায় না, তবে ওদের মাঝে রড কলিনস নেই। শাদা ঘোড়া, শাদা পোশাক আর শাদা হ্যাট চোখে পড়ছে না।

কাছে এসে গেল দলটা। টম লেভিট, উইং টাগোরা, ডিন ফরেস্ট আর রেড রোভারকে চিনতে পারলো শেড, অন্যদের নাম জানে না, তবে ওদের অনেককেই দেখেছে এর আগে। খাঁড়ির পারে এসে ঘোড়া থেকে নামলো ওরা, ঘোড়াকে পানি খাওয়ালো। সতর্কতার ধার ধারছে না। আস্তে কথা বলার দরকারই বোধ করছে না।

'গেল কোথায়!' রোভারের উত্তেজিত কণ্ঠ। 'পরিষ্কার দেখলাম ব্যাটাদের, তারপরেই হাওয়া!'

'খুঁজে বের করতেই হবে,' বললো ফরেস্ট। 'ভীষণ রেগে গেছে কলিনস। তাকে ওরকম রাগতে আর দেখিনি কখনও। রিগার আর শেড মরেনি, একথা বিশ্বাসই করেনি প্রথমে।

পরে হুকুম দিলো, যাও, যেখান থেকে পারো ধরে আনো, জ্যান্ত কিংবা মৃত।'

'রেগে গেলে হুঁশ থাকে না ওর।' যোগ করলো পিট চ্যাজিন।

দল থেকে একটু দূরে রয়েছে টাগোরা আর লেভিট। একটা মেসকীটের ঝোপের ধারে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে লেভিট। টাগোরা সতর্ক চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিলো একবার, তারপর এসে পানিতে নেমে পানি খেলো, উঠে গিয়ে বসলো লেভিটের পাশে।

'ব্যাপার বিশেষ সুবিধের ঠেকছে না আমার,' আগুন ধরাতে ধরাতে বললো টাগোরা।

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলো না লেভিট। চিন্তিত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে মট করে সরু একটা ডাল ভাঙলো, তারপর ফিরলো টাগোরার দিকে। শুকনো গলায় বললো, 'কাজ সারলো বটে, কিন্তু সব দিক গুছিয়ে নিয়ে পারলো না।'

থুহ্ করে থুতু ফেললো টাগোরা। 'ভালোই তো গুছিয়েছে, আর কি করবে? গোলমাল শুরু করার জন্যে এমন একটা লোককে বেছেছিলো, যে ঝগড়া করার জন্যে মুখিয়েই আছে। টম করলোটা কি? আমিও বললাম, আর সঙ্গে সঙ্গে খেপে গিয়ে পিস্তলে হাত দিলো। দিলাম মেরে।'

'আরে, ওসব তো জানি আমরা,' ডেকে বললো ফরেস্ট। 'দেখেছি নিজের চোখেই। এখন শেডের ব্যাপারে কি করা, তাই বলো। কোথায় লুকালো?'

'বাটা যেখানে লুকিয়েছে,' জবাব দিলো রোভার। 'চোখের পলকে নেই হয়ে গেল সে আর রিগার। কল্পনাও করিনি ওরকম একটা লড়াই ফেলে পালাবে!'

'পালাবে না কি করবে? লড়াইটা কি ওদের?' বললো চ্যাজিন।

'মনে হয় এই এলাকা থেকে পালিয়েছে,' আপন মনেই মাথা নাড়লো রোভার।

'আমার মনে হয় না,' শান্তকণ্ঠে বললো টাগোরা। 'আমার ওপর তার রাগ, তার এক বন্ধুকে খুন করেছি। আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করে সে যাবে না।'

'আরও আগেই যদি সেটা করতো!' বললো রোভার 'এতো ঝামেলা করতে হতো না আর এখন আমাদের।'

'উল্টোটাও হতে পারতো,' বললো চ্যাজিন। 'উইংই হয়তো মরতো ওর হাতে। কলিনস, কার্টিস, ফারেল, কাউকে ছেড়েছে? সবাইই নাজেহাল হয়েছে ওরা হাতে।'

আরেক দিকে চেয়ে আছে লেভিট, অস্বস্তি বোধ করছে, তার নামও না আবার উঠে পড়ে। কিন্তু কেউ তুললো না তার নাম, ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল হয়তো। ওসব আলোচনা থামিয়ে দেয়ার জন্যে বললো সে, 'আমার মনে হয়, এভাবে খুঁজে কোনো লাভ হবে না। তার চেয়ে ওই কেরানীটা, কি যেন নাম!...হানান, সিড হানানের ওপর চোখ রাখা যাক। ওই ব্যাটার সঙ্গে শেড হারামজাদার ভাব হয়েছে। যেতে পারে ওখানে।'

'ওই শেডটা কোত্থেকে যে এসে হাজির হলো থালাতে!' আপনমনে বললো রোভার।

'সীমান্তের ওপারের কোথাও থেকে এসেছে হয়তো!' বললো চ্যাজিন। 'শুনেছি, ওখানে বেশ নাম করেছে।'

'বন্দুকবাজ?'

'হ্যাঁ—না, ঠিক তা নয়। তবে পিস্তলে হাত খুবই ভালো। ওখানে নাকি সমীহ করে চলতো ওকে সবাই। ঘাঁটাতো না। ইণ্ডিয়ানরাও ওর নাম জানে। ভয়ংকর লোক।'

'লুনার সঙ্গে ওর ভাবসাব ভালো,' রোভার বললো। 'বস্ বোধহয় এজন্যেই আরও বেশি চটেছেন।'

নানারকম আলোচনা, কিন্তু কোনোটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না শেডের কাছে। তবে একটা ব্যাপার খটকা লাগছে, সবাই কলিনসের সমালোচনা করছে, রোভার ছাড়া। সে চুপচাপ বসে শুনছে।

এক সময় উঠে চলে গেল ওরা।

আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করলো শেড, তারপর ফিরে এলো সঙ্গীদের কাছে।

'কলিনস শেয়ালের মতো ধূর্ত,' সব শুনে বললো বার্টা। 'আরও সতর্ক হতে হবে আমাদের, শেড। আমরা যদি চলি ডালে ডালে, ও চলে পাতায় পাতায়।'

নাস্তা সারলো ওরা। কফি খেলো। অবশেষে শেড বললো, 'চলো, জায়গাটা দেখাবে। আমাদেরও দেখা দরকার। রেখে আমি আর রিগার চলে যাবো জ্বালামুখে। কিছু গরু ধরে এনে ছাপ দিয়ে ছেড়ে দেবো। কলিনসকে রাগানোর সব চেয়ে ভালো ব্যবস্থা।'

পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো বার্টা। প্রায় পুরোপুরিই ভালো হয়ে গেছে তার পা, সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে কেবল। পাইনের বন থেকে বেরিয়ে খোলা মেসায় চড়লো ওরা, কতগুলো বড় বড় পাথরের ধারে চলে এলো। সরু একটা পথ নেমে গেছে উত্তর-পশ্চিমে, এই পথ দিয়েই ওঠানামা করে ওরা।

মোড় নিয়ে, অস্পষ্ট, দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত আরেকটা পথে এসে পড়লো ওরা। এতোদিন পথটা চোখে পড়েনি কেন, ভেবে অবাক হলো শেড। দু'ধারে ছোট-পাথরের স্তূপ থেকে মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে আছে বিশাল পাথরের চাঁই। কোন অনাদি কাল থেকে আছে ওগুলো ওখানে, ওভাবে, কেউ জানে না। খানিক দূর এগিয়ে চ্যাপ্টা একটা বড় পাথরের কাছে এসে শেষ হয়ে গেল পথ। ঢালের দিকে ঝুঁকে রয়েছে পাথরটা, তার ঠিক নিচেই মস্ত এক কালো গর্ত, কোনো গুহামুখ।

'এখনই চমকে উঠলে?' হেসে সঙ্গীদেরকে বললো বার্টা। 'এসো না ভেতরে, তারপর দেখবে অবস্থা।' সঙ্গে আনা মোম-বাতি একটা করে দিলো দুজনের হাতে। দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে নিলো সব ক'টাই।

মাথা নিচু করে গর্তে ঢুকে গেল বার্টা। দ্বিধা করলো শেড এক মুহূর্ত, গুহা কিংবা বদ্ধ জায়গার ব্যাপারে তার এক ধরনের আতংক রয়েছে। শেষে যা থাকে কপালে, ভেবে ঢুকে পড়লো সে-ও। মোম উঁচু করে দেখলো কি আছে, না আছে। বড়

একটা গুহায় ঢুকেছে ওরা। সামনে ঢালু হয়ে নেমে গেছে মেঝে, মোমের মৃদু আলোয় খানিক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, তারপর শুধু অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। অনেক নিচ থেকে আসছে পানির শব্দ।

বাতাস ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা। এক ঝলক বিশুদ্ধ বাতাস পরশ বুলিয়ে গেল শেডের মুখে। আরে! বাইরে থেকে আসছে মনে হচ্ছে! তার মানে বাতাস চলাচলের পথ আছে! গুহামুখটা ছাড়াও আরও কোনো ফাটল কিংবা সুড়ঙ্গ রয়েছে!

ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে চললো ওরা। সত্তর-আশি ফুট নিচে একটা মস্ত খাদের ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঝুঁকে, মোমের আলোয় নিচে কি আছে দেখার চেষ্টা করলো শেড, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। এক ধরনের অদ্ভুত হিসহিস শব্দ শোনা যাচ্ছে নিচে, সেই সঙ্গে মিশেছে চাপা গুড়গুড়, ভরপেট খেয়ে ঢেকুর তুলছে যেন কোন অজানা দৈত্য!

'আর মিনিট দশেক সময় পাবো আমরা,' বললো বান্টা। 'এর মাঝেই বেরিয়ে যেতে হবে, নইলে আর কোনোদিনই বেরোতে পারবো না।' গর্তের দিকে মোম বাড়িয়ে দিলো। 'দেখেছো, দেয়াল কি মসৃণ। পানির ঘষায় এমন হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে একই কাণ্ড ঘটছে, বোঝাই যায়। গতকাল খেয়াল করেছি, তিন ঘণ্টা পর পর আসে পানি। পাতালে কোনো কারণে হয়তো ফেঁপে ওঠে, চাপ সৃষ্টি হয়, প্রচণ্ড বেগে তখন গর্তের খোলা মুখ দিয়ে উঠে আসে পানি।

একেবারে ছাতে গিয়ে বাড়ি লাগে। মিনিট তিন-চারেক থাকে, তারপর আবার নেমে চলে যায়।'

'তাজ্জব কাণ্ড!' বিড়বিড় করলো ডিগার। 'জায়গাটার কথা শুনেছি। এটাই তাহলে সেই টকিং মাউনটেইন, ইনডিয়ানরা যার ধারে কাছে আসতে মানা করে। মৃত্যুফাঁদ।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলো বান্টা, 'মৃত্যুফাঁদই! পানির তোড়ে কামানের গোলার মতো তীব্র গতিতে উঠে আসে বড় বড় পাথর, গড়াগড়ি করে গুহার এপাশ থেকে ওপাশে, ওগুলোর মাঝে পড়লে পিষে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে। ...বাতাস আসছে, খেয়াল করছো? ওই যে দেখো,' ছাতের দিকে দেখালো বান্টা। ছোট ছোট ফোকরমতো দেখা যাচ্ছে, আবছা আলো আসছে ও-পথে, বাতাসও। 'ওগুলোর মুখ রয়েছে পাহাড়ের ঢালে, ঘাস আর ঝোপঝাড় ঘিরে রেখেছে, ফলে ভালোমতো খেয়াল না করলে দেখা যাবে না। পা ফসকে ওগুলোর যে-কোনোটাতে একবার পড়লে হয়, সড়াৎ করে নিচে এখানে এসে পড়তে হবে, তারপর বুঝতেই পারছো অবস্থা কি হবে!'

হঠাৎ বেড়ে গেল খাদের নিচের গুড়গুড় আওয়াজটা, সেই সঙ্গে হিসহিসও বাড়লো অনেকগুণ। কয়েক শো অজগর একসঙ্গে ফুঁসছে যেন!

'আসছে!' চেঁচিয়ে উঠলো বান্টা। 'চলো, চলো!'

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পা পিছলালো বান্টা। আরেকটু হলেই গড়িয়ে গিয়ে পড়তো খাদে, খপ করে তার এক হাত ধরে ফেললো শেড। আরেক দিক থেকে আরেক হাত ধরলো

রিগার। টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে এলো খাদের ধার থেকে। ওদিকে প্রায় এসে গেছে পানি।

'আম্নিব্বাপরে!' শব্দ করে শ্বাস ফেললো রিগার। 'এই কু-জায়গায় মানুষ আসে!'

শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই বেরিয়ে এলো ওরা বাইরে। ক্যাম্পে ফিরে এলো। ঘোড়ায় জিন পরাতে শুরু করলো শেড আর রিগার। তার জিনটা তুলে নিয়ে বান্টাও এগোলো একটা ঘোড়ার দিকে। 'আমিও যাচ্ছি! বসে থেকে থেকে বিরক্তি ধরে গেছে। আর পারবো না।'

'কিন্তু এখানে তোমার থাকা দরকার,' বললো শেড। 'কেউ আসে কিনা নজর রাখবে। গরু ধরে ছাপ মারতে পারবো আমরা দুজনেই। যদি দরকার হয়, মনে করি, তো কাল এসে নিয়ে যাবো তোমাকে। না কি বলো?'

কি ভেবে তর্ক করলো না বান্টা, থাকতে রাজি হয়ে গেল।

লাভার স্তর পেরিয়ে এলো রিগার আর শেড। জ্বালামুখের ভেতরে এসে ঢুকলো।

কড়া রোদ। কাজটাও কঠিন। দরদর করে ঘামছে দু'জনেই। দড়িতে বাঁধা পড়তে চাইছে না কিছুতেই বুনো গরুর পাল, যতো রকমে সম্ভব এড়িয়ে থাকতে চাইছে। কিন্তু বেশিক্ষণ এড়িয়ে থাকতে পারলো না, একের পর এক ধরা পড়তে থাকলো। ডজন খানেক ঘোড়া ধরেও ছাপ মারলো দু'জনে।

পর পর কয়েকদিন গরু আর ঘোড়া ধরলো ওরা, ছাপ মারলো। কয়েকটা ঘোড়াকে বশও মানিয়ে ফেললো রিগার।

তারপর একদিন বললো শেড, 'আগামীকাল বের করে নিয়ে যাবো এগুলোকে।'

'অনেক দেরি করে ফেললাম,' বললো রিগার। 'জো ভাববে।'

'না, ভাববে না। জানে তো, কি কাজ করতে এসেছি,' বললো বটে, কিন্তু নিজেও কথাটা বিশ্বাস করলো না শেড। বান্টা উদ্বিগ্ন হবেই। 'তুমি জানোয়ারগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করো, আমি ঘুরে আসি। দেখে আসি উপত্যকার অবস্থা।'

অনেক রাতে উপত্যকায় এসে পৌঁছলো শেড। একটা ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাকালো যেদিকে যতদূর চোখ যায়। কিছুই চোখে পড়লো না। বার বার তাকালো মেসার দিকে, কিন্তু সেদিকেও সন্দেহজনক কিছু নেই।

রাত দুপুরে জ্বালামুখে আবার ফিরে এলো শেড। রিগার ঘুমিয়ে পড়েছে। শব্দ শুনে চোখ মেললো একবার, শেড আর জনার ওপর চোখ বুলালো, পরক্ষণেই আবার চোখ বন্ধ করে নাক ডাকাতে শুরু করলো।

আগুনে ফুটো ফেললো শেড। কফি তৈরি করে কাপে নিয়ে গোটা দুই বিস্কুট বের করে কফিতে ভিজিয়ে খাওয়া শুরু করলো। খেতে খেতেই ভাবছে। রড কলিনসের কথাই মনে এলো প্রথমে। কে লোকটা? কোথা থেকে এসেছে? পুব অঞ্চলের লোক বলেই মনে হয় দেখে, কিন্তু পশ্চিমাদের মতো গরু পোষা আর র‍্যাঞ্চের কাজ শিখলো কোথায়?

খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লো শেড। কিন্তু ঘুম এলো না। ভাবনা যাচ্ছে না মন থেকে।

রাতে ভালো ঘুম হলো না শেডের, রিগারের আগেই উঠে পড়লো। ডেকে তুললো রিগারকে। সূর্য উঠি উঠি করছে তখন।

গরু আর ঘোড়ার পালকে এনে উপত্যকার তৃণভূমিতে ছেড়ে দিলো ওরা। তারপর ফিরে এসে উঠলো মেসার মাথায়। ওদেরকে দেখে দ্রুতহাতে আগুন জ্বাললো বাণ্টা, খাবার তৈরি করলো। শেড আর রিগারকে খাওয়া শেষ করার আগে একটা প্রশ্নও করলো না। খাওয়া শেষ হলো, তারপর এক এক করে জেনে নিলো, কেন এতো দেরি হয়েছে তাদের, গরুঘোড়া কত-গুলো জড়ো করেছে, কোথায় ছেড়েছে, ইত্যাদি।

'তারপর, তুমি কেমন আছো?' জিজ্ঞেস করলো শেড।

'ভালো,' বললো বাণ্টা। 'গতরাতে শহরে গিয়েছিলাম।'

ঝট করে মুখ তুললো শেড আর রিগার। প্রায় একই সঙ্গে বললো, 'কোথায় গিয়েছিলে।'

'সোলড্যাডে', সহজ কণ্ঠে বললো বাণ্টা। 'শুয়ে বসে থেকে আর ভাল্লাগছিলো না, শেষে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েই পড়লাম। শহরের পরিস্থিতি কেমন, জানার কৌতূহলও হচ্ছিলো খুব। অনেক পরিবর্তন হয়েছে ওখানে।'

'কী!' উত্তেজনায় কাঁপছে শেডের গলা।

'নিজের মতো করে সব গুছিয়ে নিচ্ছে কলিনস, দু'হাতে টাকা খরচ করছে। গ্রিজলিকে মারশাল বানিয়েছে। আউট-ল'দের খুঁজছেন এখন মারশাল সাহেব, ধরতে পারলেই মৃত্যু-দণ্ড দেবেন। বুঝতে পারছো তো, কাদের খুঁজছে? আমা-দেরকে। গোপনে পল হারম্যানের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, সে-ই

এতো সব খবর জানিয়েছে। লড়াইয়ের পর থেকে নাকি আর র‍্যাঞ্চের বাইরে পা রাখেনি লুনা। কলিনসও মাত্র একবার বেরিয়েছে। ও হ্যাঁ, বিচারকদের আনতে লোক পাঠিয়েছে কলিনস। সব দোষ নাকি তোমার ঘাড়ে চাপানোর তালে আছে সে।'

'আমার ঘাড়ে!'

'হ্যাঁ। তুমিই নাকি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে তুলেছো কার্টিস আর ফারেলকে, ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছো।' শেডের দিক থেকে চোখ ফেরালো বাণ্টা। 'শুনলাম, এল এল র‍্যাঞ্চে শিগগিরই একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হবে।'

জ্বলন্ত কয়লার দিকে চেয়ে রইলো শেড। তাহলে সব শেষ! তার স্বপ্নের শেষ এখানেই! কিন্তু কি করতে পারে সে? লুনা যদি তার সাহায্য চাইতো, হয়তো একটা কিছু করতে পারতো, কিন্তু ও তো এগিয়ে আসছে না। আরেকটা ব্যাপার, তাকে আউট-ল বানিয়ে ফেলবে কলিনস, এটা একেবারেই আশা করেনি শেড। আর চুপ করে থাকা যায় না, কিছু একটা করা দরকার!

'আরও কিছু ব্যাপার ঘটেছে,' বললো আবার বাণ্টা। 'টম লেভিটের মনে নাকি শান্তি নেই। শহরের মারশাল বনেছে গ্রিজলি, এল এল র‍্যাঞ্চের নতুন ফোরম্যান হয়েছে ডিন ফরেস্ট। বি সি-র ফোরম্যান বানানো হয়েছে পিট চাজিনকে, অথচ সেটা হওয়ার কথা লেভিটের। তাছাড়া, লেভিটের ব্যাপারটা বিবেচনা করা হবে, একথাও নাকি বলেছে কলিনস। "বিবে-

চনা'' মানে কি ? লেভিটের জায়গায় এখন আমি হলে কি করতাম জানো ? রাতের বেলা ঘোড়ায় চেপে সোজা পালিয়ে যেতাম শহর ছেড়ে। কিন্তু সে ভাগছে না। বুঝতে পারছে কিনা কিছু, তা-ই বা কে জানে!' শেডের দিকে তাকালো সে। 'ডেপুটি ইউ এস মারশালই আসুক, বা শেরিফই আসুক, খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করবে না ওরা, বেশি গভীরে যাওয়ার চেষ্টাই করবে না। যেন-তেন প্রকারে কিছু একটা করেই চলে যাবে। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

নিজেদের অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে শেড। কলিনসকে এখন ঠেকানো যায়, যদি শেড নিজে গিয়ে কোনোভাবে দেখা করতে পারে বিচারকের সঙ্গে। এখানকার অনেকগুলো তৃণভূমি তার, এটা সে প্রমাণ করতে পারবে সহজেই, কারণ রেজিস্টার অফিসে দলিলের নকল রয়েছে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎই একটা বুদ্ধি এলো শেডের মাথায়। হ্যাঁ, তা-ই করবে সে! এটাই একমাত্র পথ!

'তোমার গরুর ব্যাপারেও জোর আলোচনা চলেছে শহরে,' আগের কথার খেই ধরলো বান্টা। 'লোকে বলাবলি করছে, গোপনে নাকি এক পাল গরু এনে লুকিয়ে রেখেছো পাহাড়ের ভেতরে। কিভাবে লোকের চোখ এড়িয়ে এনেছো, এটা এক মস্ত রহস্য তাদের কাছে।'

দ্বিধা করলো শেড, তারপর বলেই ফেললো, 'আচ্ছা, এল এল র‍্যাঞ্চে মূল বাড়িটা থেকে দূরে যে ছোট্ট একটা কেবিন আছে, তাতে কি রাখা হয় জানো ?'

'না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো বান্টা। 'সবাইকে নাকি ওই কেবিনের কাছে যেতে দেয়া হয় না। তাই না, রিগার ?'

'হ্যাঁ,' বান্টার কথায় সায় দিলো রিগার। 'শুধু রড যায় ওখানে। আমার মনে হয় ডিন ফরেস্ট কিছু জানে, রোভারও।'

'হুঁ।' আপন মনেই মাথা দোলালো শেড। কি করতে হবে, বুঝে গেছে। কিন্তু তার জন্যে সময় দরকার, ততোক্ষণ বেঁচে থাকবে তো ? নিশ্চয় তাদের তিনজনকে 'দেখা-মাত্র-গুলির' নির্দেশ দিয়ে রেখেছে কলিনস। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হবে, আর কোনো উপায় নেই।

পরদিন সকালে জিন হাতে নিয়ে আপালুসার দিকে এগোতে গিয়েও থেমে গেল শেড। না। ওটায় চড়ে যাওয়া উচিত হবে না। এক মাইল দূর থেকেও ঘোড়াটাকে চিনতে পারবে শত্রুরা, তার চেয়ে ওদের অচেনা একটা নতুন ঘোড়া নেয়া যাক।

চমৎকার একটা মাদী ঘোড়া জালামুথ থেকে ধরে এনেছে রিগার, পোষ মানিয়ে ফেলেছে। জনার মতো ছুটতে পারবে না, কিন্তু রুক্ষ পাহাড়ী অঞ্চলে বেশ কাজে দেবে। ওই ঘোড়াতেই জিন পরালো শেড।

সচরাচর যে পথে সোলড্যাডে গিয়েছে, সেই পথ বাদ দিয়ে ঘুরপথে চললো। গিরিপথ আর গাছপালার আড়ালে আড়ালে শহরের একেবারে কাছাকাছি চলে যেতে পারবে, কেউ যদি চোখ রেখেও থাকে, দেখতে পাবে না তাকে।

সুন্দর সকাল। ফুরফুরে বাতাসে দোল খাচ্ছে পাইন আর

সিডারের ডাল, নেশা ধরানো গন্ধ ছড়াচ্ছে। প্রকৃতি এখানে এতোই সুন্দর, সব কিছু ভুলে গিয়ে মাঝে মাঝেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরছে শেড ভালো করে দেখার জন্যে। অবশ্য খুব একটা তাড়াহুড়াও নেই তার, ঘুরপথে যেতে অবশ্যই সময় লাগবে, কিন্তু রাতের আগে শহরের কিনারে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই হলো। লুকিয়ে অপেক্ষা করবে কোনো একটা জায়গায়, অন্ধকার নামলেই ঢুকে পড়বে।

সেই পাহাড়টার ঢালে ঠিক সেই জায়গাটায় এসে ঘোড়ার রাশ টানলো শেড, দিন কয়েক আগে যেখান থেকে জমিদারের মতো তার জমি তদারক করেছিলো, ঢাল বেয়ে নেমে গিয়েছিলো হীরোর মতো, দেখা হয়েছিলো লুনা লোপেজের সঙ্গে। সেদিনে আর আজকে কত তফাৎ!

দূরে দিগন্তের সীমায় যেন লুটিয়ে আছে সোলড্যাড, বাতাস এতোই পরিষ্কার, ঘরবাড়ির চিমনি দিয়ে যে ধোঁয়া উঠছে, সেটাও এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত নিলো শেড, লুনা লোপেজের সঙ্গে দেখা করবে। যদি তার সঙ্গে আসতে রাজি হয় মেয়েটা, নিয়ে আসবে, আজই। তবে কেবিনে কি আছে না দেখে ফিরবে না। কেন এতো সতর্কতা ওই কেবিনের ব্যাপারে? কি রেখেছে ওখানে কলিনস আর ফরেস্ট?

ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো শেড। এখানেই বাকি দিনটা কাটিয়ে দেবে। শহর থেকে মাইল ছয়েক দূরে, কয়েক শো' ফুট ওপরে রয়েছে সে। পাইনের ঘন জঙ্গল এখানে, ছায়া আছে

প্রচুর। চাইকি, খানিকক্ষণ দিবানিদ্রাও দিয়ে নিতে পারবে।

ঘোড়াটাকে বেঁধে একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসলো শেড। শহরের দিকে চেয়ে আছে, ভাবছে। পল হারম্যানের স্টোরের চিমনি দেখা যাচ্ছে। 'আচ্ছা। হারম্যানকে কতোখানি বিশ্বাস করা যায়। তার ওই "নিতান্ত ভালোমানুষী" আচরণের পেছনে কোনো শয়তানী লুকিয়ে নেই তো। দূর, কি যা তা ভাবছে।' নিজেকে ধমক দিলো শেড। 'লুনার মনে কোনো কুমতলব আছে কিনা, সেটাও ভাবতে শুরু করবে হয়তো এখন।'

এল এল র‍্যাঞ্চ দেখা যাচ্ছে। চিমনি থেকে অলস ভঙ্গিতে আকাশে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। পথঘাট বড় বেশি নির্জন। এতো শান্ত কেন শহরটা? নানা রকম ভাবনা আবার ঘুরে ফিরে আসতে শুরু করলো শেডের মনে, অথচ আসা উচিত নয়।

পনেরো

'এরপর থেকে শুধু শান্তি আর শান্তি,' লম্বা ডাইনিং টেবিলের মাথার কাছে বসেছে কলিনস। 'উপত্যকায় শান্তি। খুনখারাপী নয়, কোনো রকম গোলমাল নয়। তোমাদের কোনো ভাবনাই থাকবে না।'

'শুধু তোমাকে বিয়ে করার ভাবনা ছাড়া,' মনে মনে বললো লুনা। জিম চুপ করে রইলো।

'ফারেল আর কার্টিস যা করেছে, তার ফলও পেয়েছে।' লুনার দিকে ফিরলো কলিনস। 'কপাল ভালো, সেদিন ঠিক সময়ে তোমাকে হুঁশিয়ার করতে পেরেছি। গরমে কাজ করতে করতে এমনিতেই মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিলো রাখালদের, লাগার ছুঁতো খুঁজছিলো খালি। এই ভয়ই করছিলাম আমি।'

'ভয়!' মনে মনেই বললো লুনা। 'নাকি জানতে?'

'আমার মনে হয়,' বলে চললো কলিনস, 'শেড মেরন মারা গেছে। মারামারি করতে গিয়ে গুলি খেয়েছে, তারপর কোথাও গিয়ে পড়ে মরেছে। তা না হলে এভাবে নিখোঁজ

হয়ে যেতো না। এমনও হতে পারে, আহত হয়ে পড়ে আছে, তাই আসতে পারছে না, ভালো হলেই চলে আসবে। আর এলেই মরবে মারশাল টাগোরার হাতে। লুনা, বুঝতে পারছো তো কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তোমার? শহরের একজন মাথা,' আত্মগর্বে হাসলো সে। 'আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তোমার আর জিমের সম্মান প্রতিপত্তি সবই বেড়ে যাবে।'

'চোরেরা বড় বড় কথা বললে গা জ্বালা করে আমার,' শান্তকণ্ঠে বললো লুনা। 'নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় দুর্বল চরিত্রের লোকেরা।'

'ঠিকই বলেছো,' নির্লজ্জের মতো হাসলো কলিনস। 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, শেড আর তার দুই গুণ্ডাকে শেষ করে দেয়া হবে শিগগিরই। তারপর সুখে থাকবে এখানকার লোক। আমি, তুমি, সবাই। হয়তো বলবে, আমাকে তুমি দেখতে পারো না। ওসব ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ের পর স্বামীকে পছন্দ না করে আর উপায় কি? কেন বুঝতে পারছো না, ছোটখাটো একটা রাজ্য চালাবো আমরা? সবচেয়ে কাছের শহরটাও এখান থেকে অনেক দূরে। আইন থাকবে আমাদের হাতে, সব ক'টা র‍্যাঞ্চের মালিক আমরা, আর কি চাই?'

'এতো কিছুর পরেও পার পাবে তুমি ভাবছো?' বলে উঠলো জিম। 'শেড মেরনকে খুব বেশি হেলাফেলা করছো তুমি। উচিত হচ্ছে না। ও আসবেই।'

'আমিও তো তাই চাই। ও এলে খুশিই হবো,' এক মুহূর্ত থামলো কলিনস। 'ওকে নিজের হাতে খুন করবো আমি। ওই

আনন্দের ভাগ আর কাউকে দেবো না।'

দরজায় টোকা দিলো কেউ। কলিনসের বড় বড় কথায় বাধা পড়লো বলে খুশিই হলো লুনা।

পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো উইং টাগোরা। 'বস্, একটা খবর আছে। আরো কিছু গরু দেখা গেছে…গুড ফার্ম ব্র্যাণ্ড।'

'আরো!…মানে!' ভুরু কুঁচকে গেছে কলিনসের।

'পঞ্চাশ-ষাটটার কম না। সবগুলো মোটাতাজা, নতুন ছাপ মারা হয়েছে।'

'কতো নতুন?'

'এই বড়জোর দু'তিন দিন আগের ছাপ। কোত্থেকে আসছে ওগুলো, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, বস্। শেড মেরনের কাজ… কিন্তু কোথায় আছে সে? গরু পাচ্ছে কোথায়?'

'সেটা জানা দরকার, উইং। তোমার ওপরই ভার দিলাম, খুঁজে বের করো।'

'কিন্তু শহরের কি হবে? এখানে ডিউটি দেবে কে?'

'জন তিনেক ভালো লোক খুঁজে নাও। শহর দেখবে ওরা।'

টাগোরা চলে গেল। কিন্তু খোশগল্পের মেজাজ হারিয়েছে কলিনস। হাসি হাসি ভাবটা চলে গেছে চেহারা থেকে। চোখে চোখে তাকালো ভাই-বোন, সামান্য একটু মাথা ঝোঁকালো জিম, নিরবে কথা হয়ে গেল দু'জনের মাঝে।

খাবারের প্লেটগুলো ঠেলে সরিয়ে রাখলো কলিনস। 'ফিরে এসে খাবো,' বলে উঠে দরজার দিকে রওনা হলো। পাল্লার হাতলে হাত দিয়েই ফিরে তাকালো। 'মেরন যেন না মরে থাকে,

সেই দোয়াই করছি। ওকে নিজের হাতে মারবো আমি। ওর মৃত্যুযন্ত্রণা নিজের চোখে দেখবো।'

'রন্ড,' মোলায়েম গলায় বললো লুনা, 'সে-চেষ্টাও করতে যেও না। ওর সঙ্গে যে পারবে না, সেটা তুমি ভালোই জানো।'

কাছাকাছি থাকলে লুনাকে ঠিক চড় মেরে বসতো কলিনস। হাতল ছেড়ে দিয়ে এক পা সামনে বাড়লো সে। 'বড় বেশি ভক্তি দেখছি শেডের ওপর! সেটা ভেঙে দেবো,' জোর করে নিজেকে শান্ত রাখছে কলিনস। 'ওকে পরোয়া করি না আমি।'

'তাহলে ওকে নিয়ে এতো মাথা ঘামাচ্ছো কেন?' খোঁচা মারার লোভ সামলাতে পারলো না লুনা। 'রোভার আর টাগোরাকে বলে রাখলেই তো হয়, শেডকে দেখলেই খতম করে দেবে।' হাসলো সে।

আর একটা কথাও বললো না কলিনস, গটমট করে বেরিয়ে গেল।

বোনের দিকে তাকালো জিম। 'লুনা, ওর সঙ্গে ওভাবে আর কথা বলিস না। চাহনি দেখেছিস? তোকেও খুন করতে হাত কাঁপবে না। ও পাগল!'

মাথা নাড়লো লুনা। 'ঠিকই বলেছো। কিন্তু এতো বেশি বড় বড় কথা বলে, সইতে পারি না। বেশি ফুলে গিয়েছিলো, হাওয়া একটু বের করে দিলাম।'

'লুনা, আমার ভয় লাগছে! আমার জন্যে না, তোর জন্যে!'

'ভাই, আমাদের কিছুই করার নেই?'

'কি করবো? চেষ্টা করেছিলাম। ও আমার আগে আগে

হাঁটছিলো। পিস্তলে হাত দিলাম, কি করে জানি টের পেয়ে গেল ব্যাটা। পাঁই করে ঘুরলো, হাতে পিস্তল। আমারটা তখনও খাপ থেকেই বের করে সারতে পারিনি। বুঝলাম, পারবো না ওর সঙ্গে।'

চুপ করে রইলো দুজনে, অনেকক্ষণ। হঠাৎ মাথা তুললো জিম, 'লুনা, তোর কি মনে হয়? শেডকে ভয় পায় ও?'

'নাহ্, মনে হয় না। কোনো কিছুকেই ভয় পাওয়ার লোক ও নয়। তবে, শেডকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছে।'

'আচ্ছা, শেড ওই গরু পায় কোথায়, বলতো। নিজেই বা থাকে কোথায়? মাঝে মাঝে যেন একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।'

কোনো জবাব দিতে পারলো না লুনা, শেডের কাজ-কারবারে সে নিজেও অবাক। কোথায় আছে এখন লোকটা? 'শেডকে তোমার কেমন মনে হয়, ভাই?'

'খুব ভালো,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো জিম। 'বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, নিষ্ঠুর নির্দয় একটা লোক, কিন্তু ভেতরে শিশুর মতো কোমল একটা মন। বেশি একলা, ওর জন্যে মায়া হয় সেজন্যেই।' উঠে দাঁড়ালো সে। বোনের কাঁধে হাত রাখলো। 'লুনা, পারলে ওর কাছে চলে যা। শেডের চেয়ে ভালো মানুষ আর পাবি না।'

বেরিয়ে গেল জিম।

বাইরে অন্ধকার। নিরব, নিথর হয়ে আছে যেন রাতটা। বাংকহাউসে আলো দেখা যাচ্ছে। ফায়ারপ্লেসের ধূসর ছাইয়ের

ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে জ্বলন্ত লাল কয়লা। ঠিকই বলে গেছে জিম, শেডের চেয়ে ভালো লোক আর পাবে না লুনা। কিন্তু শেডকে পাচ্ছে কোথায় সে? কোথায় আছে এখন, তাই তো জানে না। আচ্ছা, কলিনসকে যদি ঠেকাতে না পারে, বিয়ে হয়েই যায় তার সঙ্গে, কি ঘটবে? পয়লা সুযোগেই জিমকে খুন করবে কলিনস, এল এল র‍্যাঞ্চ দখলের ব্যাপারে আর তখন বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হবে না শয়তানটাকে। তারপর? লুনার প্রতি আকর্ষণ চলে যাবে একদিন, তখন তাকেও...

আর ভাবতে পারলো না লুনা।

ষোলো

বিকেলের দিকে উঠে আরও সুবিধেমতো একটা জায়গায় চলে এলো শেড। আরাম করে একটা জায়গায় বসে ফিল্ড গ্লাস চোখে ঠেকালো। পরিষ্কার দেখা গেল এল এল র‍্যাঞ্চ।

নিঃসঙ্গ কেবিনটা দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে তাকিয়ে থাকলো শেড, কিন্তু কোনো প্রাণের সাড়া চোখে পড়লো না। নির্জন, পরিত্যক্ত যেন। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না, একবারও ওটার দিকে যেতে দেখা গেল না কাউকে। কিন্তু ভেতরে কিছু একটা আছে, যা খুবই মূল্যবান কলিনসের কাছে, নইলে সারাক্ষণ ওটার ওপর নজর রাখার কোনো দরকারই ছিলো না। নজর যে রাখা হচ্ছে, বুঝতে পারছে সে।

আস্তাবলের কাছে কাজ করছে একজন, সে-ই চোখ রাখছে কেবিনের ওপর। ভালোমতো দেখে বুঝলো শেড, র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে কেবিনের দরজা চোখে পড়বে না, কারণ দৃষ্টিপথে আস্তাবলটা একটা বাধা, তাছাড়া রয়েছে উঁচু উঁচু কয়েকটা খড়ের গাদা।

সাঁঝ ঘনাচ্ছে। আস্তাবলের সামনে কাজ করছিলো যে, সে চলে গেল, তার জায়গায় এলো ডিন ফরেস্ট। কোমরের দু'পাশে ঝুলছে পিস্তল।

র‍্যাঞ্চ হাউসের বারান্দায় বেরোলো জিম লোপেজ। তাকে দেখেই পায়ে পায়ে এগোলো ফরেস্ট। কয়েক মিনিট বারান্দায় থাকলো জিম, পায়চারী করলো, তারপর আবার ভেতরে চলে গেল। আগের জায়গায় ফিরে গেল ফরেস্ট। বোঝা গেল, নিজের বাড়িতেই নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে জিমকে।

সাঁঝের আবছা আলোও মুছে গেল এক সময়, তারা ফুটলো আকাশে। পর্বতের ওপারে কালো মেঘ, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে, একের পর এক তারা ঢেকে দিয়ে এগিয়ে আসছে এদিকে। বহু দূর থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে চাপা গুমগুম একটা শব্দ, বজ্রের গর্জন। ঝড় আসবে, নাকি খানিকক্ষণ ধমক-ধামক দিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও?

ফরেস্টকে ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না র‍্যাঞ্চ হাউসের আশেপাশে। জানালায় আলো জ্বলেছে, কচিৎ এক-আধটা ছায়া দেখা যাচ্ছে পর্দার ওপাশে। কোরালের কাছে বাঁধা শাদা ঘোড়াটা, সেই বিকেল থেকে একই জায়গায় রয়েছে।

নিরব হয়ে আছে আশপাশটা। আশ্চর্য রকম শান্ত। জানালা থেকে আলো এসে তেরছা হয়ে পড়েছে মাটিতে, কোরালে বাঁধা ঘোড়া খড় চিবুচ্ছে অলস ভঙ্গিতে, বাংকহাউসে ম্লান আলো, এ-সবের মাঝে ফরেস্টের আবছা মূর্তিটা কেমন যেন বেমানান।

উঠে পড়লো শেড। ঘোড়ার বাঁধন খুলে পিঠে চড়তে গিয়েও থেমে গেল। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আজ রাতে, অনুভূতিই বলছে শেডের। অশান্ত হয়ে উঠেছে মন, উদ্বিগ্ন করে তুলছে তাকে। ঘোড়ার পিঠে চড়লো না সে, লাগাম ধরে টেনে নিয়ে এগোলো।

র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছনে একটা নাবাল জায়গা, বেশি বৃষ্টি হলে পানি জমে, বালিময়, ওখানে এসে দাঁড়ালো শেড। কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলো দীর্ঘ এক মুহূর্ত। তারপর ঘোড়াটাকে আবার টেনে নিয়ে এলো আস্তাবলের পেছনে, অন্ধকারে। লাগাম ছেড়ে দিলো, নিঃশব্দে হাত বোলালো ঘোড়ার মুখে, গলায়। যা বোঝার বুঝে নিলো ঘোড়া, সহজে আর নড়বে না ওই জায়গা ছেড়ে।

টেনেটুনে খাপের ভেতরে আলগা করে নিলো পিস্তল, তারপর নিঃসঙ্গ কেবিনটার দিকে ফিরলো শেড। কুঁজো হয়ে আস্তাবল আর কেবিনের মাঝের খালি জায়গাটা পেরিয়ে এলো, গা ঢাকা দিলো কেবিনের ছায়ায়। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মিনিট, কান খাড়া, কিন্তু কোনো শব্দ পেল না কেবিনের ভেতর থেকে।

ফিসফিস করে কানাকানি করে গেল যেন এক ঝলক বাতাস। র‍্যাঞ্চ হাউসে ডিশ-প্লেট গায়ে গায়ে বাড়ি লাগার শব্দ হলো। দূরে মেঘ ডাকলো আবার। পর্বতের দিক থেকে ধেয়ে এলো জোরালো বাতাস, উঠনের শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে গেল একপাশ থেকে আরেক পাশে।

দরজার দিকে পা বাড়ালো শেড। দুরুদুরু করছে বুক। নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস নিয়ে উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করলো সে।

মাথার ওপর চলে এসেছে এখন কালো মেঘ, অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। বাড়ছে মেঘের গুড়ুগুড়ু, খাঁচায় আটকা পড়েছে যেন বুনো সিংহ, গজরাচ্ছে। দরজার নব-এ হাত রাখলো শেড। নবটা ঠাণ্ডা, আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, তারই প্রমাণ। ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল, বাঁ হাতে মোচড় দিলো নব-এ। ঘুরলো না নব, তালা দেয়া।

আস্তে করে নব থেকে হাত সরিয়ে আনলো শেড। অস্বস্তি বোধ করছে ভীষণভাবে। অদম্য হয়ে উঠেছে উত্তেজনা। র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকালো একবার, কোনো নড়াচড়া নেই। ফরেস্টকেও দেখা যাচ্ছে না, কোনো কারণে বাংকহাউসে গিয়ে ঢুকেছে হয়তো।

যা করার, আজ, এখনই করতে হবে, নিজেকে বোঝালো শেড। আর সুযোগ পাবে কিনা, সন্দেহ। ওই তালা দেয়া নবের ওপাশে রয়েছে তার অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব। জানতে চাইলে, আজই জানতে হবে।

বাংকহাউসের জানালা দিয়ে আলো আসছে, এখনও কি ভেতরেই রয়ে গেছে ফরেস্ট? ছলাৎ করে কে জানি পানি ছুঁড়ে ফেললো বাইরে। আবার নব চেপে ধরে জোরে মোচড় দিলো শেড, একই সঙ্গে কাঁধ দিয়ে চাপ দিতে লাগলো দরজায়। পুরনো কেবিন, দরজাও পুরনো, ভেঙে ফেলার চেষ্টা

করছে সে।

দরজাও ভাঙলো না, তালাও খুললো না, খানিকক্ষণ ঠেলে-ঠুলে সরে এলো শেড। জোরে জোরে দম নিলো কয়েকবার, তারপর আবার চেষ্টা চালালো। চড়াৎ করে একটা শব্দ হলো দরজায়, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে সরে এলো সে। র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকালো।

কেবিনের ভেতরে কোনো শব্দ নেই, র‍্যাঞ্চ হাউস থেকেও কোনো রকম অস্বাভাবিক আওয়াজ শোনা গেল না। কিন্তু নড়লো না শেড, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। কয়েক মিনিট অপেক্ষার পরও কিছু ঘটলো না দেখে আবার দরজায় কাঁধ রাখলো সে, ধাক্কা দিলো। চাপ লেগে আগেই ভেঙে গেছে তালার কাছের কাঠ, ধাক্কা লাগতেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল। ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো শেড, হাত-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে সোজা হলো আবার। গুলি করার জন্যে তৈরি। কিন্তু না, কিছুই ঘটলো না এবারেও।

অন্ধকার ঘরে দেখার চেষ্টা করলো শেড, কিন্তু কিছুই চোখে পড়লো না প্রথমে। খোলা দরজা দিয়ে অতি আবছা ধূসর আলো এসে পড়েছে, আস্তে আস্তে ঘরের জিনিসপত্র আবছা-মতো দেখা গেল। একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে একটা চেয়ার, পুরনো একটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটা শূন্য কাঠের গামলা। আরেক পাশে একটা চারপায়ার ওপরে অগোছালো ছেঁড়া বিছানা। এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে অনেকগুলো কাঠের বাক্স, একটার ওপর আরেকটা।

আর কিছু নেই ঘরে, নিরাশই হলো শেড। বাক্সের ভেতরে কি আছে? পায়ে পায়ে সেদিকে এগোলো সে।

বাক্সের ডালা বন্ধ। ছুরি বের করে সবচেয়ে ওপরের বাক্সটার ডালার ফাঁকে ঢুকিয়ে সাবধানে চাড় দিলো শেড, যাতে ছুরিটা না ভাঙে। মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে পেরেক ছুটে গেল, ফাঁক হলো ডালা। আঙুল ঢুকিয়ে ওপর দিকে হ্যাঁচকা টান মারলো, সে, অনেকখানি উঠে গেল একদিকের তক্তা। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো। চটের আবরণ ঠেকলো হাতে, তার নিচে রয়েছে ছোট ছোট চারকোণা কৌটা, থরে থরে সাজানো। গোটা তিনেক কৌটা বের করে আনলো। একটা কৌটা খুলে গন্ধ নিয়েই চমকে গেল। তাহলে এই ব্যাপার! দীর্ঘ এক মুহূর্ত অন্ধকারের দিকে চেয়ে ভাবলো শেড। লুনার কাজ? না, তা হতে পারে না। জিম? কি জানি।

তিনটে কৌটাই পকেটে রেখে দিলো শেড। চেপে বাক্সের ডালা আবার নামিয়ে দিলো, আগের মতো, যাতে বোঝা না যায় খোলা হয়েছে। আর কিছু দেখার নেই এখানে। বেরিয়ে এলো সে, টেনে ভেজিয়ে দিলো পাল্লা।

দ্রুত ঘোড়াটার কাছে ফিরে এলো শেড। আগের জায়গায়ই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আপালুসা। ওটার কাঁধে আস্তে করে চাপড় দিয়ে আবার ঘুরলো। আস্তাবল ঘুরে পায়ে পায়ে এগোলো র‍্যাঞ্চ হাউসের জানালার দিকে। ঠিক হচ্ছে না বুঝতে পারছে সে, সুযোগ থাকতে থাকতেই পালানো উচিত, কিন্তু লুনাকে এক নজর দেখার ইচ্ছেটা রোধ করতে পারছে না কিছু-

তেই। যদি কোনোভাবে রাজি করিয়ে সঙ্গে নেয়া যায় তাকে?

জানালা দিয়ে সাবধানে ভেতরে উঁকি দিলো শেড। ডাইনিং রুম। বিশাল ডাইনিং টেবিলে বসেছে মাত্র তিনজন মানুষ, লুনা, তার পাশে জিম, টেবিলের মাথার কাছে কলিনস।

'...এটাই আমার শেষ কথা,' বলছে কলিনস। 'এই বাড়িতেই বিয়ে হবে আমাদের, আগামী সোমবার।'

'এসব করে পার পাবে না তুমি, রড!' রাগের চেয়ে হতাশাই বেশি স্পষ্ট জিমের গলায়। 'লুনা দু'চোখে দেখতে পারে না তোমাকে, ঘৃণা করে। এর পরেও তাকে ঘরে তুলতে চাও? কেমন মানুষ তুমি?'

'তোমার মতো নিশ্চয় নই। অনেক রকম মানুষ আছে দুনিয়ায়। কেউ চায় তার বৌ তাকে ভালোবাসুক, কেউ চায় ঘৃণা করুক। শেষেরটাই ভালো। কোনো মেয়েমানুষ তোমাকে ভালোবাসলে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না, সে কোনো অন্যায় করলেও পিটিয়ে তাকে শায়েস্তা করতে বাধবে। ওসব ভালোবাসাবাসির ন্যাকামি মেয়েদের জন্যে, পুরুষ থাকবে পুরুষের মতো, সে ন্যাকামি করতে যাবে কেন? আমি চাই, আমার বউ আমাকে ঘৃণা করুক, আমার মৃত্যু কামনা করুক। খাঁচায় পোরা বাঘকে কি করে বশ করে ট্রেনার, দেখোনি? চাবুক মেরে! বুঝেছো, সেটাই আমার পছন্দ।'

'তুমি বদ্ধ উন্মাদ!' বিড়বিড় করলো জিম।

'হয়তো,' কাঁধ উঁচু করলো কলিনস। 'কিন্তু দুনিয়ায় কে পাগল নয়? সবাই কোনো না কোনো ব্যাপারে পাগল। নাটক-

নভেল খুব বেশি পড় তুমি, জিম,' হাসলো সে। 'তবে একদিন শিখবে। আমাদের সঙ্গে থাকলে সবই শিখবে একদিন।' কফির কাপে চুমুক দিলো কলিনস। 'লুনাকে বিয়ে করবো ভাবতে ভালোই লাগছে আমার। সুন্দরী, স্মার্ট, যদি কখনও বিপদে পড়ি আমাকে সাহায্য করতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমার বিপক্ষে যাবে না সে, স্বামীর বিপক্ষে কি আর কেউ যেতে চায়? তুমিও যাবে না, কারণ লুনা তোমার বোন। তাছাড়া,' ভ্রূকুটি করলো সে, 'আমিও চাই না, আমার শালা ভিখিরি হয়ে থাকুক। ব্যবসাটা ধরিয়েছি তো সেজন্যেই।'

'তোমার ব্যবসার নিকুচি করি...,' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে গেল জিম।

'আরে না না,' হাত নাড়লো কলিনস। 'আমার সঙ্গে এখন গোলমাল করা সাজে না তোমার। অনেক বেশি জড়িয়ে পড়েছো, জানোই তো। মানুষ খুনের অপরাধ, মস্ত অপরাধ, তার ওপর এখন এই চোরাচালানীর ব্যবসা। আরে, আমাকে বলতে দাও। হ্যাঁ, এমন ভাবে সব কিছু করেছি আমি, যদি কখনও বোকামি করে বসো, পুলিসকে বলে দাও, ওরা তোমাকেই ধরবে ক্যাঁক করে, সব কিছুই যাবে তোমার বিপক্ষে, আমার টিকিও ছুঁতে পারবে না ওরা, সব ব্যবস্থা সেভাবেই করে রেখেছি। সাক্ষী প্রমাণ সব তৈরি আছে,' থামলো সে, জিমের অসহায় অবস্থা উপভোগ করছে। 'আর যদি বা কোনোভাবে খুনের অপরাধ থেকে বেঁচে যাও, বিশ বছর জেল ঠেকাতে পারবে না কিছুতেই। বললে খারাপ শোনাবে, তোমার বোনকেও ফাটক

খাটতে হবে বিশ বছর। কাজেই বুঝে দেখো। আর তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার রয়েছে, তোমাদের বাবা, যদি হঠাৎ করে একদিন জানতে পারে, সে একটা ওপিয়াম-চোরাচালানী-চক্রের নেতা, কি অবস্থা হবে তার, বোঝো। উন্নত শির কোথায় লুটাবে? তার দুর্বল হার্টের কি অবস্থা হবে?'

'বাবার কথা ভেবেই কিছু বলছি না তোকে, কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত চাপলো জিম। হাত দুটো তুলে আনলো টেবিলের নিচ থেকে। 'নইলে খালি হাতেই তোকে পিটিয়ে মারতাম।'

হাসি এক বিন্দু মলিন হলো না কলিনসের। 'পারবে না, জিম। তোমার চেয়ে আমার গায়ে অনেক বেশি জোর। পিটিয়ে মারার অভ্যাস আমার আছে, তোমার নেই।'

'ভাই, একটা জানোয়ারের সঙ্গে তর্ক করছো, অযথা,' পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে বুঝে কথা বললো লুনা। 'ওর সঙ্গে লাগতে যাওয়ারও দরকার নেই, কথা বলেও লাভ নেই, ও যা পারে করুক। আমরা ওর কথায় রাজি না হলেই হলো। ওর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে বিশ বছর জেলে কাটাবো, সেটাও ভালো।'

কুৎসিত হয়ে উঠলো কলিনসের চেহারা, হাসি চলে গেছে। 'কৃতজ্ঞতা একেবারেই নেই তোমাদের,' শুকনো গলায় বললো সে। 'সেদিন যদি তোমার ভাইকে উদ্ধার না করতাম, কোথায় থাকতো এখন? কমজাত তো তোমরা, ভালো লোকের মর্ম বোঝো না। নইলে এই তোমার কথাই ধরো, সামান্য একটা রাখালের প্রেমে মজে বসে আছো।'

ধীরে ধীরে মুখ তুললো লুনা, কলিনসের চোখে চোখে তাকা-

লো। 'ওই রাখালের মর্ম তোমার মতো ইতর, ছোটলোকে কি বুঝবে, রড? সাত জনম তপস্যা করলেও শেড মেরনের পায়ের নখের যোগ্য হতে পারবে না তুমি। তুমি তো একটা চোর, ব্ল্যাকমেলার, শেডের নাম মুখে নেয়ার আগে কুলি করে নিও এরপর থেকে।'

ধড়াস করে এক লাফ মারলো শেডের হৃৎপিণ্ড। তার সম্পর্কে এতো উঁচু ধারণা লুনার! ইচ্ছে হলো, জানালা দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ঢোকে ঘরে, জড়িয়ে ধরে লুনাকে। কিন্তু না, এখন না, জোর করে নিজেকে নিরস্ত করলো সে, সময় আসুক, তখন।

উত্তেজনায় কখন জানালার পর্দা সরালো শেড, বলতেই পারবে না। হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়লো লুনার, সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিলো চোখ। গলার স্বর বদলে ফেললো, 'সরি, রড, ওভাবে বলা উচিত হয়নি।...তাহলে, আগামী সোমবারতক তো সময় পাচ্ছি ভাবার?'

জানালার কাছ থেকে সরে এলো শেড। বুঝলো, কথাটা কলিনসকে নয়, তাকে শোনালো লুনা। এটা একটা মেসেজ। তার মানে, আর মাত্র তিন দিন সময় পাচ্ছে শেড। এবার এখান থেকে সরে পড়া উচিত।

আস্তাবল ঘুরে চললো আবার শেড। সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে মেঘ, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এখন, এতোক্ষণে খেয়াল করলো সে। তিনজনের কথায় এতোই মগ্ন ছিলো, দুনিয়ার কোনো দিকেই খেয়াল ছিলো না।

ঘোড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে শেড, হঠাৎ কটনউড গাছের

আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একটা মূর্তি। 'রিকি, ম্যাচ আছে ?' ডিন ফরেস্ট, আরেক পা এগিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের দিকে হাত চলে গেল তার।

ভাবনা-চিন্তার সময় নেই, টান দিয়ে পিস্তল বের করেই ট্রিগার টিপে দিলো শেড। খান খান হয়ে গেল নিরবতা, আঁধার চিরে দিলো যেন নীল আলোর ঝলক। টলে উঠলো ফরেস্ট, টলোমলো পায়ে এগোলো এক কদম, তার হাতের পিস্তলও গর্জে উঠলো, কিন্তু তার পায়ের কাছেই মাটিতে বিঁধলো বুলেট। ধড়াস করে কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে আছড়ে পড়লো সে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল বাংকহাউসের দরজা। চেঁচিয়ে উঠলো কেউ, 'ডিন! কি, কি হয়েছে!'

ছুটে গিয়ে এক লাফে ঘোড়ায় চড়লো শেড। জরুরী অবস্থা বুঝতে পেরেছে ঘোড়া, নির্দেশের অপেক্ষা না করেই ছুটলো।

পেছনে গুলির শব্দ হলো, এলোপাতাড়ি গুলি, একটাও লাগলো না শেডের গায়ে। ওরা আসল ব্যাপার আঁচ করে নেয়ার আগেই দূরে চলে এসেছে সে।

জানে, তাড়া করে আসবে শত্রুরা, তাই বনের ভেতরে এলোমেলোভাবে ঘুরলো কিছুক্ষণ শেড, চিহ্ন উল্টোপাল্টা করে দিয়ে বেরিয়ে এলো তৃণভূমিতে, সোজা ছুটলো নাক বরাবর। আগে থাউজ্যাণ্ড স্প্রিংসে পৌঁছতে হবে, তারপর বুঝবে, কি করা উচিত।

ঘনঘন বাজ পড়লো কয়েকবার কানফাটানো শব্দে, তারপরই

হুড়মুড় করে নেমে এলো বৃষ্টি, অঝোর ধারায়। ভালোই হলো শেডের জন্যে। তার ফেলে আসা সমস্ত চিহ্ন মুছে দেবে বৃষ্টি আর বাতাস, অনুসরণ করতে পারবে না শত্রুরা।

চলার গতি কমিয়ে দিলো শেড। এই দুর্যোগে শত্রুরা আর বেরোবে বলে মনে হয় না। উত্তেজনা কমে যেতেই নানা ভাবনা এসে ভিড় করলো তার মনে। কাকে খুন করেছে জিম? ওপিয়াম চোরাচালান করছে, কাদের সঙ্গে? লুনাকে কলিনসের কবল থেকে উদ্ধার করার কি উপায়?

সতেরো

'যে ভাবেই হোক তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে,' ভাবলো শেড। 'এই একটাই উপায় আছে এখন। নইলে একবার তাকে আউট-ল ঘোষণা করা হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না।'

কিন্তু কিভাবে দেখা করা যায়? সে সুযোগ তাকে কিছুতেই দিতে চাইবে না কলিনস, যতো রকমে সম্ভব ঠেকানোর চেষ্টা করবে।

আকাশের দিকে তাকালো শেড। মেঘ নেই, তারা ঝিকমিক করছে। দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না, এখান থেকে মাত্র দু'তিন মাইল দূরে জোর ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে।

মেসার মাথায় আগুনের ধারে শুয়ে ভাবছে শেড, খানিক দূরেই নাক ডাকাচ্ছে বাক্টা আর রিগার। সে-ও ঘুমিয়ে পড়লো এক সময়।

সকালে চোখ মেলেই দেখলো শেড, বাক্টা উঠে পড়েছে।

আগুন জ্বেলে রান্না চড়িয়েছে। কম্বল সরিয়ে সে-ও উঠে বসলো। হাত বাড়িয়ে হ্যাটটা তুলে নিয়ে বসালো মাথায়। বুট পায়ে গলানোর আগে অভ্যাস মাফিক একবার ঝাড়লো উল্টো করে। টুপ করে ভেতর থেকে পড়লো কালো একটা মাকড়সা, বিশাল, রোমশ। টারান্টুলা। সামনের পা উঁচু করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলো মাকড়সাটা। এই অসময়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়াতে খুব বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু মানুষটা কিছুই করলো না দেখে এবারকার মতো মাফ করে দিলো, গুটি গুটি পায়ে গিয়ে ঢুকলো একটা পাথরের তলায়, রাতে বেরোবে আবার।

উঠে, ঝর্নার পানি জমা হয় যে গর্তটাতে তার পাড়ে গিয়ে বসলো শেড। আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মুখে ছিটালো, ঘাড় মুছলো ভেজা হাতে। ভালো করে সাবান ঘষে হাত-মুখ ধু'লো। টলটলে পানিতে মুখ দেখা যায় পরিষ্কার, সেদিকে চেয়ে ভাঙা একটা চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ালো।

'বিয়ে করতে যাচ্ছো নাকি?' ডেকে বললো বাক্টা। 'দাড়ি কামিয়ে যাও, নইলে জায়গা দেবে না।'

চোয়ালে হাত বোলালো শেড, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। 'ঠিকই বলেছো, বিচ্ছিরি দাড়ি। ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করতে যাবো, দাড়িটা কামিয়েই নেয়া দরকার।'

'সত্যিই আসবে ওরা তাহলে?'

'আসবে। আমরা হয়ে যাবো আউট-ল, আর কলিনস ব্যাটা দুধে ধোয়া গোলাপ ফুল।'

'সোজা পথে গেলেও এখান থেকে একশো মাইল দূরে

'কাউন্টি,' কম্বলের তলা থেকে মুখ বের করেছে রিগার। 'সহজে আসতে চাইবে না ওরা। কলিনস যদি বলে পাঠায়, এখানে পরিস্থিতি ঠিক হয়ে গেছে, শান্ত, খুশিই হবে ওরা, আসতে হবে না সে-জন্যে। চার-পাঁচ বছর হলো আছি এখানে, আইনের মুখ দেখলাম না। যা-ও একবার একজন ডেপুটি শেরিফ এসেছিলো, শহরে ঢোকার আগেই কে জানি গুলি করে মেরে ফেললো তাকে। তারপর থেকে আর কেউ আসেনি।'

দিনটা কাটিয়ে দিলো ওরা আলাপ-আলোচনা আর পরামর্শ করে। রাতে রওনা হলো শহরে। শেডের সঙ্গে রিগার আর বার্টও চলেছে আজ।

শহরের প্রান্তে এসে ঘোড়া থামালো ওরা।

'বড় বেশি শান্ত মনে হচ্ছে।' নিচু গলায় বললো শেড। 'এক কাজ করা যাক, চলো, জুনের আস্তাবলে ঘোড়াগুলো লুকিয়ে রেখে আসি। মেয়েটার সঙ্গে কথাও আছে আমার। তারপর যাবো পল হারম্যানের ওখানে, দেখি, ওকে দিয়ে সিড হ্যানানকে ডেকে আনা যায় কিনা। লুকিয়ে থাকবে তোমরা। সাবধান, কারো চোখে পড়া চলবে না।'

'একসাথেই যাই না?' বললো রিগার।

'না, তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি আগে যাই। একটু পরে এসো।'

গাছপালার আড়ালে আড়ালে জুন এনড্রুজের বাড়িতে চলে এলো শেড। কেবিনের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। আস্তাবলের ভেতরে জনাকে বেঁধে রেখে আলোকিত জানালার কাছে

এসে দাঁড়ালো সে। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলো। আলোর পাশে বসে কি যেন সেলাই করছে জুন। ফিসফিস করে ডাকলো শেড।

দরজা খুলে দিলো জুন। শেড ঘরে ঢুকতেই বললো, 'এসেছেন খুব ভালো হয়েছে। আপনার সঙ্গে সিডের কথা আছে। শুনেছেন, পরশু লুনার বিয়ে?'

'শুনেছি। অফিসারদের খবর কি? এসেছে?'

'কাল সকাল নাগাদ এসে যাবে। গভারনার আসছে, সঙ্গে একজন শেরিফ, দুজন রেঞ্জার। রেস্টুরেন্টে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিলো, শুনেছি।'

'হীয়ারিং-টিয়ারিং হবে? শুনেছো কিছু?'

'হবে। হোটেলের হলে, ওখানেই জায়গা বড়।' এক মুহূর্ত থামলো জুন। 'মিস্টার মেরন, আপনার নামে ওয়ারেন্ট বের করেছে কলিনস। ডিন ফরেস্টকে নাকি খুন করেছেন?'

'খুন না, আত্মরক্ষা করেছি। ও পিস্তলে হাত দিলো, গুলি করতেই হলো আমাকে।'

'কলিনস অন্য কথা বলছে। আপনি নাকি র‍্যাঞ্চে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন। ফরেস্ট পাহারায় ছিলো, সে-তো বাধা দেবেই।'

'লুনা কি বলে? র‍্যাঞ্চটা লোপেজদের, কলিনসের নয়।'

'লুনা কিছু বলবে না। কেন জানি না, কিন্তু বলবে না। ওর কাছ থেকে কোনো সাহায্য আশা করবেন না।'

কাপে চা ঢাললো জুন। 'বাড়িতে কফি খাই না।'

'চলবে,' মাথা কাত করলো শেড।

এক কাপ শেডের সামনে রেখে আরেক কাপ নিজে নিয়ে টেবিলের উল্টোদিকে এসে বসলো জুন। 'মিস্টার মেরন, পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আপনাকে জীবিত কিংবা মৃত কলিনসের সামনে হাজির করতে পারলেই এক হাজার ডলার পুরস্কার।'

শিস দিয়ে উঠলো শেড। 'শিকারী কুত্তাগুলোকে ভালো-মতোই লেলিয়ে দিয়েছে। জাহান্নামে যাক ব্যাটারা, আমি পল হারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ও হ্যাঁ, জো বার্ন্টা আর রিগারও এসেছে শহরে। তোমার এখানে লুকাবে ওরা দরকার পড়লে। আমি কোনো বিপদে পড়ে গেলে তোমার কাছে খবর পাঠাবো, তুমি জানাবে ওদেরকে।'

'কাকে দিয়ে খবর পাঠাবেন, মিস্টার মেরন? কে আপনাকে সাহায্য করবে? রাইফেল-পিস্তল নিয়ে শহরের পথে পথে টহল দিচ্ছে টাগোরা আর উডি হ্যামার, ভয়েই দরজা খুলছে না লোকে। ঠিক আছে, আপনি যদি খবর পাঠাতে পারেন, আমি পৌঁছে দিতে পারবো।'

জুনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো শেড। পথ ধরে যাওয়া চলবে না, কখন আবার কার চোখে পড়ে যায় কে জানে!

গাছপালার আড়ালে আড়ালে ডেজার্ট হাউসের কাছে চলে এলো শেড। ড্রিংক কর্নারের সামনে ছ'টা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে, দেখলো। জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে পথে। ভেতরে হাসি-ঠাট্টা আর জোর গলায় কথা চলছে। দরজা খুলে একটা লোক বেরোলো, হুমড়ি খেয়ে পড়লো পথে, টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো আবার।

চলে গেল মাতাল লোকটা। এক মুহূর্ত দ্বিধা করেই পথে উঠে এলো শেড। এক ছুটে চলে এলো ডেজার্ট হাউসের পেছনের দরজার সামনে, টোকা দিলো। ফিরে তাকালো একবার পেছনে। অন্ধকার ছায়ায় একটা নড়াচড়া দেখলো না। নাকি চোখের ভুল!

দরজা খুলেই এক পা পিছিয়ে গেল হারম্যান। চোখ সতর্ক। শেড ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিলো। 'দারুণ দেখিয়েছো, হে, ছেলে! সারা শহর তটস্থ।'

কাপে কফি ঢেলে শেডের সামনে টেবিলে রাখলো হারম্যান। 'খেয়ে নাও। কাজে লাগবে।'

'থ্যাংকস,' হারম্যানের দিকে চিন্তিত চোখে তাকালো শেড। একটু যেন অন্যরকম ব্যবহার করছে না মানুষটা! 'পল, আপনার সাহায্য খুব দরকার এখন। স্টেট অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে চাই, ওদের সঙ্গে কলিনসের দেখা হয়ে যাওয়ার আগেই।'

বাইরে মৃদু একটা শব্দ হলো। কাপটা মাঝ পথে থাকতেই থেমে গেল শেডের হাত, ঠোঁটে ছোঁয়ানো আর হলো না। হারম্যানের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে মোচড় দিয়ে উঠলো পেটের ভেতর।

দোনলা একটা শটগান তুলে নিয়েছে হারম্যান, শেডের বুকের দিকে চেয়ে আছে ছুটো নলের মুখ। 'চুপচাপ বসে থাকো, খোকা। বাঁচতে চাইলে কথা শুনো আমার। নড়লে ঝাঁঝরি বানিয়ে ফেলবো।' গলা চড়িয়ে ডাকলো, 'এসো তোমরা, ঘরে এসো। ব্যাটাকে আটকেছি!'

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ঘরে এসে ঢুকলো রোভার, পেছনে সিড হানান, সবার পেছনে টাগোরা আর আরেক বন্দুকবাজ, মিলার।

হে হে করে হাসলো টাগোরা। 'তারপর, খোকাবাবু? এবার যাবে কোথায়?' পিস্তল তুললো সে।

'খবরদার!' গর্জে উঠলো হারম্যান। নড়ে উঠলো তার হাতের শটগান, নলের মুখ সামান্য একটু ঘুরে গেল। 'উইং, শেড আমার বন্দি। পুরস্কার আমার প্রাপ্য! ওকে মিস্টার কলিনসের হাতে তুলে দেবো আমি, আর কেউ না।'

'আরে একজনে নিলেই হলো!' অন্তরঙ্গ হতে চাইলো টাগোরা। 'আমি মেরে নিয়ে গেলেও তুমি টাকা পাবে।'

'গুলি খেতে চাও?' টাগোরার দিকে স্থির হয়ে আছে শটগানের নল। 'ওসব চালাকি রাখো। আমি ওকে ধরেছি, টাকা আমি হাতে হাতে নেবো। এর কিছুটা ভাগ পাবে, সিড, বাস, আর কেউ না।'

দ্বিধা করলো টাগোরা, তারপর পিস্তল নামিয়ে নিলো। এতো কাছে থেকে শটগানের গুলি খেতে চায় না। হারম্যানকে বিশ্বাস নেই, যা বলছে, হয়তো ঠিক তাই করে বসবে।

একবার হারম্যানের দিকে, একবার সিড হানানের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকাচ্ছে শেড। 'অ-অ, বিক্রি হয়ে গেছো তাহলে! আগেই ভাবা উচিত ছিলো আমার।'

হানানের মুখ লাল হয়ে গেল, কিন্তু কথাটা গায়েই মাখলো না হারম্যান। 'এক হাজার ডলার অনেক টাকা, খোকা। এর

চেয়ে অনেক কমেও মানুষ মানুষ খুন করে। তেমন মানুষ এখানেও অনেক আছে। আমি তো আটকে রেখে কথা বলছি, ওরা ওসবের ধার ধারতো না। গুলি করে মেরে লাশটা নিয়ে চলে যেতো কলিনসের কাছে।'

'ওকে জেলে নিয়ে যাই, তাহলে,' প্রস্তাব দিলো টাগোরা। 'এখানে রাখা নিরাপদ না।'

'বাহ্, চমৎকার প্রস্তাব! গাধা পেয়েছো নাকি আমাকে?' শেষ কথা বলে দিলো হারম্যান, 'দেখো, ও এখানেই থাকছে। কলিনস টাকা মিটিয়ে দিক, এরপর ওকে নিয়ে যা খুশি করগে তোমরা, আমার কিচ্ছু বলার নেই। কিন্তু আমার টাকা আর কেউ ছিনিয়ে নেবে, তা হতে দিচ্ছি না। থাকতে চাইলে এখানে থেকে পাহারা দিতে পারো, কিন্তু ভুলো না, ও আমার বন্দি। একটু তেড়িবেড়ি করেছো কি, গুলি মেরে দেবো, তুমিই হও আর যে-ই হও।'

হোলস্টার থেকে শেডের পিস্তল খুলে নিলো হানান। হারম্যানের নির্দেশে ধীরে ধীরে পিছিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলো শেড। অবাক হয়ে গেছে সে, হতাশও হয়েছে। এ শহরে সবাই বিশ্বাসঘাতক? সিড হানান আর পল হারম্যানের মতো লোকও? তাদেরকে তার আসার খবর কে দিলো? হুঁ, নিশ্চয় জুন এনড্রুজ। এছাড়া তার আসার খবর আর কেউ জানতো না। কিন্তু জুনই বা এতো তাড়াতাড়ি হোটেলে গেল কি করে?

শেডের পাশে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো টাগোরা, পিস্তলটা রাখলো কোলের ওপর। 'অযথা বাঁচিয়ে রাখা!'

ভোঁতা গলায় বললো সে। 'পল, দিই ওর কপাল ফুটো করে? তোমার অসুবিধে কি? ও বেঁচে থাকলেও তুমি টাকা পাবে, মরলেও পাবে।'

'না, পাবো না,' শান্ত কণ্ঠে বললো হারম্যান। 'র‍্যাটল সাপকে বিশ্বাস করা যায়, তোমাকে না। গুলি করে মেরে গিয়ে বলবে, তুমি মেরেছো, টাকাটা তোমার প্রাপ্য। নিয়ে পকেটে ঢোকাবে। তোমার কাছ থেকে তখন আদায় করা, হুঁহ্! না, বাবা, আমি ঝুঁকি নিচ্ছি না।'

আঠারো

দীর্ঘ, অন্ধকার এই রাতের যেন শেষ নেই। টিমটিমে আলো জ্বলছে পল হারম্যানের স্টোরে। নিরবে বসে আছে মানুষগুলো, গড়িয়ে যাচ্ছে সময়, খুব ধীরে। একটা সময় মনে হলো ওদের, দিন বুঝি আর আসবেই না।

ইয়া মোটা এক সিগার দাঁতে চেপে রেখেছে হারম্যান, ধোঁয়া বেরোচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সিগারটা যেন বিন্দুমাত্র ছোট হচ্ছে না। একের পর সিগারেট ধ্বংস করছে টাগোরা, কখনও পায়চারী করছে, কখনো বসছে, মাঝে মাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাচ্ছে শেডের দিকে, মাছির দিকে তাকাচ্ছে যেন ক্ষুধার্ত টিকটিকি। হপ্তাখানেক আগের একটা পুরনো খবরের কাগজে সেই যে মুখ গুঁজে বসেছে হানান, আর চোখ তুলছে না। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে ঢুলছে রোভার, আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই চমকে সোজা হয়ে বসে দু'এক টান দিচ্ছে, তারপর আবার আগের মতোই ঘুমিয়ে পড়ছে।

'অযথা কষ্ট!' এক সময় বললো টাগোরা। 'ওকে আমার হাতে দিয়ে দিলেই হতো। ঘুমোতে পারতো সবাই।'

'এক রাত না ঘুমালে কিছু হবে না,' বললো হারম্যান।

এরপর আবার চুপচাপ।

স্টোরের রাস্তার দিকের দরজাটা খোলা। বাইরের গাঢ় অন্ধকার ফিকে হলো এক সময়, ধূসর আলো ফুটলো, লোক চলাচল শুরু হলো রাস্তায়। অবাক চোখে স্টোরের ভেতরে তাকাচ্ছে পথচারীরা।

'আজ তুমি মরবে,' শেডের দিকে চেয়ে বললো টাগোরা।

'আয়না দেখগে,' সহজ গলায় বললো শেড।

'আয়না! আয়না দেখবো কেন?'

'তোমার চেহারায় মরণ লেখা আছে, দেখতে পাবে। আজকের দিনটা শেষ হওয়ার আগেই মরবে তুমি। জানো,' গড়গড় করে মিথ্যে বলে গেল শেড, 'আমার দাদা ছিলো তার বাবার সাত নম্বর ছেলে, আমার বাবাও সাত নম্বর, আমিও তাই, ফলে ক্ষমতাটা অর্জন করেছি আমি। ভবিষ্যৎ বলতে পারি। যাও, ঈশ্বরের প্রার্থনা করোগে।'

'পাগল!' শেডের দিক থেকে মুখ ফেরালো টাগোরা। কিন্তু উসখুস করতে লাগলো, খানিক পরেই উঠে গিয়ে তাকালো হারম্যানের ছোট আয়নাটার দিকে।

'মৃত্যুর চিহ্ন!' একঘেয়ে কণ্ঠে বললো শেড। 'নাহ্, বাঁচবে না! কোনো ভরসাই নেই!'

থমথমে পরিবেশ ঘরে। অস্বস্তি বোধ করছে রোভার, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো একবার। বাইরে গাধার পিঠে লাকড়ির বোঝা চাপিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল এক মেকসিকান,

সঙ্গে একটা ধূসর মাংগ্রল্ কুকুর।

শেডের দিকে ফিরলো আবার টাগোরা। 'তুমি পাগল! সপ্তম ছেলে!...হুঁহ্, যত্তোসব গাঁজা!'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার চাচাও ভবিষ্যৎ বলতে পারতো। একদিন সকালে বললো, সেদিন সে পানিতে ডুবে মরতে যাচ্ছে। হেসে উড়িয়ে দিলাম আমরা, কারণ খুব ভালো সাঁতার জানতো সে, তাছাড়া যাচ্ছিলো মরুভূমিতে। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল চাচা,' থামলো শেড।

'তারপর?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকলো হারম্যান।

'পানিতে ডুবেই মারা গেল... বন্যা এসেছিলো হঠাৎ। পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট খেয়েছিলো, বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলো, সেই অবস্থায়ই এলো বন্যা... ব্যস, শেষ।'

'যে কারও বেলায়ই এটা ঘটতে পারে,' মন্তব্য করলো রোভার।

'তা পারে,' স্বীকার করলো শেড, 'কিন্তু আমার কথা সেটা নয়। আসল কথা হলো, চাচা তার ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলো। আমি গ্রিজলির ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। ঠিক কি করে মরবে, এখনও জানতে পারিনি, তবে জেনে যাবো।'

গোঁ গোঁ করে উঠলো টাগোরা, মুখ বাঁকালো। 'জানতে পারলে বলো, কিছুক্ষণ হাসাহাসি করা যাবে।'

'এই আরেকটা ব্যাপার,' টাগোরার কথার পিঠে বললো শেড, 'জীবনে আর কখনও হাসতে পারছো না তুমি। সে সময়ই পাবে না।'

ড্রিংক কর্নারের দরজা খোলার শব্দ হলো, দরজায় দেখা গেল মুরিয়েলকে। রাস্তার মাথায় একটা পাম্প চালু হলো বিকট আওয়াজ করে, কাঠের পিপায় খাওয়ার পানি ভরা হবে। হার-ম্যানের দিকে তাকালো শেড, কিন্তু চোখ সরিয়ে নিলো বৃদ্ধ। ব্যাপারটা কি। ওই লোক বেঈমানী করেছে, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

চোখ পিটপিট করলো শেড, তারপর বন্ধ করে চুপচাপ ভাবতে লাগলো। মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় দেখছে না সে। চার চারজন লোক নজর রেখেছে তার ওপর, তাকে পাহারা দিচ্ছে, ওদেরকে কাবু করে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আর কয়েক মিনিট···বড় জোর এক ঘণ্টা পরে এসে পৌঁছে যাবে বিচারকেরা। তাদের আগেই কলিনস এসে হাজির হলে আর কোনো আশা নেই।

'সিড,' হঠাৎ বললো হারম্যান। 'বন্দুকটা ধরো। আমি কিছু মাংস আর ডিম ভেজে আনি। পেটকে অযথা কষ্ট দিয়ে লাভ নেই।'

মিলার বেরিয়ে গিয়েছিলো খানিক আগে, ফিরে এসে উঁকি দিলো দরজায়। 'ওরা এসে পড়েছে।'

'এল এল-এর কেউ এসেছে?' শেডের দিক থেকে চোখ ফেরালো না টাগোরা। 'ন্যাট বারুচ এলে বলো, শেডকে আটকেছি আমরা। বস্‌কে যাতে খবরটা দেয়।'

স্টোভের ওপর ঝুঁকে আছে হারম্যান। খানিক পরেই ডিম আর মাংস ভাজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। মোচড় দিয়ে

উঠলো শেডের পেটের ভেতর, হঠাৎই মনে পড়লো গতরাতে কিছুই খায়নি।

উঠে ঘরের কোণে গিয়ে হাত-মুখ ধুতে শুরু করলো টাগোরা। ওর পিস্তলের বাঁট এদিকে ফেরানো। শেড দেখলো, একটা পিস্তলের বাঁটের পেছনে তিনটে দাগ, আরেকটায় পাঁচটা, ছুরি দিয়ে কেটে তৈরি। পশ্চিমের কিছু কিছু বন্দুকবাজ এই কাজ করে থাকে, কোন পিস্তল দিয়ে ক'টা মানুষ খুন করেছে, তারই চিহ্ন এবং হিসাব।

'খারাপই লাগছে!' তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বললো টাগোরা, শেডের দিকে নজর। 'আমাদের দুজনের মাঝে লড়াই-টা হলো না।' কঠিন হয়ে উঠেছে চোখ। 'ধুলায় পড়ে হাত-পা নাচাতে নাচাতে মরতে তুমি, দেখতে কি ভালোই না লাগতো! ইস্‌স্!'

'ইচ্ছে করলে এখনও সেটা করতে পারি আমরা,' প্রস্তাব দিলো শেড। 'একটা পিস্তল দাও আমাকে। চলো, বাইরে, হয়ে যাক লড়াই। জানিই তো কে মরবে।'

'ওই কথা আর একবারও বলবে না! ভবিষ্যৎ না কচু! হুঁহ্!' রেগে গেছে টাগোরা, নিজের ভবিষ্যৎ, নাকি শেডের ওপর, বোঝা গেল না।

'এ-ঘরের সব ক'টা শেয়াল,' টাগোরাকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যে বললো শেড। 'বেঈমান। সত্যিকারের পুরুষের মোকাবেলা করতে জানো না একজনেও। পেছন থেকেই শুধু গুলি মেরে মানুষ খুন করতে পারো। এই তোমার কথাই

ধরছি, গ্রিজলি, হোস হাসলারকে খুন করার সময় তাকে কোনো সুযোগ দিয়েছিলে ? দাওনি। হঠাৎ করেই ঘরে ঢুকে মানুষটাকে গুলি করে মেরেছো, তারপর কুত্তার মতো দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছো।' তিক্ত স্বরে বলে চলেছে শেড। 'তোমার পিস্তলে আটটা দাগ দেখা যাচ্ছে। আটজনকে খুন করেছো। আমার তো মনে হয়, সব ক'জনকেই মাতাল কিংবা অসহায় পেয়ে মেরেছো। পুরুষের মুখোমুখি হওয়ার সৎসাহস তোমার নেই, গ্রিজলি ভালুক। তুমি একটা ছুঁচো, গর্তে বাস করা উচিত তোমার।'

দুই লাফে কাছে চলে এলো টাগোরা। চটাস করে এক চড় কষালো শেডের নাকেমুখে। চেয়ার নিয়ে উল্টে পড়ে গেল শেড।

'খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠলো হানান, শটগানের নল টাগোরার কপালের দিকে। 'উইং, হাত সরাও পিস্তল থেকে। চেয়ারে গিয়ে বসো। দ্বিতীয়বার সাবধান করবো না আমি।'

আড়চোখে বন্দুকের কালো মুখের দিকে তাকালো টাগোরা, তারপর পায়ে পায়ে গিয়ে বসে পড়লো চেয়ারে। 'এর জন্যে, সিড, এর জন্যে...'

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল সামনের দরজা। ঘরে এসে ঢুকলো রড কলিনস। তার পেছনে আরও দু'জন, অচেনা লোক।

দ্রুত ঘরের অবস্থাটা জরীপ করে নিলো কলিনস, হানান আর টাগোরার ওপর চোখ বুলালো। সঙ্গের দু'জনকে দেখিয়ে বললো, 'ইনি হ্যানসন, আর ইনি কার্টার। রেঞ্জার। বন্দিকে

নিতে এসেছেন।'

চোখের ইঙ্গিতে শেডকে দেখিয়ে বললো টাগোরা, 'ওকে সারারাত আটকে রেখেছি আমরা, নিয়ে যান।'

'আমি আটকে রেখেছি,' বলে উঠলো হারম্যান। 'আমি আর সিড হানান। টাগোরা কিচ্ছু করেনি।'

জ্বলন্ত চোখে হারম্যানের দিকে তাকালো টাগোরা, কিন্তু তার দিকে চাইলোই না বৃদ্ধ।

শেডকে বললো হ্যানসন, 'তুমি এসো। হীয়ারিং হবে।'

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকালো শেড। হাসিতে ভরে গেছে হারম্যানের চোখ। সে তাকাতেই চোখ টিপলো বৃদ্ধ।

আরে, ব্যাপারটা কি? ভ্রূকুটি করলো সেড। হ্যানসনের পেছন পেছন বেরিয়ে এলো রাস্তায়, হোটেলের দিকে চললো। বার কয়েক তার দিকে তাকালো হ্যানসন। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'রিগারকে চেনো?'

'চিনি। খুব ভালো লোক। কেন, তার কিছু হয়েছে?'

'মিস্টার জোনস যা জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক ঠিক জবাব দেবে,' শেডের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল রেঞ্জার। 'কোনো কথা গোপন করবে না।'

অবাক হলো শেড। কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করলো না।

হোটেলের হল ঘরে এসে ঢুকলো ওরা। একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলা হলো শেডকে।

ঘরের এক প্রান্তে টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসে আছেন বড়সড় একজন মানুষ। শেডকে ঢুকতে দেখেই চোখ তুলে

তাকিয়েছেন একবার, তারপর আবার মন দিয়েছেন সামনে রাখা ফাইলে। বোঝা গেল, তিনিই বিচারক, গভার্নার রবার্ট জোনস।

কয়েকজন শহরবাসী এসে ঢুকলো, নিরবে চেয়ারে বসে পড়লো, ওদের মাঝে লুনা আর জিম লোপেজও রয়েছে। বিস্ময় বাড়লো শেডের। ব্যাপারটা কি? লুনাও এসেছে! রড কলিনস তাকে আসতে দিলো? জুন এনড্রুজকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলো সিড হানান। শেডের দিকে তাকালো জুন, কিন্তু চোখ সরিয়ে নিলো সে। হারম্যান এলো, তার পেছনেই এলো রড কলিনস, সঙ্গে দুই সঙ্গী, টাগোরা আর রোভার।

কলিনসের ভাবসাব দেখেই বোঝা গেল, সবকিছু তার পরিকল্পনা মতো হয়নি। ব্যাপার-স্যাপার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না তার।

ফাইল থেকে চোখ তুললেন জোনস, চেয়ারে হেলান দিলেন। 'মাই ফ্রেণ্ডস,' কথা শুরু করলেন বিচারক, ভারি গমগমে কণ্ঠ, 'আমরা কেন এসেছি, জানেন আপনারা। ফারেল আর কার্টিস খুন হয়েছে। কি করে, কেন মারা গেল তারা, কারা দোষী, জানার চেষ্টা করবো আমরা।

'আপনাদের সবার বক্তব্য লিখে নেবো আমরা, কিন্তু তার আগে মুখেই শোনা যাক কে কি বলবেন। বিচারকদের সামনে শপথ করবেন, সবাই সত্যি বলবেন, এক বর্ণ মিথ্যে বলবেন না। কেউ কেউ লিখে জানিয়েছেন আমাদের, তাদের মুখে আবার শুনবো পুরো ঘটনা।

'দেখা যাচ্ছে, জনৈক ডিন ফরেস্টকে খুনের দায়ে বন্দি করে

আনা হয়েছে রাখাল শেড মেরনকে। সে দোষী হলে তার বিচার নিশ্চয় হবে। কিন্তু তার আগে শুনি, কার কি বলার আছে।' প্রথমেই রড কলিনসের দিকে আঙুল তুললেন বিচারক। 'মিস্টার কলিনস, আপনিই আগে বলুন। কার্টিস আর ফারেলের ব্যাপারটা খুলে বলুন তো?'

উঠে দাঁড়ালো কলিনস। এক পলক চেয়ে নিলো সবার মুখের দিকে, মৃদু হাসলো, তারপর শুরু করলো, 'এই শহরে এসেই আমি শুনেছি, কার্টিস আর ফারেলের মধ্যে মনোমালিন্য রয়েছে কিছু তৃণভূমি আর ঝর্না নিয়ে। একে অন্যের জায়গা জোর করে দখল করতে চায় ওরা।

'এল এল র‍্যাঞ্চের সঙ্গে ওদের শত্রুতা ছিলো না, কিন্তু পানির উৎস নিয়ে শত্রুতা শিগ্রি শুরু হতো। এল এল-দের পানি কেড়ে নেয়ার ইচ্ছেটা শুরু থেকেই ছিলো ওদের মনে।

'আপনারা সবাই জানেন, এসব অঞ্চলে খামার করতে হলে পানির উৎস কোথায় আছে, সেটা আগে দেখে নিয়ে সেই মতো করতে হয়। পানি যার দখলে থাকবে, বলতে কি, সে-ই শাসন করে এলাকাটা।

'এখন আসল কথায় আসছি। লড়াইয়ের দিন ব্র্যাণ্ডিং নিয়ে কি একটা গোলমাল হয়েছিলো ফারেল আর কার্টিসের মাঝে। প্রথমে মন কষাকষি, তারপর কথা কাটাকাটি, শেষে গোলাগুলি শুরু হলো। যে যাকে যেভাবে পারলো, গুলি করে মারলো।'

'ওই লড়াইয়ে আপনার কোনো অংশ ছিলো?' জিজ্ঞেস করলেন জোনস।

'কিচ্ছু না। যেই বুঝতে পারলাম, গোলমাল শুরু হতে যাচ্ছে, আমার লোকজন নিয়ে পালিয়ে এলাম। লড়াই শেষ হওয়ার পর গিয়ে আহতদের জন্যে যা করার করেছি সাধ্যমতো।'

'ওই লড়াই সামনে থেকে দেখেছে, এমন কেউ বেঁচে আছে? জানেন?'

'জানি, স্যার। এই যে, উইং টাগোরা, বর্তমানে অ্যাকটিং মার্শাল, সে দেখেছে। আর ওই যে বক্স এনের রেড রোভার, সে-ও ছিলো, ঘটনাস্থলে। এল এল-এর ডিন ফরেস্টও ছিলো, কিন্তু পরে তাকে খুন করেছে শেড মেরন।'

'স্যার?' উঠে দাঁড়িয়েছে শেড।

শেডের দিকে চোখ ফেরালেন বিচারক। 'কিছু বলবে?'

'স্যার, রড কলিনসকে জিজ্ঞেস করতে চাই, সে কোন র‍্যাঞ্চের মালিক?'

'আমি আপত্তি জানাচ্ছি,' শীতল গলায় বললো কলিনস। 'এখানে ওই প্রশ্ন আসতে পারে না।'

'খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছে শেড মেরন,' শান্ত কণ্ঠে বললেন বিচারক। 'সেটা জানা দরকার। আপনি নাকি গরু পোষেন? হেডকোয়ার্টার কোথায়?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিলো কলিনস, 'হেডকোয়ার্টার এল এল র‍্যাঞ্চে। লুনা লোপেজকে বিয়ে করছি শিগগিরই, তার র‍্যাঞ্চ আমারই র‍্যাঞ্চ।'

শেডের দিকে ফিরলেন বিচারক। 'তোমার জবাব পেয়েছো?'

'তা পেয়েছি। তবে একটা কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি

সবাইকে, এই উপত্যকায় রড কলিনসের কেনা কোনো জায়গা নেই।'

চুপ করে রইলো কলিনস।

বিচারকের সহকারীরা এরপর টাগোরা আর ফরেস্টকে কিছু প্রশ্ন করলেন। ওরা কলিনসের কথার পুনরাবৃত্তি করলো। জিম লোপেজকে জিজ্ঞেস করা হলো এরপর। তার কাছ থেকেও নতুন কিছুই জানা গেল না। লুনার পালা এলো। যা যা জিজ্ঞেস করা হলো, জবাব দিলো। কলিনসের পক্ষেও গেল না কোনো কথা, বিপক্ষেও না। চেয়ারে বসতে যাচ্ছিলো লুনা, আঙুল তুললো শেড। 'মিস লোপেজ, একটা কথা, লড়াই বাধতে যাচ্ছে, সতর্ক করেছিলো কেউ আপনাকে? মানে গোলমালের ঠিক আগে?'

এক মুহূর্ত চুপ করে কি ভাবলো লুনা। 'হ্যাঁ। রড কলিনস।'

'দেখলাম,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো কলিনস, 'কিছু কিছু লোক গোলমাল করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। তাছাড়া জায়গাটায় তখন রাখালদের আড্ডা, ভদ্রমহিলার জায়গা নয়, তাই সরে যেতে বলেছি লুনাকে।'

'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?' বলে বসলো শেড।

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কলিনস। 'মিস্টার জোনস, এই শেড মেরন রাখালটা গোলমাল পাকাতে ওস্তাদ। ও কি প্রশ্ন করবে? ও তো একটা খুনী।'

মাথা নাড়লেন বিচারক। 'সব মানুষেরই তার আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে, মিস্টার কলিনস। আমরা সত্যি কথাটা

জানতে চাই। তাছাড়া ডিন ফরেস্টের খুনের ব্যাপারে এখনও কিছু শোনা হয়নি। এ-ব্যাপারে তোমার কি বক্তব্য, শেড মেরন?'

'সে-কথায় আসার আগে মিস্টার কলিনসকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, স্যার। কারণ ওই খুনের সঙ্গে কথাগুলোর সম্পর্ক আছে।'

'ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করো,' সম্মতি দিলেন বিচারক।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসলো কলিনসের, নাকের ফুটো সামান্য ছড়িয়ে গেল, রেগেছে। এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়েছিলো রোভার, ফিরে এসেছে, সঙ্গে নিয়ে এসেছে টম লেভিট আর বেঁটেমতো আরেকজনকে, বোধহয় এল এল-এর কেউ, ডিন ফরেস্টের বন্ধু হতে পারে। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে ওরা, দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো।

'আমার প্রথম প্রশ্ন,' বললো শেড, 'মিস্টার কলিনস ক'টা গরু সঙ্গে নিয়ে এ-শহরে এসেছিলো?'

বিস্ময় ফুটলো কলিনসের চোখে, সেই সঙ্গে সতর্কতা। 'জেনে কি হবে?'

'জবাব দিন, মিস্টার কলিনস, প্লীজ,' বিচারক বললেন।

'ক'জন লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছিলে, কলিনস?' সরাসরি প্রশ্ন করলো এবার শেড। 'এল এল র‍্যাঞ্চ তো ব্যবহার করছো, কিন্তু তোমার নিজের লোক ক'জন আছে?'

'একজন লোক নিয়ে এসেছিলাম!' অস্বস্তি বোধ করছে কলিনস, কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল।

'ওই যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে,' আঙুল তুলে বেঁটে লোকটাকে দেখালো শেড, 'ওই লোকটাই তো? নাম বোধহয় ফগ?'

'হ্যাঁ।'

ফগের দিকে সরাসরি তাকালো শেড। 'ফগ, পিগিন স্ট্রিং কি?'

'কী!' অবাক হয়েছে ফগ। অস্বস্তি আর ভয় একই সঙ্গে ফুটলো চেহারায়।

'পিগিন স্ট্রিং কি, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকালো ফগ, লোকের মুখের দিকে চেয়ে জবাব খুঁজছে যেন। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালো। তারপর আস্তে মাথা নাড়লো এদিক ওদিক, 'জানি না!'

'অবান্তর প্রশ্ন!' প্রতিবাদ করলো কলিনস। 'হীয়ারিঙের সঙ্গে এ-সবের কোনো সম্পর্ক নেই!'

'ফগ, গ্রুলা কি?' আবার প্রশ্ন করলো শেড।

'জাহান্নামে যাও!' চেঁচিয়ে উঠলো ফগ। 'আবোল-তাবোল সব কথাবার্তা!'

বিচারকের দিকে ফিরলো শেড। 'স্যার, যদ্দুর শুনেছি, কাউ-র‍্যাঞ্চে মানুষ হয়েছেন আপনি। আপনি জানেন, ছোট পাকানো দড়ি কিংবা কাঁচা চামড়ার ফালিকে রাখালরা পিগিন স্ট্রিং বলে। আর গ্রুলা একজাতের ইঁদুর-রঙের ঘোড়া, ওই রঙের মাসট্যাংকে গ্রুলা বলে অনেকে।

'এখন আমার কথা হলো, মাত্র একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে এ-অঞ্চলে এসেছে কলিনস, যে রাখাল নয়, গরু পোষার কিচ্ছ-

জানে না, র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি। সেই লোকটা ফগ।'

'আমি বুঝতে পারছি না, এসব কথার মানে কি?' কর্কশ গলায় বললো কলিনস।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন জোনস। খুব উপভোগ করছেন যেন তিনি। হাসি ফুটেছে ঠোঁটের কোণে, যেন জানেন, শেডের পরবর্তী কথাটা কি হবে।

'আরে, কলিনস, বুঝতে পারছো না?' সহজ গলায় বললো শেড। 'ক'টা গরু নিয়ে এখানে এসেছিলে তুমি, আর এখন আছে ক'টা?'

খুক করে কেশে উঠলো জানি। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে পল হারম্যানের মুখে। সবাই বুঝতে পারছে, প্রশ্ন তো না, কলিনসকে নাকে মুখে কষে এক থাবড়া মেরেছে শেড।

বিচারক কথা বললেন, 'খুব সুন্দর প্রশ্ন, মিস্টার কলিনস। আপনি আমাকে জানিয়েছেন, এক হাজার গরু আছে আপনার। কোথায় পেলেন ওগুলো?'

দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে যেন কলিনসের, বসে পড়লো। জোর ভাবনা চলেছে মাথায়। শেডকে খুন না করে আগেই বিচারকদের দাওয়াত করে আনার জন্যে গাল দিচ্ছে এখন নিজেকে। 'আসল আলোচনা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি আমরা,' জোর করে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখেছে সে। 'কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, আসামী শেড মেরন নয়, আমি। আমারই বিচার করছেন যেন আপনারা।'

'মিস্টার কলিনস,' গম্ভীর হয়ে উঠেছেন বিচারক, 'এখানে একটা পাইকারী খুনের তদন্ত করতে এসেছি আমরা। আপনি দোষী না শেড মেরন দোষী, বিচার শেষ না করে সেটা কি করে বলবো? আর আপনি একেবারেই নির্দোষ, তা-ই বা আগে থেকে কি করে জানছি? বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ-শহরের কাউকেই সন্দেহমুক্ত রাখা যাচ্ছে না। শেড মেরন, তোমার কথা শেষ করো।'

'স্যার, কলিনস স্বীকার করেছে, একজন মাত্র লোক সঙ্গে নিয়ে সে এ-অঞ্চলে এসেছে, এবং সেই লোকটা রাখাল নয়। দু'জন দক্ষ রাখালের পক্ষেও এক হাজার গরু সামলানো অসম্ভব, কলিনস আর ফগ কি করে সেটা সম্ভব করলো? এখানকার সবাই জানে, কলিনসের অনেক গরু আছে, কোথা থেকে এলো সেগুলো? অন্য র‍্যাঞ্চের ওপর জালিয়াতি করা হয়েছে বলাটা কি অনুচিত হবে?'

'মিথ্যে কথা!' প্রতিবাদ করলো কলিনস। কিন্তু গলায় তেমন জোর নেই।

আস্তে করে চেয়ারে বসে পড়লো শেড। বিচারকের দিকে চেয়ে বললো, 'এবার ডিন ফরেস্টের ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, স্যার।'

রড কলিনসের চেহারা দেখে মনে হলো, সবার সামনে মাথার চুল ছিঁড়তে বাধছে, তাই ছিঁড়ছে না।

'এক মিনিট,' হাত তুললেন বিচারক, 'শেড, তোমার ধারণা, মিস্টার কলিনস অন্য র‍্যাঞ্চের ওপর জালিয়াতি করেছেন।

'কি বললেন!' চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কলিনস।

'কানে কম শোন নাকি?' শান্ত কণ্ঠে বললো শেড। বিচারকের দিকে ফিরলো। 'হ্যাঁ, স্যার, যা বলছিলাম, জালিয়াতি করা হয়েছে, সেটা প্রমাণ করা যায় সহজেই। আপনি র‍্যাঞ্চে ছিলেন, আপনি জানেন, গরুর চামড়া ছিলে নিয়ে ভেতর থেকে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় কোনটা আগের ছাপ, আর কোনটা পরের।

'এখন লড়াইয়ের কথায় আসছি। মিস লোপেজকে সরে পড়তে বলেছিলো কেন সেদিন কলিনস? কারণ সে জানতো, কি ঘটতে যাচ্ছে। মিস লোপেজের প্রাণের পরোয়া থোড়াই সে করে। আসলে সে চাইছিলো না, তার কুকর্মের কোনো সাক্ষী থাক।

'সত্যিই কি ঘটেছিলো, আমি বলছি, স্যার। টমকে চোর বলে উত্তেজিত করে তোলে টাগোরা। এক পর্যায়ে পিস্তলে হাত দিয়ে বসে টম। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে টাগোরা। এটা একটা সংকেতও বটে। তৈরি হয়ে পজিশন নিয়েই ছিলো কলিনসের ইবলিসেরা, সমানে গুলি চালাতে শুরু করে ওরা। কার্টিস আর ফারেলকে খুন করে, আশেপাশে যারা ছিলো, সবাইকে শেষ করে দেয়।'

'তুমি তখন কোথায় ছিলে?' জানতে চাইলেন বিচারক।

'ওখানেই ছিলাম। গোলাগুলি শুরু হতেই রিগারকে নিয়ে তল্লাট ছেড়ে পালালাম। আমাদেরকেও খুন করার কথা ছিলো।

কিন্তু ওরা কল্পনাও করতে পারেনি "এতো সাধের লড়াই" ফেলে আমরা পালাবো।'

মৃদু শব্দ হলো। ঝট করে দরজার দিকে ফিরে চেয়ে দেখলো শেড, উইং টাগোরা বেরিয়ে যাচ্ছে।

চুপচাপ বসে আছে কলিনস। চোখমুখ ফেকাসে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ছুটে এলো সে। ঘুসি মেরে বসলো শেডের মুখে। চেয়ার নিয়ে উল্টে পড়ে গেল শেড।

তেড়ে এলো আবার কলিনস। লাথি তুললো শেডের মুখ লক্ষ্য করে। কিন্তু লাগাতে পারলো না, মাথা সরিয়ে ফেললো শেড, পরক্ষণেই গড়িয়ে সরে গেল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। পিছিয়ে গেল এক পা।

পাগল হয়ে উঠেছে কলিনস। খেপা ষাঁড়ের মতো ছুটে এলো। ধাঁ করে ডান হাত চালালো শেডের চোয়াল বরাবর।

ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়ে ফেললো শেড। ঘুসি লাগলো না চোয়ালে, বেরিয়ে চলে গেছে ঘাড়ের ওপর দিয়ে। ভারসাম্য হারালো কলিনস। সোজা হতে না হতেই পেটে মুগুরের গুঁতো খেলো যেন, হুঁক করে উঠলো, হাঁসফাঁস করে উঠলো বাতাসের জন্যে।

আবার একই জায়গায়, কলিনসের নাভির সামান্য ওপরে বাঁ হাত চালালো শেড। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল কলিনসের শরীর। ঘাড়ে জোড়হাতের প্রচণ্ড রদ্দা খেয়ে পড়ে গেল উপুড় হয়ে। পাঁজরে লাথি লাগতেই চিত হয়ে গেল।

চোখের কোণ দিয়ে জানালায় একটা নড়াচড়া দেখতে পেল

শেড, অবচেতন মন হুঁশিয়ার করে দিলো তাকে, পাঁই করে ঘুরলো সে। পলকের জন্যে দেখলো, পিস্তল তুলছে টাগোরা। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেললো শেড, আর এক মুহূর্ত দেরি করলেই গুলি খেতো কপালে। দেয়ালে বিঁধলো বুলেট, কাঠের ছোট ছোট টুকরো এসে পড়লো তার গায়ে। চেঁচিয়ে উঠলো কে জানি!

ফিরে চেয়ে দেখলো শেড, জানালার দিকে ছুটে যাচ্ছে কলিনস। ডাইভ দিয়ে জানালার বাইরে উড়ে চলে গেল সে। খানিক পরেই ঘোড়ার ছুটন্ত পদ শব্দ কানে এলো। গুলির আওয়াজ হলো পর পর কয়েকটা। তারপর সব চুপচাপ।

এতোক্ষণে খেয়াল করলো সকলেই, অপরাধীদের একজনও ঘরে নেই, গোলমালের ফাঁকে সব পালিয়েছে। ছুটে বেরিয়ে গেল শেরিফ আর দুই রেঞ্জার। দর্শকরা কেউই কিছু করলো না, বসে রইলো যার যার জায়গায়।

দু'হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে উঠে এলো হারম্যান, শেডের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'নাও, তোমার জিনিস। আরও আগেই ফিরিয়ে দিতাম, কিন্তু সুযোগ পাইনি।'

'সত্যিকারের কিছু বন্ধু আছে তোমার, শেড,' হেসে বললেন বিচারক। 'এই পল হারম্যানের কথাই ধরো, কায়দা করে না আটকালে বহু আগেই মেরে ফেলতো ওরা তোমাকে।...শহরে ঢোকার আগেই আমাদেরকে ধরেছিলো রিগার আর বাণ্টা। ওদের মুখে সব শুনেছি,' চুপ করলেন তিনি। তারপর বললেন, 'একটা কথা হয়তো জানো না, আমার মতোই রেঞ্জার হ্যানসনও কাউ-র‍্যাঞ্চেই বড় হয়েছে। দুটো র‍্যাঞ্চেই কোনো না কোনো সময় কাজ করেছে রিগার, তাকে আমরা ভালোমতোই চিনি। সৎ বলে জানি। তোমার কপাল সত্যি ভালো, শেড, নইলে রিগারের সঙ্গেই বা তোমার বন্ধুত্ব হবে কেন?...আচ্ছা, ডিন ফরেস্টের ব্যাপারটা আরেকবার শুনি তোমার মুখ থেকে?'

'এল এল র‍্যাঞ্চে একটা কেবিন আছে, শুনেছেন বোধহয়,' বললো শেড। 'ওটাকে সব সময় পাহারা দিয়ে রাখা হতো। তাই সন্দেহ হয়েছিলো। সে-রাতে গোপনে দেখতে গেলাম ভেতরে কি আছে।...বেরিয়ে এসে কান পেতেছিলাম লোপেজদের ডাইনিং রুমের জানালায়।...তারপর, চলে যাচ্ছি, হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ডিন ফরেস্ট, দেশলাই চাইলো। ওর কোনো বন্ধু ভেবেছিলো হয়তো আমাকে। নিজের ভুল বুঝতে পেরেই পিস্তলে হাত দিলো সে। গুলি করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকলো না আমার।'

'হুঁ!' আস্তে মাথা ঝোঁকালেন জোনস।

চোখ ফিরিয়ে লুনাকে খুঁজলো শেড। চেয়ারে নেই লুনা, বেরিয়ে গেছে, হোটেলের বাইরে তাকে দেখা গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে লুনার কাছে চলে এলো শেড। 'লুনা, রেস্টুরেন্টে যাবে? কথা আছে। তুমি গিয়ে কফির অর্ডার দাও, আমি আসছি।'

'শেড, সাবধান! রড তোমাকে ছাড়বে না। সুযোগ পেলেই খুন করবে! খুব সাবধান!'

পথের মোড় ঘুরেই রিগার আর বাণ্টাকে দেখা গেল, তাদের

সঙ্গে রয়েছে পল হারম্যান। জনার রাশ ধরে আছে বাক্টা। শেডকে দেখেই বললো, 'আরেকটু হলেই ব্যাটাদের ধরে ফেলেছিলাম, বস।'

'গুলির শব্দ শুনলাম। কি হয়েছিলো?'

'রোভার। ওর ঘোড়ার দিকে দৌড় দিয়েছিলো, কিন্তু পড়লো গিয়ে জো-র সামনে,' বললো রিগার।

'রোভার ভাবলো জো তাকে আটকাবে, পিস্তলে হাত দিলো। গুলি করতেই হলো জো-কে।'

'মিলার?'

'হাত-পা বেঁধে শুয়োরের মতো ফেলে রেখেছি। ফগও ধরা পড়েছে। রেঞ্জারদের মার খেয়ে মুখ খুলে গেছে ওর, যা বলেছে, কলিনসকে ঝুলিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

'হুঁ।' হারম্যানের দিকে ফিরলো শেড। 'আচ্ছা, আমি শহরে ঢুকেছি, একথা জানলো কি করে ওরা? জুন বলেছিলো?'

'জুন কিচ্ছু বলেনি,' জবাবটা দিলো রিগার। 'আপনার পিছু নিতে দেখেছি কলিনসের চামচাদের। আমরা তাদের পিছু নিলাম। গিয়ে দেখি, সিডকে ধরে আনছে আরেক দল। আপনাকে আটকেছেন মিস্টার হারম্যান' এ-ও দেখলাম। প্রথমে বুঝিনি ব্যাপারটা, মনে করেছি, উনিও বুঝি বেঈমানী করেছেন। তখন আমি আর জো ছুটলাম শহরের বাইরে, বিচারকদের সঙ্গে কথা বলতে।'

'ঠিকই করেছো তোমরা,' বললো হারম্যান। 'সিডকে যে ধরবে, আগেই অনুমান করেছি। তারপরই এসে ঢুকলো শেড, আটকালাম তাকে। সিডকে জড়িয়ে নিলাম আমার সঙ্গে। ফলে সে-ও সন্দেহমুক্ত হলো, শেডও বাঁচলো। ওদের হাতে পড়লে নির্ঘাত মেরে ফেলতো। কাজেই সারারাত আটকে রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখিনি...কিন্তু কলিনস, গ্রিজলি আর টমকে তো ধরা গেল না। ব্যাটারা জ্বালাবে।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো রিগার। 'সাবধান থাকতে হবে আমাদের। তিনটেই কেউটের বাচ্চা, সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে।'

উনিশ

সময় গড়িয়ে গেল, গ্রীষ্ম শেষ হয়ে শরৎ এলো, কিন্তু তিন অপরাধী ধরা পড়লো না। ভোরের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে ইদানীং, ঘাসের গায়ে কুয়াশা জমে থাকে। ওকের সবুজ পাতা হলুদ হয়ে গেছে, বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে ইতিমধ্যে। একটা ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে, একটা স্টেজ কোচ লুট হয়েছে—ক্যানিয়ন গিরিপথে তিনজন মানুষ খুন হয়েছে। কোচের বাকি একজন কোনোমতে বেঁচে ফিরে এসেছে, সে চিনতে পেরেছে খুনীদের একজন, উইং টাগোরাকে। পাই টাউনে বিশালদেহী দাড়িওয়ালা এক আগন্তুককে সন্দেহ হয়েছিলো ওখানকার মার-শালের, লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে মারা পড়েছে।

শেড আর লুনা এখন বেশির ভাগ সময়ই একসঙ্গে থাকে, তাদের দুটো ঘোড়া জনা আর ডোবারও বন্ধু হয়ে গেছে। তিন অপরাধী ধরা না পড়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে লুনা, শেডের জন্যে তার ভয়।

সেদিন সকালে, উপত্যকার চারণক্ষেত্রে গরু দেখতে চলেছে লুনা আর শেড, পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে।

একসময় লুনা বললো, 'শেড, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে নিয়ে যাবে বলেছিলে। চলো না, আজই।'

দ্বিধা করলো শেড। 'জায়গাটা খুব সুন্দর, কিন্তু ভালো লাগে না আমার। ঢুকলেই খালি মনে হয় কখন বেরিয়ে আসবো। আর ওই পাথর জমে যে গেট তৈরি হয়েছে, ওটার তলা দিয়ে যেতেই ভয় লাগে। যদি ধসে পড়ে। যদি আটকে যাই।'

'গেলে গেলাম! ভেতরে তো আমরা দুজনই থাকবো,' হেসে বললো লুনা।

'একা থাকার চেয়ে অনেক ভালো অবশ্য,' স্বীকার করলো শেড। 'কিন্তু সারাজীবন ওর ভেতর আটকে থাকবো, ভাবলেই কেমন জানি বিতৃষ্ণা লাগে।'

'কিন্তু জায়গাটা নাকি ভারি সুন্দর। তুমি তো বলেছোই, জো আর রিগারও বলেছে অনেক দিন। ওই বরফগুহাগুলো দেখার খুব ইচ্ছে আমার।'

পাহাড়ের ভেতরে গুড়গুড় শব্দ হলো, চট করে একে অন্যের দিকে তাকালো ওরা। শেড বললো, 'প্রথমবার ওই শব্দ শুনে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। মেসার মাথায় বাড়িটা তৈরি হয়ে গেলেই গর্তগুলো তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবো। ওই গর্ত দিয়ে ভেতরে পড়ে গেলে আর বাঁচতে হবে না। যে ভাবে উঠে আসে পানি! সঙ্গে আসে পাথর, একেকটা পঞ্চাশ-ষাট পাউণ্ড ওজনের। ওগুলোর মধ্যে পড়লে একেবারে পিষে ফেলবে।'

মেসার নিচ দিয়ে চলেছে ওরা কথা বলতে বলতে। পাতা-ঝরা শুরু হয়ে গেছে, ইতিমধ্যেই রিক্ত, শীর্ণ হয়ে উঠেছে গাছগুলো। পায়ের তলায় হলুদ পাতার কার্পেট, উড়িয়ে এনে আরও পাতা জমা করছে বাতাস।

কথায় কথায় রড কলিনসের কথা উঠে পড়লো। উপত্যকার দিকে ফিরে তাকালো একবার লুনা। 'জানো, দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে এখন। আমরা সুখেই ছিলাম আমাদের র‍্যাঞ্চে, খুব সুখে। কাজ ভালোবাসে জিম, আমিও, লোকজন নিয়ে কাজ করতাম। দু'জনেরই চোখে ছিলো ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এই সময় একদিন এলো রড কলিনস।

'ভাবতে পারবে না, কি রকম চমকে উঠেছিলাম রডকে দেখে। ভেবেছিলাম, পেছনের মন্দ দিনগুলো পেছনেই ফেলে এসেছি, ভাবিনি, রড আবার এসে হাজির হবে। মেক্সিকোতে একবার একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে নেশায় জড়িয়ে গিয়েছিলো জিম, ওলিয়াম। পরিবারের বড় ছেলে ও, বাবা খুব ভালোবাসে ওকে, আমরাও। এই সময়ই রডের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে ওকে নিচে, আরও নিচে নামিয়ে নিয়ে গেল রড।

'বাবার তখন অসুখ, হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। ছেলে যে অধঃপাতে যাচ্ছে, এটা জানে না, আমরা কেউই তাকে জানাই-নি। এই সময় একদিন খুন হলো মেয়েটা, পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি, রডই তাকে খুন করেছে, কিন্তু কি করে সব দোষ সে চাপিয়ে দিলো জিমের ঘাড়ে। তারপর তাকে ছাড়িয়ে আনার ভান করে কৃতজ্ঞ করে দিতে চাইলো। গোলমাল হয়তো করতে

পারতো জিম, কিন্তু বাবার কথা ভেবে কিছু করলো না সে। মুখ বুজে রইলো।

'আর ওখানে থাকা যায় না। জিম আর আমি চলে এলাম এখানে, আমাদের র‍্যাঞ্চে। মেক্সিকোর ভয়াবহ দিনগুলোর কথা ভুলতে বসেছে জিম, এই সময় এসে উদয় হলো আবার রড।

'আমাদেরকে অনুরোধ করলো রড, মাস দুই থাকবে, আমাদের র‍্যাঞ্চটাকে তার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করবে। জানালো, নাকে খত দিয়ে নারকোটিকসের কারবার ছেড়ে দিয়েছে, এখন গরু পোষার ইচ্ছে, সৎ জীবন যাপন করতে চায়। শুধু দুটো মাস, তারপর নিজের ছোট একটা র‍্যাঞ্চ করে আমাদের জায়গা ছেড়ে দেবে সে। প্রথমে রাজি হইনি। শেষে ভয় দেখালো, রাজি না হলে জিমের কুকীর্তির কথা সব বাবাকে বলে দেবে। বাবার হার্টের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে, এতোবড় একটা শক সইতে পারবে না। কি আর করবো রাজি না হয়ে?

'রডের সঙ্গে এসেছিলো ফগ, তার দিন কয়েক পরেই এসে হাজির টাগোরা, রোভার আর ফরেস্ট। মিলার আর আরও কয়েকজন এলো তার কয়েকদিন পর।

'এক এক করে আমাদের বিশ্বস্ত লোকদেরকে তাড়িয়ে দিলো রড, সেই জায়গায় নিজের লোক ঢোকালো। আমাদের র‍্যাঞ্চেই আমরা বন্দি হলাম। সব সময় আমাকে আর জিমকে পাহারা দিয়ে রাখা হতো, যাতে হঠাৎ করে কিছু করে বসতে না পারি। সাহায্য করার কেউ ছিলো না। কার্টিস কিংবা ফারেল করতে

পারতো, কিন্তু ওরা নিজেরাই মারামারি করছে, অন্যকে সাহায্য করবে কখন? এই সময় এলে তুমি।' চুপ করলো লুনা। তার-পর বললো, 'কয়েক হপ্তা থাকার পরই তার সিদ্ধান্ত জানালো আমাদেরকে রড। কার্টিস আর ফারেলের র‍্যাঞ্চ দখল করতে যাচ্ছে সে, টাকা আর ক্ষমতার অধিকারী হতে চলেছে। ধরেই নিলাম তার কবল থেকে আমাদের আর মুক্তি নেই...'

নিরবে এগিয়ে চললো দু'জনে। ঘোড়ার খুরের খটাখট ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। গিরিপথের প্রবেশমুখ দেখা যাচ্ছে।

হেসে উঠলো লুনা। 'আর কি? এখানতক যখন এসে পড়লাম, চলো, ভেতরেই ঢুকে যাই। অন্ধকার হওয়ার আগেই বেরিয়ে আসতে পারবো।'

দ্বিধা করলো শেড। 'ঠিক আছে, চলো।' ভাবসাব দেখেই বোঝা গেল, ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে তার মোটেই নেই।

দু'পাশে কালো পাথরের উঁচু দেয়াল, শেডের অস্বস্তি সংক্রামিত হয়েছে লুনার মাঝেও। ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকাচ্ছে সে।

একসময় পাথরের গেটটার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। এক নজর দেখেই বুঝলো লুনা, কেন এই জায়গাটাকে এতো অপছন্দ করে শেড। ইচ্ছে হলো, শেডকে ফিরে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু বলতে পারলো না।

গেটটার অন্য পাশে চলে এলো দু'জনে।

বিশ

জ্বালামুখে ঢুকে সমস্ত ভয় আর দ্বিধা দূর হয়ে গেল লুনার, মুগ্ধ হয়ে গেল অপরূপ সৌন্দর্য দেখে। পাহাড়ের উঁচু উঁচু চূড়া, ছায়াঢাকা উপত্যকা, সবুজ ঘাসের বুক চিরে বয়ে যাওয়া রূপালী নহর, দূরে পর্বতের মাথায় জমে থাকা মেঘ—প্রকৃতির এতো সুন্দর রূপ খুব কমই দেখেছে লুনা।

শরতের চমৎকার রোদ তৃণভূমিতে, তাতে চরছে লাল গরুর পাল। মানুষ দেখে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ওরা এতোদিনে, এক-বার মুখ তুলে তাকিয়েই আবার খাওয়ায় মন দিলো।

'যা ভেবেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি গরু আছে এখানে,' বললো শেড। 'নিশ্চয় দেয়ালের কোথাও বড়সড় ফাটল আছে, ওটা দিয়ে ভেতরে কোথাও যাওয়া যায়। ওখানেই থাকে বেশির ভাগ গরু, মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে এখানে। জায়গাটা খুঁজে বের করবো একদিন।'

'বরফগুহাগুলো কোথায়?' জানতে চাইলো লুনা।

পুরো দুটো ঘণ্টা জ্বালামুখের ভেতরে ঘুরে বেড়ালো দু'জনে।

বেশির ভাগ সময়ই কাটালো বরফগুহায়। বরফশীতল পানি খেয়ে দেখলো লুনা, অবাক হয়ে গেল, আশ্চর্য মিষ্টি।

বড় একটা গুহায় ঢুকলো ওরা। নিচের দিকে চোখ পড়তেই শেডের আস্তিন খামচে ধরলো লুনা, 'শেড, দেখো!'

তাকালো শেড। বুটের দাগ, গভীর।

ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে লুনা। ফিসফিস করে বললো, 'শেড। জো বাণ্টার বুট?'

'না,' মাথা নাড়লো শেড, 'ব্রিগারেরও না। ওদের চেয়ে ভারি কারও ছাপ। চলো, বেরিয়ে যাই।'

বাইরে বেরিয়ে আবার চমকে যাওয়ার পালা। গুহায় ঢোকার সময় দেখেছিলো উজ্জ্বল রোদ, বেরিয়ে দেখলো ম্লান হয়ে গেছে। সূর্যকে ঢেকে ফেলছে এক টুকরো গাঢ় কালো মেঘ। পর্বতের মাথার মেঘটাও যেন টুকরো মেঘের সঙ্গে যোগ দিতে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তার ভেতর। জোর বৃষ্টি নামবে, সেই সঙ্গে ঝড়ও আসতে পারে।

সজাগ হয়ে উঠেছে শেড। লুনার হাত ধরে তাড়াতাড়ি ঘোড়ার দিকে নিয়ে চললো। 'তুমি পালাও। আমি আসছি। এসেছি যখন, গরুগুলোকে বের করে নিয়ে যাবো।'

'একা পারবে না তো!'

'চেষ্টা করতে দোষ কি? তুমি যাও। একেবারে সোজা বাড়িতে।'

'না, আমি...' আচমকা থেমে গেল লুনা। চোখে বিস্ময়, তারপর ভয় ফুটলো।

কি দেখেছে লুনা, অনুমান করতে পারলো শেড, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো।

রন্ড কলিনস।

'এবার যাবে কোথায়?' খসখসে গলায় বললো কলিনস। কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন হয়েছে, চোখের দৃষ্টিও জানি কেমন। ঘোলা ঘোলা। হ্যাঁ, বুঝেছি!—ভাবলো শেড, উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে ব্যাটা। আগেই কিছু গোলমাল ছিলো মাথায়, সেটার আরও অবনতি হয়েছে।

কলিনসের সেই ফুলবাবু-সাজ আর নেই। শাদা হ্যাটে ময়লা, শার্ট কতোদিন ধোয়া হয়নি কে জানে, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরাজয় আর হতাশা একেবারে ধসিয়ে দিয়েছে তাকে।

'কায়দামতো পেয়েছি!' হাতের পিস্তল নাচালো কলিনস। 'আগে তোমাকে শেষ করবো। লুনার সঙ্গে আমার একটা ছোট্ট বোঝাপড়া আছে, সেটা শেষ করে ওকেও খতম করবো। ব্রিগার আর বাণ্টাকে শেষ করবে উইং আর টম। মেসায় উঠে গেছে হয়তো এতোক্ষণে ওরা, অপেক্ষা করছে।'

'মেসা? ওখানে ব্রিগার আর বাণ্টার টিকিও ছুঁতে পারবে না ওরা। কিছু করার আগেই চোখে পড়ে যাবে।'

'পড়বে না, পড়বে না,' কবিতার ছন্দে টেনে টেনে বললো কলিনস, 'একটা গুহায় লুকিয়ে থাকবে। অনেক বড় একটা গুহা আছে মেসার মাথায়।'

'গুহা!' আঁতকে উঠলো শেড। 'মেসার মাথায় গুহা!'

'তোমাদেরকে আসতে দেখেছি আমরা। তোমার আর লুনার পিছু নিয়েছি আমি, উইং আর টম উঠে গেছে পাহাড়ে। বড় গুহাটায় ঢুকে অপেক্ষা করবে রিগার আর বাক্টার জন্যে। ওদেরকে তৃণভূমিতে গরু চরাতে দেখে এসেছি।'

'রড,' শান্ত কণ্ঠে বললো শেড, 'তুমি জানো না, কোথায় গিয়ে ঢুকেছে ওরা। ওটা একটা ফাঁদ, মৃত্যুফাঁদ। খাদের তলা থেকে কিছুক্ষণ পর পরই পানির ফোয়ারা ছোটে, বড় বড় পাথর উঠে আসে কামানের গোলার মতো। আগে থেকে সাবধান না হলে মরবে। টাগোরা আর লেভিটি নিশ্চয় জানে না এসব।'

হাসি চলে গেল কলিনসের মুখ থেকে। 'মিথ্যে কথা! আর সত্যি হলেই বা কি? ওরা মরলে আমার কি?'

দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে শেডের হৃৎপিণ্ডের গতি। পিস্তল বের করবে কি করে? সে পিস্তলে হাত দিতে গেলেই গুলি করবে কলিনস।

বিদ্যুৎ চমকালো, কানফাটানো শব্দে বাজ পড়লো পাহাড়ের মাথায়, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করলো। কলিনসের চোখে চোখ রেখে সহজ গলায় বললো শেড, 'লুনা, স্লিকারটা পরে নাও। নইলে ভিজে যাবে।'

শেডের ইঙ্গিতটা হয়তো বুঝলো লুনা, স্লিকার খুলে নেয়ার জন্যে ডোভারের পিঠে ঝোলানো ব্যাগে হাত দিতে গেল। যা আশা করেছিলো শেড, ঠিক তাই ঘটলো। তার ওপর থেকে চোখ সরে গেল কলিনসের, লুনার দিকে ফিরলো পলকের জন্যে। ওই এক পলকই যথেষ্ট, পিস্তল বের করে ফেললো শেড।

ট্রিগার টিপে দিলো কলিনস, ঝটকা দিয়ে আগেই মাথা সরিয়ে ফেলেছে শেড, তার হ্যাটের কোনা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। গুলি করলো সে। একবার···দুইবার! চুল ধরে পেছন দিকে হ্যাঁচকা টান মারলো যেন কেউ কলিনসকে, কপালে একটা লাল গর্ত। ময়লা শাদা শার্টের বুকে আরেকটা গর্ত, লাল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

টলে উঠলো কলিনস। আধ সেকেণ্ড টলোমলো অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলো মৃতদেহটা, তারপরই ধুপ করে পড়লো চিত হয়ে। মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে আছে নিষ্প্রাণ বড় বড় দুটো খোলা চোখ, তাতে ঝড়ে পড়লো বৃষ্টির ফোঁটা।

পিস্তলটা আবার খাপে ভরে রাখলো শেড। আস্তে করে বসলো কলিনসের পাশে, হাত বাড়িয়ে লাশের চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

দেখতে দেখতে মুষলধারে নেমে এলো বৃষ্টি।

'জলদি করো!' চেঁচিয়ে বললো শেড। 'বেরিয়ে যাও।'

স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরলো যেন লুনা। স্লিকার খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি পরে নিলো। তারপর চাপলো ঘোড়ার পিঠে। গিরিপথের দিকে ছোটালো ডোভারকে।

শেডও ঘোড়ায় চাপলো। দ্রুত একবার চক্কর দিলো গরুগুলোকে ঘিরে। তারপর তাড়িয়ে নিয়ে চললো গিরিপথের দিকে।

সারি দিয়ে গিরিপথে ঢুকে গেল গরুর পাল, কিছু কিছু মোড় নিয়ে চলে গেল এদিক ওদিক। ওগুলোকে ফেরানোর চেষ্টা

করলো না শেড। সারির শেষ গরুটার পেছনে সে-ও ঢুকে পড়লো। অনেক আগে দেখা গেল লুনাকে।

হঠাৎ কম্পন টের পেলো শেড, ভূমিকম্প! সেরেছে! এইবার পাথরের গেট ধসে পড়বেই পড়বে! গরুর পাল নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা উবে গেল মুহূর্তে। এখন কোনোমতো গেটটা পেরোনো দরকার। কিন্তু পারা গেল না। পথ রুদ্ধ করে ছুটছে গরুর পাল, পাশ কাটিয়ে বেরোনোর সামান্যতম জায়গা নেই।

গরুর পালকে তাড়া দিলো শেড, আরও, আরও জোরে! গেটের কাছে চলে এলো। বেরিয়ে গেল আগের গরুটা। পেছনে ছুটলো অন্যগুলো।

দূর থেকেই দেখতে পেল শেড, গেটটার চেহারা বদলে গেছে। নিচু হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই দু'একটা ছোট পাথর গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ভূমিকম্প থেমে গেছে, কিন্তু নড়িয়ে দিয়ে গেছে আলগা পাথরগুলোকে।

আর মাত্র কয়েকটা গরু গেট পেরিয়ে যেতে বাকি, ঠিক এই সময় দড়াম করে পড়লো বড় একটা পাথর, ভয় পেয়ে থেমে গেল এ-পাশের গরুগুলো, পিছিয়ে আসতে শুরু করলো। প্রমাদ গুণলো শেড। সর্বনাশ! লম্বা চাবুক দিয়ে সপাসপ বাড়ি মারতে লাগলো সে গরুগুলোকে, হেঁই! হেঁই!—বলে চেঁচিয়ে চলেছে। আরো কয়েকটা পাথর পড়লো। দেখতে পাচ্ছে শেড, ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে পাথরগুলো, খুব আস্তে বসে পড়ছে যেন গেটটা।

আবার আগে বাড়লো গরুর পাল, দেখতে দেখতে পেরিয়ে

এলো গেট। জোরে দুই লাফ দিলো জনা, হুড়মুড় করে পড়তে শুরু করেছে পাথরগুলো। কিন্তু ততোক্ষণে ওগুলোর এ-পাশে বেরিয়ে এসেছে জনা, আরো কয়েক লাফে ছাড়িয়ে এলো বিপজ্জনক এলাকা।

জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে শেড, কান্নার মতো এক ধরনের শব্দ বেরোচ্ছে গলা থেকে। বুকের খাঁচায় পাগল হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। কিন্তু আর ভয় নেই।

গরুর পাল নিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো শেড। গিরিপথের পাশে অপেক্ষা করছে লুনা। ফেকাসে চেহারা, এক বিন্দু রক্ত নেই যেন। শেডকে দেখেই বলে উঠলো, 'উফ্, বড় বাঁচা বেঁচে গেছো! আরেকটু হলেই...' শিউরে উঠলো সে।

মেসার মাথায় অর্ধসমাপ্ত কেবিনের দরজায় অপেক্ষা করছে বান্টা, উত্তেজিত। শেড আর লুনাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'জলদি ভেতরে এসো!...ঠাণ্ডা লেগে মরবে!'

ভেতরে ঢুকে কাপড় ছেড়ে, গা-মাথা মুছে, শুকনো কাপড় পরে টেবিলে এসে বসলো শেড আর লুনা। গরম কফি নিয়ে অপেক্ষা করছে বান্টা আর রিগার।

পর পর দুই কাপ করে কফি খেয়ে গা গরম করে নিলো শেড, সিগারেট ধরালো। এইবার শুরু হলো রিগার আর বান্টার প্রশ্নবাণ।

সংক্ষেপে সব জানালো শেড, মাঝে মাঝে কথা যোগ করলো লুনা।

'হুঁ!' একটু চুপ থেকে বললো বাণ্টা, 'রিগার বলেছিলো বটে আমাকে, সে নাকি গাছের আড়ালে ব্রিজলিকে দেখেছে আজ। সে-জন্যেই আরও বেশি ভাবনা হচ্ছিলো তোমাদের জন্যে।'

'বৃষ্টির পরে গিয়ে খুঁজে দেখতে হবে গুহাটা।' আপন মনেই বললো শেড।

'দেখে আর কি হবে!' বললো রিগার। 'এমন তাজ্জব কাণ্ড জীবনে দেখিনি। ভূমিকম্প যেই শুরু হলো, যদি দেখতে! দরজায় দাঁড়িয়েই দেখলাম, পানির ইয়া মোটা ফোয়ারা আকাশে উঠে যাচ্ছে! ওই গুহার ভেতরে ঢুকে বসেছিলো ব্রিজলি আর টম...' বাধা পেয়ে থেমে গেল সে।

হাত তুলেছে লুনা। 'আর বলো না, রিগার! ওরা শয়তান লোক... কিন্তু যে শাস্তি পেয়েছে...,'কেঁপে উঠলো সে, শীতে না অন্য কারণে, ঠিক বোঝা গেল না।

আর কিছু বললো না রিগার,কি একটা কাজের ছুঁতোয় উঠে চলে গেল।

বাণ্টাও চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

ঘরের কোণে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে, সেদিকে চেয়ে আছে লুনা। আগুনের আলোয় লালচে দেখাচ্ছে তার মুখ। একটা হাত অলস ভঙ্গিতে পড়ে আছে টেবিলে।

লুনার হাতে হাত রাখলো শেড। 'ওই আগুন আমাদের... আমাদের ঘরের আগুন, ভাবতে কি ভালো লাগছে না! আর এই কফির গন্ধ! টিনের চালে বৃষ্টির আওয়াজ! আহ্, কি মধুর!'

উঠে হাত ধরাধরি করে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো ওরা। অনেক নিচে উপত্যকা, বৃষ্টির জন্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, আবছামতো চোখে পড়ছে।

বিড়বিড় করে বললো শেড, 'ওই উপত্যকা, তৃণভূমি, সবুজ হয়ে যাবে বৃষ্টির পানি পেয়ে, ঘন সবুজ! ওকের বনে ফুল ফুটবে... ফল ধরবে...,' লুনার কাঁধে হাত রাখলো সে, কাছে টানলো।

মুখ তুললো লুনা। শেডের মুখ নামতে শুরু করলো ধীরে ধীরে।

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে খুটখাট আওয়াজ, রান্না চড়িয়েছে জো বাণ্টা।

:: শেষ ::

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com